Aminul
11/7/'12

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

Training Manual On Preparation of Plan for Protected Area Co-management

(Clusters: South Eastern, Chittagong Hill Tracts & Chittagong, Sylhet, Sundarban and Central)

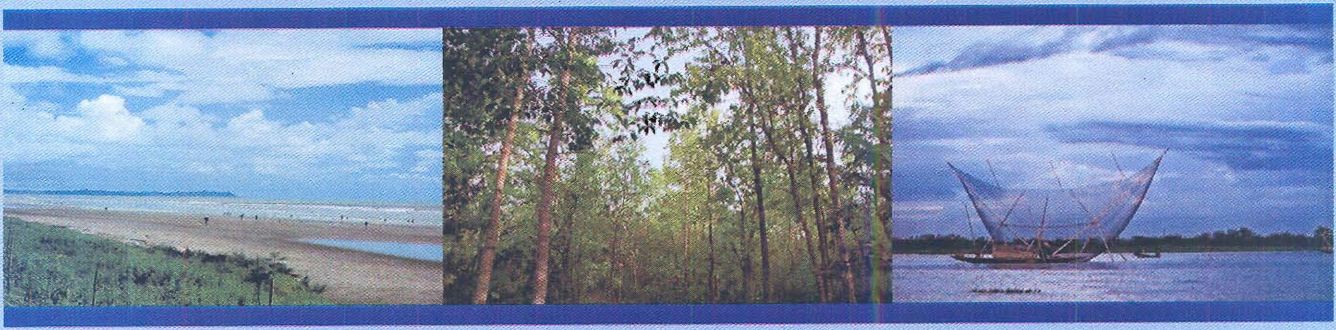

August-December, 2010-12

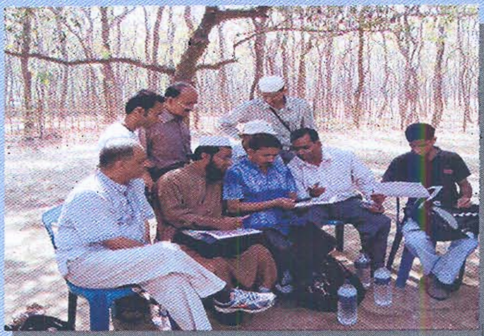

বাস্তবায়নে ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তর
সহযোগীতায়ঃ ইউএসএআইডি-র সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা (আইপ্যাক) নিসর্গ প্রকল্প

Department of Environment

সূচিপত্র

ক. ওরিয়েন্টেশন কোর্স উপকরণঃ

ক্রমিক	উপকরণ শিরোণাম	পৃষ্ঠা
01.	Objectives & Program Schedule for Protected Area Co-Management Plan Preparation: Training Course.	i-ii
০২.	রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য ও সূচী।	iii-iv
০৩.	বাংলাদেশের বন ও বনজ সম্পদ ও জলাভূমি সম্পদের বর্তমান অবস্থা এবং আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর উপর প্রভাব এবং সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা।	১-৫
০৪.	প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে রক্ষিত বন, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ও রক্ষিত জলাভূমিতে সহ-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা।	৬-৭
০৫.	সহ-ব্যবস্থাপনা ল্যান্ডস্কেপ পন্থাঃ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ।	৮-৯
০৬.	সহ-ব্যবস্থাপনা ল্যান্ডস্কেপ পন্থা: স্থানীয় জনগণের সুবিধা সৃষ্টির উপায়।	১০-১১
০৭.	সহ-ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সরকারী কর্মীদের সহায়ক ভূমিকা ।	১২-১৩
০৮.	রক্ষিত এলাকা, জলাভূমি ও প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা সমূহ পরিদর্শনকালীন একজন পরিবেশ বান্ধব পর্যটকের সরকারী কর্মীদের নিকট থেকে প্রত্যাশা।	১৪-১৬
০৯.	রক্ষিত এলাকায় নিসর্গ নেটওয়ার্ক।	১৭-১৮
১০.	রক্ষিত এলাকার জন্য অংশগ্রহণমূলক সহ-ব্যবস্থাপনা কার্য্যক্রম পরিকল্পনা প্রনয়ণের উদ্দেশ্য ও কাঠামো।	১৯-২৮
১১.	সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়নে বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণঃ সম্ভাব্য সেকেন্ডারী ডাটার উৎস্য, (PRA/RRA প্রতিবেদন, Inventory রিপোর্ট পুরাতন ম্যানেজমেন্ট প্লান, ইত্যাদি)।	২৯-২৯
১২.	রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়নে রক্ষিত এলাকা সম্পর্কে ধারণা এবং প্রয়োজনীয় বিষয়াদি: উদ্দেশ্য নির্ধারণ, জীববৈচিত্র, Natural Regeneration, ল্যান্ডস্কেপ জোন, কোর জোন, বাফার জোন, ইত্যাদি।	৩০-৩২
খ. সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পাঠ্য উপকরণঃ		
০১.	বন সংরক্ষনে সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের ভূমিকা।	৩৩-৩৭
০২.	বন অধিদপ্তরের রক্ষিত এলাকা সমূহের সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য।	৩৮-৬২
০৩.	রক্ষিত এলাকা হতে রাজস্ব আদায় ও আদায়কৃত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত বরাদ্দের ব্যয় ও হিসাবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা।	৬৩-৭০
০৪.	কার্বন পরিচিতি।	৭১-৭৩

০৫.	সামাজিক বনায়ন সম্পর্কিত জরুরী কিছু তথ্য।	৭৪-৭৫
০৬.	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া।	৭৬-৭৬
০৭.	বাফার বাগানঃ কে কি কাজ করবে?	৭৭-৭৭
০৮.	সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ কে কি কাজ করবে ?	৭৮-৭৮
০৯.	ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিলঃ কে কি কাজ করবে?	৭৯-৭৯
১০.	সামাজিক বনায়ন বিধিমালা- ২০৪ সংক্রান্ত গেজেটঃ জানুয়ারী ১১, ২০১০ খ্রী।	৮০-৮৮
১১.	রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি/কাউন্সিল গঠন সংক্রান্ত Revised প্রজ্ঞাপনঃ ২৩ নভেম্বর, ২০০৯।	৮৯-৯১
১২.	রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি/কাউন্সিল গঠন সংক্রান্ত বাংলাদেশ গেজেটঃ আগষ্ট ১০, ২০০৯।	৯২-৯৪

Protected Area Co-Management Plan Preparation
Training for Selected Co-Management Members of Forests, Wetlands & ECAs
(Third Batch)

Training Venue: Hotel Shaybal Conference Room, Cox's Bazar

Date: 07-10 August, 2010

Program Schedule

Course Objectives:

At the end of the course the participants will be able to:

- Understand and explain the primary rationale for mainstreaming a Co-Management approach to conserve a Nishorgo Network of Protected Areas, including forest protected areas (PAs), ECAs, and wetlands PAs including fish sanctuaries;
- Clarify main role and responsibilities of GOB agencies (FD, DoF, & DOE) engaged in the co-management & conservation of the Nishorgo Network;
- Explain the purpose, framework and contents of a Protected Area Co-Management Plan;
- Demonstrate required skills of writing a Protected Area Co-Management Plan

Time	Content	Resource Person
Day 1 (Saturday)		
09:00 – 09:30	Inauguration & Climate Setting	
09:30 - 10:30	Status of **forests** and **wetland resources** of Bangladesh along with **Socio-economic parameters** affecting their use and co-management.	1. A. Khaleque Khan 2. Sk. Mustafizur Rahman
10:30 – 10:45	Tea Break	
10:45 – 11:45	**Overview of a PA Co-Management Approach & Sustainable Landscape Management:** As a means to Conserve Biodiversity & benefit flows to local People.	Goutam Biswas
11:45 - 12:45	Role of GOB Officials for **empowering CMOs** for performing their activities proactively & **Promoting Eco-Tourism.**	Md. Rafiqul Islam
12:45 – 13:30	**'Nishorgo Network'**	Utpal Dutta
13:30 - 14:30	Lunch Break	
14:30 – 15:30	**Purpose and Framework for a Participatory Protected Aera Co- Management Plan:** Management plan Format & possible sources of secondary data (PRA/RRA reports, Inventory reports, old management Plans, etc.)	Md. Sayedul Islam
15:30 – 16:45	**Concepts and contents involved in writing a Protected Area Co-Management Plan:** Objective Setting, Biodiversity, Natural Regeneration, Landscape Zone, Core Zone, Buffer zone, etc.	Utpal Dutta
16:45 – 17:00	Learning Inventory	

Day 2 (Sunday)		
09:00 – 09:15	Review and Preview	
09:15 – 10:30	**Site wise Group Exercise:** Assessing the present Situation and objective setting (Part I)	A K M Shamsuddin/Utpal Dutta
10:30 – 10:45	Tea Break	
10:45 - 12:30	**Site wise Group Exercise:** Assessing the Present Situation and objective setting (Part-I) continue	
12:30 – 13:30	**Presentation of Group exercise**	
13:30 - 14:30	Lunch Break	
14:30 – 15:30	**Presentation of group exercise** continue	
15:30 – 16:45	**Conceptual clarity** on contents involved in writing Part II of a Protected Area Co-Management Plan: **Description of management programs**	A K M Shamsuddin
16:45 – 17:00	Learning Inventory	
Day 3 (Monday)		
09:00 – 13:30	**Field Exercise Focusing on Part-II**	
13:30 – 14:30	Lunch Break	
14:30 – 16:45	**Learning from Field Exercise for developing Management Programs** (Group exercise)	
16:45 – 17:00	Learning Inventory	
Day 4 (Tuesday)		
09:00 – 09:15	Review and Preview	
09:15 – 10:30	Site wise **Group Exercise on PA Co-management Plan Writing:** Objectives & Challenges; Habitat restoration; Management Programs; Livelihood & Value Chain Programs; Facilities Development; Visitor Management Programs; Monitoring & Capacity Building; Institutional Development; budget, etc.	A K M Shamsuddin/Utpal Dutta
10:30 – 10:45	Tea Break	
10:45 – 12:30	**Group Exercise** on PA co-Management Plan writing continue	
12:30 – 13:30	**Plenary Presentation** on Draft PA Co-Management Plan writing.	
13:30 – 14:30	Lunch Break	
14:30 – 15:30	**Plenary Presentation** on a Draft PA Co- Management Plan continue	
15:30 – 16:30	**Co-ordination** & **Action Plan** for finalizing the Draft PA Co-Management Plan	A K M Shamsuddin
16:30 – 17:00	Closing	

১. বন, জলাভূমি ও পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ।
২. নিসর্গ নেটওয়ার্কের সফল বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থাসমূহ অর্থাৎ বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং সহযোগী অন্যান্য অংশীদারদের ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব ।
৩. রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের কারণ এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর জ্ঞান লাভ।
৪. রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে হাতে কলমে দক্ষতা অর্জন।

সময়	বিষয়	রিসোর্স পার্সন
দিবস -১ (শনিবার)ঃ		
৯:০০ -৯:৩০	উদ্বোধনী এবং প্রশিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি।	
৯:৩০ -১০:৩০	বাংলাদেশের বন ও বনজ সম্পদ এবং জলাভূমি সম্পদের বর্তমান অবস্থাঃ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর উপর প্রভাব এবং সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা।	১. আব্দুল খালেক খান ২.শেখ মোস্তাফিজুর রহমান
১০:৩০ -১০:৪৫	চা বিরতি	
১০:৪৫ -১১:৪৫	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং স্থানীয় জনগণের সুবিধা সৃষ্টিতে রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা ও ল্যান্ডস্কেপ পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা।	গৌতম বিশ্বাস
১১:৪৫ -১২:৪৫	কর্মকান্ড দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের (যেমনঃ CMO/RMO) ক্ষমতায়ণ এবং পরিবেশ বান্ধব পর্যটনে সরকারী কর্মকর্তাদের ভূমিকা।	মোঃ রফিকুল ইসলাম
১২:৪৫-১৩:৩০	নিসর্গ নেটওয়ার্ক	উৎপল দত্ত
১৩:৩০ -১৪:৩০	মধ্যাহ্ন বিরতি	
১৪:৩০ -১৫:৩০	রক্ষিত এলাকার জন্য অংশগ্রহণমূলক সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য এবং এর কাঠামোঃ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ণের ছক এবং সেকেন্ডারী ডাটা সমূহের উৎস (PRA/RRA প্রতিবেদন, Inventory Report, পুরাতন ম্যানেজমেন্ট প্লান, ইত্যাদি)।	মোঃ সাইদুল ইসলাম,
১৫:৩০ -১৬:৪৫	রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে রক্ষিত এলাকা সম্পর্কে ধারণা এবং প্রয়োজনীয় বিষয়াদিঃ উদ্দেশ্য নির্ধারণ, জীববৈচিত্র, Natural Regeneration, Landscape zone, Core zone, Buffer Zone, etc.	উৎপল দত্ত
১৬:৪৫ -১৭:০০	শিক্ষণীয় দিকসমূহ	
দিবস ২ (রবিবার)ঃ		
৯:০০ -৯:১৫	পূর্ব দিনের পর্যালোচনা এবং দিবসের করণীয় বিষয়সমূহ।	
৯:১৫ -১০:৩০	এলাকা ভিত্তিক দলীয় অনুশীলনঃ রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে পার্ট-১ অনুযায়ী বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ।	এ কে এম শামসুদ্দীন/ উৎপল দত্ত
১০:৩০ -১০:৪৫	চা বিরতি	
১০:৪৫ -১২:৩০	এলাকা ভিত্তিক দলীয় অনুশীলনঃ রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে পার্ট-১ অনুযায়ী বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ, চলমান।	

১২:৩০ -১৩:৩০	দলীয় অনুশীলন উপস্থাপনা।	
১৩:৩০ -১৪:৩০	মধ্যাহ্ন বিরতি	
১৪:৩০ -১৫:৩০	দলীয় অনুশীলন উপস্থাপনা চলমান।	
১৫:৩০ -১৬:৪৫	রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে পার্ট-২ (Part-II) এ অর্ন্তভূক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান: ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ড সম্পর্কে বিবরণ।	এ কে এম শামসুদ্দীন
১৬:৪৫- ১৭:০০	শিক্ষনীয় দিক সমূহ।	
দিবস - ৩ (সোমবার)ঃ		
০৯:০০ -১৩:৩০	রক্ষিত এলাকার জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে পার্ট-২ ((Part-II) সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষন।	
১৩:৩০ -১৪:৩০	মধ্যাহ্ন বিরতি	
১৪:৩০ -১৬:৪৫	রক্ষিত এলাকার জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে মাঠ প্রশিক্ষণ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়াদি (দলীয় অনুশীলন)	
১৬:৪৫ -১৭:০০	শিক্ষনীয় দিক সমূহ।	
দিবস - ৪ (মঙ্গলবার)ঃ		
০৯:০০ -৯:১৫	পূর্ব দিনের পর্যালোচনা এবং দিনের করনীয় বিষয় সমূহ।	
০৯:১৫ -১০:৩০	রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে এলাকা ভিত্তিক দলীয় অনুশীলন: উদ্দেশ্য এবং রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার স্থায়ীত্বশীল পদ্ধতি; আবাসস্থল পূণরুদ্ধার কর্মসূচী; ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম; জীবিকায়ন এবং (ভ্যলুচেইন কর্মসূচী; অবকাঠামোর উন্নয়ন; দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম; মনিটরিং এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচী; প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মসূচী; বাজেট ইত্যাদি।	এ কে এম শামসুদ্দীন/ উৎপল দত্ত
১০:৩০ -১০:৪৫	চা বিরতি	
১০:৪৫ -১২:৩০	রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে এলাকা ভিত্তিক দলীয় অনুশীলন, চলমান।	
১২:৩০ -১৩:৩০	রক্ষিত এলাকার জন্য দলীয়ভাবে প্রণীত খসড়া সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা উপস্থাপনা।	
১৩:৩০ -১৪:৩০	মধ্যাহ্ন বিরতি	
১৪:৩০ -১৫:৩০	রক্ষিত এলাকার জন্য দলীয়ভাবে প্রণীত খসড়া সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা উপস্থাপনা চলমান।	
১৫:৩০ -১৬:৩০	রক্ষিত এলাকার জন্য প্রণীত সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা চুড়ান্ত করণের লক্ষ্যে IPAC টিম; CMC/RMO/PF এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তর সমূহের সাথে সমন্বয় সাধন এবং কর্ম পরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন।	এ কে এম শামসুদ্দীন
১৬:৩০-১৭:০০	সমাপনী।	

বাংলাদেশের বন ও বনজ সম্পদ ও জলাভূমি সম্পদের বর্তমান অবস্থা এবং আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর উপর প্রভাব এবং সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা

গ্রীষ্ম মন্ডলীয় দেশ বাংলাদেশ। জীববৈচিত্র্যে ভরপুর এই দেশ। বাংলাদেশের মোট আয়তনের (১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিঃমিঃ) ৬৪ ভাগ কৃষিজমি, ১৭ ভাগ বনভূমি, ৮ ভাগ শহর এলাকা এবং অবশিষ্ট ১১ ভাগ হচ্ছে পানি ও অন্যান্য ব্যবহৃত ভূমি।

বন ও বনজ সম্পদঃ

মোট ২.৫২ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমির মধ্যে প্রায় ১.৫২ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি বন বিভাগ ব্যবস্থাপনা করে। প্রায় ০.৭৩ মিলিয়ন হেক্টর অশ্রেণীভূক্ত বন যেগুলি জন প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে আছে এবং যেগুলিতে বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব আছে বিশেষ করে আদিকাল থেকে যেসকল ভূমি রুপান্তর করে আদিবাসীরা চাষাবাদ করছে। অবশিষ্ট ০.২৭ মিলিয়ন হেঃ বনভুমি হচ্ছে গ্রামীণ বন (তালিকা ১)।

তালিকা ১ঃ বনভূমির শ্রেণীবিন্যাস

বনের ধরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন হেক্টর)	দেশের মোট ভূমির শতকরা হার
সরকারী বন	১.৫২	১০.৩০%
অশ্রেণীভূক্ত বন	০.৭৩	৪.৯৫%
গ্রামীণ বন	০.২৭	১.৮৩%
মোট	২.৫২	১৭.০৮%

তালিকা ২ঃ বন অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ভূমি

বনের ধরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন হেক্টর)	দেশের মোট ভূমির শতকরা হার
পাহাড়ী বন	০.৬৭	৪.৫৪%
প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন	০.৬০	৪.০৭%
ম্যানগ্রোভ বাগান	০.১৩	০.৮৮%
শাল বন	০.১২	০.৮১%
মোট	১.৫২	১০.৩০%

বন রক্ষার উদ্দেশ্য সমূহঃ

- দেশের প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা।
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।
- বনজ সম্পদের সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ।
- বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা।
- ভূমি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার স্থিতিলীলতা রক্ষা এবং
- ইকো-ট্যুরিজম সম্প্রসারণ।

জাতীয় বন নীতির অন্যতম ঘোষণাঃ

- ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের শতকরা ২০ ভাগ ভূমি বনায়নের আওতায় আনয়ন করে বনজ সম্পদের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।
- বনভূমির অপ্রতুলতা বিবেচনায় উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অশ্রেণীভূক্ত বনভূমিতে, দেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বরেন্দ্র এলাকায় ও গ্রামীন জনপদে বনায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা।
- সুন্দরবনের মাছ, পানি ও বনজ সম্পদের বহুমাত্রিক ব্যবহারের সাথে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের জন্য ন্যাশনাল পার্ক, ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংকচুয়ারী, গেইম রিজার্ভ এর সম্প্রসারণ করে ২০১৫ সালের মধ্যে সংরক্ষিত বনের ১০% উন্নীত করা এবং
- দেশের সীমিত বন ভূমির কারণে সরকার প্রধানের অনুমতি ব্যতিরেকে সংরক্ষিত বন ভূমির বিকল্প ব্যবহার না করা।

বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রধান দিকসমূহঃ

- জীববৈচিত্র্য ও প্রকৃতি সংরক্ষণ।
- বনভূমির যথাযথ ব্যবস্থাপনা।
- বনজ সম্পদ উৎপাদন ও বনের উপকারে জনগণকে সম্পৃক্ত করণ।
- পতিত ও প্রান্তিকভূমিতে বনজ সম্পদ সৃষ্টি এবং
- বন ব্যবস্থাপনার আধুনিকিকরণ।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কার্যক্রমঃ

দেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর ১৯টি রক্ষিত এলাকা (Protected Area) পরিচালানা করে আসছে। বোটানিক্যাল গার্ডেন, ইকো-পার্ক ও সাফারী পার্ক এর ব্যবস্থাপনার জন্য পুনর্গঠিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে ১টি বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল সৃষ্টি করা হয়েছে।

বনভূমির বর্তমান অবস্থাঃ

- অবৈধভাবে বৃক্ষ নিধন
  - জনসংখ্যা বৃদ্ধি
  - দারিদ্রতা ইত্যাদি কারণে বন ধ্বংস করা হচ্ছে।
- বনভূমির জবর দখল
  - শিল্প কারখানা স্থাপন (শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড)
  - চিংড়ি ও লবন চাষ
  - রাস্তাঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ।
- বন অধিদপ্তরের জনবল ও অন্যান্য সুবিধাদির অভাব।
- পেশী শক্তির প্রভাব এবং
- দীর্ঘদিন যাবত সংরক্ষিত প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করা।

করণীয় বিষয়াদিঃ

- অবৈধ বৃক্ষ নিধন/জবর দখল বন্ধে সকলের জোরালো ভূমিকা পালন।
- সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম জোরদার করা।
- সকল রক্ষিত এলাকায় সহব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করা।

- অবিলম্বে রিজারভেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা এবং
- বন অধিদপ্তরের জনবল ও সুবিধাদি বৃদ্ধি করা।

বাংলাদেশের জলাভূমি সম্পদঃ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাভূমি সম্পদ অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। এদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পুকুর-দীঘি, ডোবা-নালা, নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়। দেশেরে উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে রয়েছে বিশাল হাওর এলাকা যা আমাদের মৎস্যসম্পদের সূতিকাগার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এদেশের অভ্যন্তরীণ মিঠাপানিতে রয়েছে ২৬০ প্রজাতির ছোটবড় মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি। এই বিশাল মৎস্যভান্ডারের চারণ ও প্রজননক্ষেত্র হিসাবে হাওর এলাকার পরিবেশ তথা ইকোসিস্টেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত তিন দশকের মৎস্য উৎপাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশের হাওর এলাকার মৎস্য উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান। একসময় হাওর এলাকায় মাছের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল। কিন্তু বর্ধিত জনসংখ্যার চাপে মাছের আবাসস্থল সংকোচন, পরিবেশ বিপর্যয় ও নির্বিচারে মৎস্য আহরণের কারণে একদিকে যেমন উৎপাদনের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে অন্যদিকে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির সংখ্যা। ফলশ্রুতিতে হাওর এলাকার জলজ সম্পদ হারাচ্ছে তার অতীত ঐতিহ্য।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলায়তনঃ

(ক) বদ্ধ জলাশয়	ঃ	৫,২৮,৩৯০ হেঃ
• পুকুর ও ডোবা	ঃ	৩,০৫,০২৫ হেঃ
• অক্সবো লেক	ঃ	০,০৫,৪৮৮ হেঃ
• চিংড়ি খামার	ঃ	২,১৭,৮৭৭ হেঃ
(খ) উন্মুক্ত জলাশয়	ঃ	৪০,৪৭,৩১৬ হেঃ
• নদী ও মোহনা	ঃ	১০,৩১,৫৬৩ হেঃ
• বিল	ঃ	০১,১৪,১৬১ হেঃ
• কাপ্তাই লেক	ঃ	০০,৬৮,৮০০ হেঃ
• প্লাবনভূমি	ঃ	২৮,৩২,৭৯২ হেঃ

জলাভূমির সমস্যাবলীঃ

- জলাশয় সংকোচন
  - পলি জমে জলাশয়ের গভীরতাহ্রাস
  - পানি সেচে ধান ও অন্যান্য ফসল চাষ
  - সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ তৈরি
  - ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ
  - অপরিকল্পিত অবকাঠামো (রাস্তাঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট, হাট-বাজার, স্কুল-মাদ্‌রাসা ও আবাসন) তৈরি
- দূষণ ও পরিবেশ বিপর্যয়
  - ফসল উৎপাদনে অতিমাত্রায় ক্ষতিকারক কীটনাশকের ব্যবহার
  - কলকারখানা ও শহরের অপরিশোধিত বর্জ্য
- নদীশাসন ও উজানে বাঁধ নির্মাণ
  - নদীশাসন কার্যক্রম যেমন বাঁধ নির্মাণ, নদীর গতিপথ পরিবর্তন ইত্যাদি

- অতি আহরণ
  - অবৈধ ও ক্ষতিকর মৎস্য আহরণ সরঞ্জামের ব্যবহার
  - অবাধে ও নির্বিচারে মাছ আহরণ
  - প্রজনন মৌসুমে নির্বিচারে ডিমওয়ালা ও পোনামাছ নিধন
  - শুষ্ক মৌসুমে জলাশয় সেচে মাছ ধরা
  - অসাধু ইজারাদার, প্রভাবশালী এবং অতিলোভী ও অসচেতন ব্যক্তি কর্তৃক মৎস্য আইন অমান্য
- জলাশয়ের উন্নয়নে পর্যাপ্ত লোকবল ও সঠিক নীতিমালার অভাব
  - মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ প্রর্যায়ে লোকবলের অভাব
  - স্থায়িত্বশীল উৎপাদনবান্ধব নীতিমালার অভাব
- মহজনী ঋণ ও দরিদ্র মৎস্যজীবীদের শোষণ
  - দরিদ্র জেলে কর্তৃক জাল ও নৌকা ব্যবহারের জন্য চড়া সুদে ও শর্তে মহাজনী ঋণ গ্রহণ
  - মহজনী ঋণের কারণে জেলেদের ঋণ প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হিসাবে কমমূল্যে মহাজনের কাছে আহরিত মাছ বিক্রি করতে বাধ্য করা
- প্রচলিত বাজার ব্যবস্থার দুর্বলতা
  - উন্নত জেলেবান্ধব মৎস্য আড়ত/বাজার ব্যবস্থার অভাব
  - উন্নত স্টোরেজ ব্যবস্থার অভাব

জলাভূমির সম্ভাবনা ও কতিপয় সুপারিশমালাঃ
বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন নীতিমালার প্রেক্ষিতে প্রণীত ফিসারিজ সাব-সেক্টর রোডম্যাপের স্ট্র্যাটেজিক লক্ষ্যমাত্রায় আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদন ৩৫ লক্ষ মে. টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রায় প্রায় ৮৫ শতাংশই অভ্যন্তরীণ জলাশয় বিশেষ করে হাওর, বিল ও প্লাবনভূমি হতে অর্জনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে।

মাছের প্রজনন ও চারণক্ষেত্র হিসাবে মৎস্য উৎপাদনে হাওর এলাকা অত্যন্ত সম্ভাবনময়। সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলাভূমির মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন ব্যপক উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি সম্ভব তেমনি কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব দূরীকরণে এ খাতের রয়েছে বিশাল সম্ভাবনা।

হাওর এলাকায় উৎপাদিত মাছ ভরা মৌসুমে সস্তায় বিক্রি না করে সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষুদ্র, মাঝারী বা বৃহৎ উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে তা প্রক্রিয়াজাত করে Value Added Product তৈরি ও রপ্তানি করা হলে হাওর এলাকার দরিদ্র মৎস্যজীবীদের জীবনমান অনেকাংশে উন্নত হতে পারে। নতুন কর্মসংস্থান ও দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতেও এই উদ্যোগ বড় ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

হাওর এলাকার হতদরিদ্র জেলেদের মাছ ধরার মৌসুমে (বর্ষাকালে) সহজশর্তে ও সর্বনিম্ন সুদে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ব্যবস্থা করা অতীব জরুরি। সেই সাথে মৎস্য আইন ও হাওরের মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের বিষয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ ও প্রশিক্ষিত করার কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। মৎস্যজীবীদের সমবায় ও সমাজভিত্তিক সংগঠন সৃষ্টি ও শক্তিশালী করে তাঁদেরকে নবপ্রণীত জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯ এর আওতায় হাওরের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদানের ব্যবস্থা নিতে দিতে হবে। সেই সাথে আহরিত মাছের পুষ্টিমান অক্ষুণ্ন রেখে তা প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষন প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। শহরের বড় বড় মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকারক ও রপ্তানিকারকদের সাথে জেলেদের ও তাদের সমবায় বা সমাজভিত্তিক সংগঠনের সরাসরি

যোগাযোগ এবং তথ্য নির্ভর জেলেবান্ধব বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জেলেদের স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে।

নদী, হাওর, বিলসহ দেশের সকল সম্ভাবনাময় জলাশয়ের ১০-১৫ শতাংশ 'সংরক্ষিত' জলমহল হিসেবে চিহ্নিত করে তাতে উপযুক্ততা বিবেচনা করে স্থায়ী ও মৌসুমী মৎস্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি করে জলাশয়সমূহের মৎস্য সংরক্ষণের এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা অতীব জরুরি।

প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষকরে রক্ষিত বন, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ও রক্ষিত জলাভূমিতে সহ-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

ভূমিকা

একটি রক্ষিত এলাকা হলো আইন অথবা অন্য কোন গঠনমূলক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত একটি বনভূমি, জলাভূমি এবং সামুদ্রিক এলাকা, যা মূলত জীববৈচিত্র্য, এবং প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে নিবেদিত। একটি রক্ষিত এলাকাকে বিভিন্ন কারণে সহ-ব্যবস্থাপনার অধীনে আনা যেতে পারে, যেমন বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, প্রজাতি সংরক্ষণ ও বংশগতি বৈচিত্র্য, পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ, বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, পর্যটন ও বিনোদন, শিক্ষা, বাস্তুসংস্থান থেকে প্রাপ্ত সম্পদের টেকসই ব্যবহার ইত্যাদি।

সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

সহযোগিতামূলক ব্যবস্থাপনা- অর্থাৎ সহ-ব্যবস্থাপনা বলতে এমন এক ব্যবস্থাপনা বুঝায় যেখানে দুই বা ততোধিক সামাজিক ব্যক্তি একটি প্রদেয় এলাকা কিংবা কিছু প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্যে দায়িত্ব পালন করেন এবং তৎসম্পর্কিত কার্যাবলীর ন্যায্য অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনা ও অঙ্গীকার করেন।

বাংলাদেশ সরকাররের বিভিন্ন বিভাগ দেশের প্রাকৃতিব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে নিয়োজিত। বস্তুতঃপক্ষে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদ এর সুষ্ঠু ব্যবহার ও সরকারী রাজস্ব আহরণ সম্পদ ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য। তবে কালের প্রবাহে এটা প্রতীয়মান যে, সরকারের পক্ষে একা একা এই সম্পদ রক্ষা বা ব্যবস্থাপনার কাজটি শুধুমাত্র কঠিনই নয় দুঃসাধ্যও বটে। এর কারণ সরকারের সামর্থ্য ও সম্পদের সীমবদ্ধতা। মানুষের অপরিকল্পিত কার্যকলাপের কারণে দিন দিন এই সম্পদের পরিমান হ্রাস পাচ্ছে। জনগনের সহায়তা ও অংশগ্রহন ছাড়া শুধুমাত্র সরকারের পক্ষে এই সম্পদ রক্ষা বা ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব নয়।

এ কারণে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কারিগরি প্রতিষ্ঠান বনভুমি, জলাভূমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারের অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার ভিত্তি হচ্ছে Equitable Benefit Sharing & Active Participation in Decesion Making Process অর্থাৎ সকল অংশগ্রহণকারী ও সহযোগিদের মধ্যে রক্ষিত এলাকা/প্রাকৃতিক বন, জলাভূমি ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা থেকে প্রাপ্ত সুফল বা উপকার এর সুষম বন্টন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকলের কার্যকর অংশগ্রহণ। অংশগ্রহণ ও সহযোগীতার মাধ্যমে প্রাকৃতি সম্পদ সংরক্ষণের এই প্রক্রিয়াই হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষেরই ক্ষমতায়ন নিশ্চিত থাকে যাতে নীতিনির্ধারণে তাদের ভূমিকা থাকে ।

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিয়োজিত সংগঠন। এই সংগঠন হচ্ছে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সুনির্দিষ্ট রক্ষিত

এলাকার সথে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী ও সরকারী বিভাগের কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিয়োজিত সংগঠন।

সহ-ব্যবস্থাপনার আইনগত স্বীকৃতি

বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ বিশেষ করে বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাকৃতি সম্পদ ব্যবস্থাপনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন রক্ষিত এলাকা, জলাভুমি ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠনের অনুমোদন প্রদান করেছে। এই প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বর্ণনা করে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য রক্ষিত এলাকা ও এর আশেপাশের স্টেকহোল্ডারদের পূর্ণ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করেছে।

আইপ্যাক সংক্ষিপ্তসার

আইপ্যাক হল সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা (Integrated Protected Area Co-management-IPAC) প্রকল্প। আইপ্যাক প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে স্থায়ীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির প্রবর্তন করা এবং এটিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া। আইপ্যাক প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো হলোঃ

১। জলাভুমি, বনভূমি, প্রাকৃতিকভাবে হুমকির সম্মুখীন এলাকা এবং রক্ষিত এলাকার জন্য একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক তৈরী করা।

২। রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য কৌশলগত সামর্থ্য উন্নয়ন করা।

৩। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় নতুন নতুন এলাকা অন্তর্ভুক্ত করা।

৪। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কর্মসূচী গ্রহণ এবং এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া।

৫। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে ব্যবস্থাপনা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহযোগিতা করা।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সহ-ব্যবস্থাপনা বিষয়টি উর্ধ্বে তুলে ধরার লক্ষ্যে সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি, গ্রহণযোগ্যতা ও সহযোগিতা পেয়েছে। অবশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি সবার সামনে তুলে ধরা ও এর প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেয়া আইপ্যাক প্রকল্পের মূল দিক। প্রত্যাশা হলো এই কর্মসূচির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় সবাই দায়িত্বশীল হবে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসবে এবং পরিবেশ রক্ষায় সকল স্তরের মানুষের মধ্যে আগ্রহ তৈরী করবে।

উল্লেখ্য যে, নিসর্গ ও মাচ্ প্রকল্পে স্থানীয় জনগণকে সহ-ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনার নিয়ম-নীতি প্রয়োগে স্থানীয় স্টেকহোল্ডাররা নিজেরাই সামর্থবান হয়ে উঠেছে।

এই সহ-ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি পরিচালনায় টেকনিক্যাল এজেন্সিসমূহ অর্থাৎ বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তর ও স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের আত্ম-নির্ভরশীল হয়ে ওঠা নিশ্চিত করতে আইপ্যাক প্রকল্প প্রয়োজনীয় সমর্থন দিয়ে যাবে। অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধাদি পেতেও আইপ্যাক সহায়তা দিয়ে যাবে। রক্ষিত অঞ্চল ও এর আশেপাশের এলাকায় বসবাসকারীদের আয় ও জীবনের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতেও আইপ্যাক সহায়ক হবে।

সহ-ব্যবস্থাপনায় ল্যান্ডস্কেপ পন্থাঃ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

ভূমিকা

কৃষিনির্ভর অর্থনীতির এই দেশে মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য ঐতিহ্যগতভাবে স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ (বনজ সম্পদ, জলজ সম্পদ ইত্যাদি) এর উপর নির্ভরশীল। উন্নয়নের সাথে সাথে স্থানীয় জনগণের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর এই নির্ভরশীলতা বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার একটি মূল বিবেচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলো ব্যতিরেকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রাধান্য দেয়া যায় না।

সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা (Integrated Protected Area Co-management-IPAC) প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ অংশীদারিত্ব তৈরী করা। যারা প্রকল্প এলাকা সংরক্ষণে যথাযথ সহযোগিতা করতে সমর্থ তারাই স্টেকহোল্ডারের আওতায় পড়ে। এই কাযক্রমের সঠিক বাস্তবায়ন বিশেষ করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি যেমন অবকাঠামো নির্মাণ, কর্মযোগ্যতা বৃদ্ধি, আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ইত্যাদিতে স্টেকহোল্ডারদের তাৎপর্যপূর্ণ অংশীদারিত্ব প্রয়োজন।

ল্যান্ডস্কেপ পন্থা

ল্যান্ডস্কেপ পন্থার মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনার মূল বিবেচ্য হলো রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ। এই পদ্ধতি বৃহৎ এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করতে পারে এবং রক্ষিত এলাকার স্থানীয় জনগণ এবং অন্যান্য মূল স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে। ল্যান্ডস্কেপ পন্থাটি রক্ষিত এলাকার উন্নয়নের দিক নির্দেশনা হিসাবে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষক, ব্যবস্থাপক, পরিকল্পনাকারী, সিদ্ধান্তগ্রহণকারী, গবেষক, অর্থপ্রদানকারী সংস্থা ও স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগণসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাজে আসতে পারে। ল্যান্ডস্কেপ পন্থার মূল বিষয় হলো বনজ সম্পদ ও জলজ সম্পদের পরিবেশ বা প্রতিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একত্রিত করা। রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে পরিকল্পনা ও উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের চারিপাশের এলাকাকে প্রকল্প সীমা হিসাবে ধরা হয়। এই পদ্ধতিতে সহ-ব্যবস্থাপনপার জন্য স্থানীয় জনবসতির অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের চাহিদার ব্যাপারেও গুরুত্ব দেয়া হয়। এটি রক্ষিত এলাকার বহুবিধ ব্যবহারের একটি কাঠামো যেখানে প্রকল্প এলাকার স্থানীয় অর্থনীতি, স্থানীয় স্টেকহোল্ডার ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও গুরুত্ব দেয়া হয়। এটা মূলত একটি সামগ্রিক উন্নয়ন পন্থা যা রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য গ্ররুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

রক্ষিত এলাকার ল্যান্ডস্কেপ পন্থা দ্বারা ব্যবস্থাপনা এলাকার চারিপাশের প্রতিবেশ ও তার সাথে মানুষের সংশ্লিষ্টতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হয়। এই যোগসূত্রের ফলে রক্ষিত এলাকার অভ্যন্তর ও পাশ্ববর্তী পরিবেশ প্রক্রিয়ায় পুনস্থাপন ও স্থানীয় জনগণের চাহিদা পূরণ হয়। ইহা প্রকল্প এলাকার মূল স্টেকহোল্ডারদের সহ-ব্যবস্থাপনায় এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কার্যকর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে। তাই ল্যান্ডস্কেপ অবস্থা বিবেচনা করে সমন্বিত প্রক্রিয়ায় রক্ষিত এলাকার চারপাশের সীমানা ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা উচিত।

মানুষের কল্যাণ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ল্যান্ডস্কেপের ভূমিকা

সংরক্ষিত এলাকার ল্যান্ডস্কেপে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে এবং মানুষের উপকার সাধন করে। নিম্নে ল্যান্ডস্কেপে সহ-ব্যবস্থাপনার উপকারিতা বর্ণনা করা হলোঃ

০১। ল্যান্ডস্কেপে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

০২। মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

০৩। সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের ল্যান্ডস্কেপ ডেভলপমেন্ট ফান্ডের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন সাধন ঘটে।

০৪। Value chain কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ও বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করে।

০৫। স্থানীয় সেবা প্রদানকারীদের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে।

০৬। পরিবেশবান্ধব পর্যটনের বিকাশ ঘটে।

০৭। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

০৮। নীতি নির্ধারণে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

০৯। সামাজিক স্বীকৃতি ও সম্মান বৃদ্ধি পায়।

১০। প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠে।

১১। রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের সহযোগীতা বৃদ্ধি পায়।

১২। স্থানীয় সামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসন সহজ হয়।

১৩। রক্ষিত এলাকা থেকে সম্পদ আহরণ হ্রাস করতে ল্যান্ডস্কেপে সহ-ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১৪। রক্ষিত এলাকায় জীববৈচিত্র্যের বৃদ্ধি ঘটায়।

১৫। স্থানীয় জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটে।

সহ-ব্যবস্থাপনায় ল্যান্ডস্কেপ পন্থাঃ স্থানীয় জনগণের সুবিধা সৃষ্টির উপায়

ভুমিকা

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পূর্বশর্ত হিসেবে বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তর স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে রক্ষিত এলাকা, জলাভূমি ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা চালু করেছে । আইপ্যাক প্রকল্পের সহযোগিতায় এ ধরণের ২৬ টি এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

এই রক্ষিত এলাকা, জলাভূমি ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার অভ্যন্তর এবং চারিদিকে যে ব্যাপক সংখ্যক জনগণ যাদের অধিকাংশেরই জীবিকা প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের উপর নির্ভর করে । তাদের বিকল্প আয় সৃষ্টির উপায় ও পুঁজি আইপ্যাক প্রকল্পের একার সহযোগিতায় সম্ভব নয় বিধায় সংশ্লিষ্ট নিসর্গ নেটওয়ার্কের অংশীদার ও সমর্থনকারী বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা/সত্তা'র যৌথ উদ্যোগ ও অংশীদারীত্ব প্রয়োজন। বিকল্প আয় বৃদ্ধি ও ব্যবসায় উদ্যোগসমূহে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/সত্তাকে জড়িত করার মাধ্যমে কোন জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভবপর হবে বলে আইপ্যাক প্রকল্পের বিশ্বাস।

প্রায় প্রতিটি আয়বৃদ্ধি ও ব্যবসায় কর্মকান্ডে অনেকগুলো অগ্রগামী ও পশ্চাৎগামী বিষয় জড়িত থাকে। এগুলোকে আজকাল মূল্যশৃঙ্খল নামে অভিহিত করা হচ্ছে। এ কর্মকান্ডসমূহে আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/সত্তাকে জড়িত করার জন্য প্রকল্প কর্মীগণ উদ্যোগ নিয়ে থাকেন।

আইপ্যাক প্রকল্পের আওতায় আয়বৃদ্ধি ও ব্যবসায় কর্মকান্ডসমূহ বাস্তবায়নের প্রধান দিকগুলি নিম্নরূপ:

১. রক্ষিত এলাকা, জলাভূমি ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার আশেপাশে স্টেকহোল্ডারদের আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবসায়িক কার্যক্রমের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরন
২. চিহ্নিত ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের জন্য সহযোগীতার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারিন এবং সেসব সহযোগীতা প্রদান (যেমন প্রশিক্ষণ, মূলধন, ক্রেতা- বিক্রেতা সংযোগ ইত্যাদি)
৩. চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ
৪. ব্যবসায়িক উদ্যোগ স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভুমিকা পালন
৫. স্থাপন পরবর্তী সময়ে ব্যবসা প্রসারের ক্ষেত্রে সহযোগীতা প্রদান

নিম্নে উপরোক্ত দিকগুলো সর্ম্পকে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হলোঃ

১. রক্ষিত এলাকা, জলাভূমি ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার আশেপাশে স্টেকহোল্ডারদের আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবসায়িক কার্যক্রমের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরন

এখানে অন্যতম কাজ হচ্ছে রক্ষিত এলাকা, জলাভূমি ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার আশেপাশে জনগনের জন্য কিছু ব্যবসায়িক কার্যক্রমের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ । এই চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয় সেগুলি হলোঃ

- এই ব্যবসায়িক উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় মুলধনের সংস্থান এলাকার সাধারন একজন স্টেক-হোল্ডারের জন্য সম্ভব কিনা?
- এই উদ্যোগ দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার জন্য লাভজনক হবে কিনা ?
- প্রকল্পকালীন সময়ের মধ্যে উদ্যোক্তাকে এই ব্যবসা পরিচলনায় দক্ষ করে তোলা যাবে কিনা ?
- এই সমস্ত উদ্যোগকে পরবর্তীতেসহযোগীতা করা যাবে কিনা ?

- এই ব্যবসায়িক উদ্যোগের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চাহিদা আছে কিনা?

উপরোক্ত বিয়য়সমূহের আলোকে আইপ্যাক টিম উপযোগী ব্যবসায়িক উদ্যোগ নির্বাচন করে।

২. চিহ্নিত ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের জন্য সহযোগীতার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ এবং সেসব সহযোগীতা প্রদান (যেমন প্রশিক্ষণ, মূলধন, ক্রেতা- বিক্রেতা সংযোগ ইত্যাদি)
উদ্যোগের ক্ষেত্র নির্ধারণের পর এই সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণে যে ধরণের প্রস্তুতি এবং সহযোগীতা/সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে তা নির্ধারণ করা হয়। ব্যবসায়িক উদ্যোগের সফলতার জন্য বেশ কিছু দক্ষতা প্রয়োজন যা উদ্যোক্তাদের থাকা বিশেষ জরুরী। এছাড়াও ব্যবসা সম্পাদনের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধা, কাঁচামাল, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের প্রয়োজন হয় । এই সমস্ত প্রয়োজনীয়তা সনাক্ত করার মাধ্যমে ব্যবসায়িক সফলতা অনেকাংশে সহজতর করা হয়।

৩. চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ
উদ্যোগের ক্ষেত্র এবং সহায়ক বিষয় নিরূপণের পর শুরু হয় উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণের পর্যায়। যেহেতু আমাদের কার্যপরিধী প্রকল্পের অধীনে রক্ষিত এলাকা, জলাভূমি ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ, সেহেতু এক্ষেত্রে আমরা এর আশেপাশের (ল্যান্ডস্কেপ) স্টেকহোল্ডারদের ভিতর থেকেই উদ্যোক্তা নির্বাচন করে থাকি। যাতে এই ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের সুফল এই এলাকার জনগণই ভোগ করতে পারে।

যেসব বিষয় এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তা হলো:

- অবশ্যই রক্ষিত এলাকার ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে বসবাসকারী হতে হবে।
- ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনার উপযুক্ততা থাকতে হবে।
- ব্যবসায়িক উদ্যোগের জন্য নিজের কিছু অর্থায়নের সক্ষমতা থাকতে হবে। ব্যবসায়িক উদ্যোগ হতে সংগৃহিত অর্থের কিছু অংশ সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়নে জন্য ব্যবহারের সদিচ্ছা থাকতে হবে।

৪. ব্যবসায়িক উদ্যোগ স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভুমিকা পালন
যেকোন ব্যবসায়িক উদ্যোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার নানা সহযোগীতার প্রয়োজন রয়েছে। আইপ্যাক প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে সে সমস্ত উদ্যোক্তা প্রকল্প থেকে নানামুখী সহায়তা পেতে পারে। এ সমস্ত সহায়তার মধ্যে রয়েছে :

- ব্যবসায়িক উদ্যোগ বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান
- ব্যবসায়িক উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যাক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগীতার ক্ষেত্র তৈরী
- ঋনের জন্য ঋণদাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ
- প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে সহযোগীতা

৫. স্থাপন পরবর্তী সময়ে ব্যবসায়ের প্রসারের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান
এ সমস্ত সহায়তার মধ্যে রয়েছে :

- প্রতিষ্ঠা পরবর্তী প্রচারের ক্ষেত্রে সহায়তা করা
- সম্ভাব্য ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা
- ব্যবসা পরিচালনায় দক্ষতা অর্জনে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সরকারী কর্মীদের সহায়ক ভূমিকা

সরকারী কর্মীদের প্রধান ভূমিকা হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোকে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা। নিম্নে সরকারী কর্মীদের সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের কর্মকান্ড বাস্তবায়নে ভূমিকাসমূহ বর্ণনা করা হলোঃ

০১। সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য মাঠ পর্যায়ে গঠিত কমিটিগুলি (VCF, PF, RUG, VCG, CMOs, RMO, FRUG) যথাযথভাবে গঠন এবং এই কমিটিগুলি যাতে সঠিকভাবে তাদের স্ব স্ব কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারে সে ব্যপারে তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে তোলা।

০২। কমিটিগুলির কার্য সম্পাদনে প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করতে সহায়তা প্রদান।

০৩। সংগঠনগুলিতে AIG এর সুষ্ঠ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

০৪। সংগঠনগুলির কার্যক্রম যথাযথ ভাবে মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা।

০৫। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।

০৬। অন্যান্য দপ্তর এবং সংগঠনের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সংগঠনগুলির যেকোন সহায়তা বৃদ্ধি করা।

০৭। প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সংগঠনগুলিকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান।

০৮। আয়বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

০৯। সামজিক নিরাপত্তা বিধানে সহায়তা করা।

১০। দূর্যোগ ও অন্যান্য আপাত কালিন তাদের পাশে থেকে সহায়তা করা।

১১। সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সকল Stakeholder-দের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা।

১২। সহ-ব্যবসস্থাপনা কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন।

১৩। গবেষনা, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে অংশগ্রহণ করা।

১৪। সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করা।

১৫। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সমাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

১৬। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে আইন/নীতির পরিবর্তন বা পরিবর্ধনে সহায়তা করা।

১৭। সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে আর্থ সামজিক উন্নয়নে জনমত গড়ে তোলা।

১৮। সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সহ-ব্যবস্থাপকদের মতামত ও পরামর্শ প্রদানে সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া।

১৯। সহ-ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বিকেন্দ্রীকরণে সহায়তা করা।

২০। সম্পদ সংরক্ষণে সমাজ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দেওয়া।

২১। সহ-ব্যবস্থাপকদের আওতার বাহিরের সমস্যা ও বিষয়গুলি সমাধানে সচেষ্ট হওয়া।

২২। কারিগরী সহায়তা প্রদান।

২৩। সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অর্থ সংগ্রহে সহায়তা প্রদান।

২৪। সহ-ব্যবস্থাপকদের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করা।

২৫। দ্বন্দ্ব নিরসন এবং

২৬। সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে প্রাতিষ্ঠানিকরূপ দেওয়া।

রক্ষিত এলাকা, জলাভূমি ও প্রতিবেশগত সংটাপন্ন এলাকা সমূহ পরিদর্শনকালীন একজন পরিবেশ বান্ধব পর্যটকের সরকারী কর্মীদের নিকট থেকে প্রত্যাশা

ভূমিকা

সারা বিশ্বে পর্যটন একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় শিল্প। দিন দিন এই শিল্পে বিনিয়োগ বেড়েই চলেছে। এতে সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জড়িত বলে ধারণা করা হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পর্যটন তাদের জিডিপির এক বৃহৎ অংশ দখল করে আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কেনিয়া তার জিডিপির শতকরা ১০ ভাগ আয় করে পর্যটন থেকে যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার । এবং আফ্রিকার কোস্টারিকা প্রায় ৩৩৬ মিলিয়ন ডলার আয় করে থাকে যা জিডিপির শতকরা ২৫ ভাগ। পর্যটন শিল্পের আয় স্টিল,গাড়ী, ইলেক্ট্রনিকস কিংবা কৃষিখাত থেকেও অনেক গুনে বেশী।

এক হিসেবে দেখা যায় যে, প্রতিবছর সারা পৃথিবীতে ৪০০০ মিলিয়ন মানুষ ভ্রমণ করে থাকে যা থেকে সারা বিশ্বে আয় হয় ৩.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। এই আয় সারা পৃথিবীর জিডিপির শতকরা ৬ ভাগ। অতএব পর্যটন শিল্পকে অবজ্ঞা করার কোন সুযোগ আমাদের হাতে নেই।

'ইকোট্যুরিজম' শব্দের উৎপত্তি

১৯৮৩ সালে Hector Ceballos–Lascurain সর্বপ্রথম ইকোট্যুরিজম শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি বলেন যে, ইকোট্যুরিজম হচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবিত প্রকৃতিতে ভ্রমণ যা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

ইকোট্যুরিজম কি?

ইকোট্যুরিজম হচ্ছে প্রকৃতি ভ্রমণ যেখানে উদ্ভিদ, প্রাণী, জনগণের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য মূল আকর্ষণ হিসেবে পরিগণিত হয়। ইকোট্যুরিজম ভ্রমণকৃত এলাকার জনগণের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং স্থানীয় প্রকৃতির সম্পদ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে সহায়তা করে।

সংজ্ঞা IUCN-"ইকোট্যুরিজম হচ্ছে সেই ধরনের পরিবেশবান্ধব পর্যটন যা প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ করে এবং সেই সাথে স্থানীয় জনগণের মঙ্গল ও উন্নয়ন সাধন করে"।

প্রকৃতি ভ্রমণ এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটন

সাধারণভাবে প্রকৃতি ভ্রমণ এবং ইকোট্যুরিজম একই রকমের মনে হতে পারে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

- প্রকৃতি ভ্রমণ সাধারণভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রকৃতিতে ভ্রমণ করে বেড়ানো।
- ইকোট্যুরিজম স্থানীয় জনগণের উপকার এবং প্রকৃতি সংরক্ষণ করে থাকে। সেই সাথে পরিবেশ, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সংরক্ষণ করে ।
- প্রকৃতি ভ্রমণের সময় শুধুমাত্র পাখি পর্যবেক্ষণও করা হয়ে থাকে।

ইকোট্যুরিজমের মূলনীতি

- প্রকৃতির উপর কম প্রভাব পড়ে।
- স্থানীয় সংস্কৃতির উপর কম প্রভাব বিস্তার করে।
- ভ্রমণকারীদের প্রকৃতি সংরক্ষণ এর উপর জ্ঞান অর্জন হয়।
- প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সরাসরি আয় হয়।

- স্থানীয় জনগণ এতে অংশগ্রহণ করে স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গতিশীল ও সচল রাখে।
- যে স্থানীয় অবকাঠামো তৈরি হয় তা পরিবেশবান্ধব যা স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষণে নেতিবাচক ভূমিকা রাখেনা বরং স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করে।

বাংলাদেশ এবং ইকোট্যুরিজম

বাংলাদেশে ইকোট্যুরিজম বিষয়টি এখনও নতুন। অথচ এই দেশে ইকোট্যুরিজম এর ভবিষ্যত রয়েছে। ইকোট্যুরিজম এর যা যা উপাদান প্রয়োজন তা আমাদের রয়েছে। এরজন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা, বিনিয়োগ, প্রচার এবং প্রশিক্ষণ । আমাদের রয়েছে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস পাশাপাশি পাহাড়, সাগর, লেক, বন্যপ্রাণী, বন, সুন্দরবন, সাগরের বেলাভূমি, প্রভৃতি।

বাংলাদেশে ইকোট্যুরিজম এর উপাদানসমূহ

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে ভরপুর এক দেশ। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের বন, বনাঞ্চলসহ রয়েছে নানান প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে নিম্নভাবে ভাগ করা যেতে পারে:

১. সুন্দর বন/ ম্যানগ্রোভ বন
২. প্রবাল সমৃদ্ধ দ্বীপ সেন্টমার্টিন
৩. বন-পত্রঝরা, চিরসবুজ
৪. পাহাড়
৫. উদ্ভিদ এবং প্রাণী
৬. সমুদ্র, হ্রদ, নদী, হাওড়, বাওড়

ম্যানগ্রোভ বন

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন আমাদের সুন্দরবন। এই সুন্দরবনে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী পাওয়া যায়। নিম্নের তালিকা থেকে এই বনের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে:

- উদ্ভিদ: ৩৩৪ প্রজাতি
- শেওলা: ১৬৫ প্রজাতি
- অর্কিড: ১৩ প্রজাতি
- বাঘ: ৪১৯ টি (২০০৩ ইং সনের জরীপ অনুযায়ী)
- হরিণ: ৮০,০০০ - ১,০০,০০০টি
- শুকর: ২০,০০০ - ২৫,০০০ টি
- বানর: ৪০,০০০ - ৫০,০০০টি
- ভোদর: ২০,০০০ - ২৫,০০০টি
- মাছ: ২০০ প্রজাতি

তাছাড়াও রয়েছে নানান ধরনের পোকা ও অন্যান্য প্রাণী এবং পাখি। ইকোট্যুরিজমের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় আমাদের সুন্দরবন এবং অন্যান্য রক্ষিত এলাকা, জলাভূমি ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা। উপরোক্ত প্রাকৃতিক উপাদান ছাড়াও রয়েছে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি।

ইকোট্যুরিস্ট এর চাহিদা

পৃথিবীব্যাপী দিনদিন ইকোট্যুরিজম-এর পরিধি বেড়েই চলেছে। সেই সাথে ইকোট্যুরিজমের সাথে সংশ্লিষ্ট জনগনের আর্থিক প্রবৃদ্ধিও বেড়ে চলেছে। আমরা আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইকোট্যুরিজমের উন্নয়ন ঘটাতে পারি। এর জন্য আমাদের জানতে হবে- পর্যটকরা কি চান? পর্যটকের চাহিদা পূরণ করার মাধ্যমে এর প্রসার ঘটানো যেতে পারে।

পর্যটকের কোন এলাকা পরিদর্শন সংক্রান্ত বিষয়কে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:
ক. কোন এলাকা পরির্দশন পূর্ব প্রয়োজনীয়তা
খ. পরিদর্শন
গ. পরিদর্শন শেষে স্বস্থানে ফেরত যাওয়া

উপরোক্ত তিনটি অবস্থার প্রতিটি যদি সন্তোষজনকভাবে সমাপ্তি ঘটানো যায় তাহলে ইকোট্যুরিজম এর সফলতা আশা করা সম্ভব।

ক. প্রাক - পরিদর্শন প্রয়োজনীয়তা

কোন এলাকা পরিদর্শনে যাবার আগে কোন ট্যুরিস্ট নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায়:

১. কি পরিদর্শন করবেন?
২. কিভাবে পরিদর্শনে যাবেন?
৩. থাকার ব্যবস্থা কি?
৪. খাওয়ার ব্যবস্থা কি?
৫. কখন পরিদর্শন ?
৬. কি রকম খরচ হবে?
৭. কত কম করচে একই সাথে বিভিন্ন এলাকা/ক্ষেত্রে অবলোকন করতে পারবেন?
৮. নিরাপত্তা আছে কিনা?

উপরোক্ত বিষয়গুলি লিফলেট, ব্রুসিউর, প্যাম্ফলেট প্রকাশের মাধ্যমে জানানো যায়। তবে বর্তমান যুগে ওয়েবসাইট/হচেছ উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। এই মাধ্যমে বিদেশী এবং দেশী পর্যটককে আকর্ষণ করা যায়।

খ. পরির্দশনের সময় ট্যুরিস্টগণ যা চান তা হলো :

- নির্ঝঞ্ঝাট অবসর যাপন (বিদেশী পর্যটকগণ অযথা হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন না)
- পরিদর্শনের উপাদান চাক্ষুস ভাবে অবলোকন; যেমন, পাখি বা বন্যপ্রানী দর্শন
- আবজর্নামুক্ত রক্ষিত এলাকা
- দেশীয় খাবার
- স্থানীয় সংস্কৃতি
- আরামদায়ক এবং নিরাপদ অবস্থান
- উন্নত রাস্তা ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা
- আবাসন সুবিধা
- স্যুভেনির ক্রয়
- প্রদর্শন ও তথ্য কেন্দ্র
- প্রকৃতি পরিভ্রমণ কিংবা প্রকৃতির কাছে রাত্রি যাপন
- ট্যুরিস্ট গাইড
- এমন অবকাঠামো যা দ্বারা প্রকৃতি পরিভ্রমণ আমেজ নষ্ট করে না
- দূষণ ও শব্দদূষণ মুক্ত রক্ষিত এলাকা

গ. ফিরে যাবার সময়

পর্যটকগণ ফিরে যাবার সময় কিছু জ্ঞান ও আনন্দ সাথে করে নিয়ে যেতে চান। সেই সাথে নিয়ে যেতে চান কিছু স্যুভেনির। একজন পরিদর্শনকারী কোন এলাকা পরিদর্শন শেষে যখন তার নিজস্ব অবস্থানে চলে যান তখন তিনি স্মৃতি রোমন্থন করেন এবং ঐ পরিদর্শনকৃত এলাকার একজন বড় সমর্থক হয়ে যান। তিনি চান তার পরিচিতজনেরাও যাতে উক্ত এলাকা পরির্দশন করেন। যদি তিনি সুখস্মৃতি এবং উন্নত সেবা পেয়ে যান, তাহলে পরবর্তীতে ইকোট্যুরিজম এর প্রসার ঘটতে সহায়ক হবে।

রক্ষিত এলাকায় নিসর্গ নেটওয়ার্ক

জাতীয় নেটওয়ার্ক

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহের বৃহত্তর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাতীয় নেটওয়ার্কের নাম নিসর্গ নেটওয়ার্ক নাম ঘোষিত হয়েছে। বন অধিদপ্তর কর্তৃক রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন; মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক সমাজভিত্তিক জলাভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠন; এবং পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার বিভিন্ন পর্যায়ের সংরক্ষণ সংগঠনগুলিকে জাতীয় এই নেটওয়ার্কের আওতায় এনে বৃহত্তর ক্ষমতায়ন অর্জনের জন্য অগ্রণী ভূমিকা রাখাই হলো নিসর্গ নেটওয়ার্ক এর মুল প্রতিপাদ্য বিষয়।

নিসর্গ নেটওয়ার্ক-এর উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের বনভূমি এবং জলাভূমি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী উৎপাদনশীল প্রতিবেশ ব্যবস্থা হলেও অতিরিক্ত সম্পদ আহরণ, লোভ এবং অপব্যবহারের কারণে এই সকল বনভূমি এবং জলাভূমি ধ্বংস হতে চলেছে। স্থানীয় জনগণ দীর্ঘকাল ধরে এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলো ব্যবহার করে আসলেও বিশেষত দরিদ্ররা দৈনন্দিন জীবিকার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সম্পদের অপব্যবহার ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ দরিদ্র এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলদের দারিদ্রের চরম সীমায় নিয়ে যাচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সকলেই একমত যে রক্ষিত এলাকায় বসবাসকারী জনগণের সম্পৃক্ততা ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কাজেই অংশগ্রহণমূলক সহ-ব্যবস্থাপনার নিসর্গ নেটওয়ার্ক বৃহত্তর ক্ষমতায়ন অর্জনের মাধ্যমে প্রতিবেশ রক্ষায় এবং সাথে সাথে দারিদ্র দূরীকরণে অগ্রনী ভূমিকা পালন করবে।

নিসর্গ নেটওয়ার্কের অংশীদার এবং সমর্থনকারীগণ

প্রাকৃতিক বন ও জলাভূমির সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ প্রদান কল্পে ইতোমধ্যে নিসর্গ নেটওয়ার্ক বেশ কিছু সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা/সত্তা'র সমর্থন পেয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় অধীনস্থ বন অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তর; এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর সরাসরি এই প্রক্রিয়ার অংশীদার।

বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় এর স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল বিভাগ, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়।

স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সম্পদ ব্যবহারকারী, সুশীল সমাজ, যুব সম্প্রদায় এবং বাস্তবায়ন সহযোগী অন্যান্য সরকারী সংস্থাসমূহ এর সক্রিয় অংশীদার।

দ্বিপাক্ষিক কর্মসূচিসমূহ যেমন GEF/UNDP-র আর্থিক সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উপকূলীয় ও জলাভূমি জীব-বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (CWBMP); USAID এর অর্থায়নে সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা (IPAC) প্রকল্প; ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর আর্থিক সহযোগীতায় "সুন্দরবনের পরিবেশ জীবিকায়ন সহায়তা প্রকল্প (SEALS); সুইস উন্নয়ন সংস্থা এবং IUCN-বাংলাদেশ এর আর্থিক সহায়তায় টাঙ্গুয়ার হাওরের সমাজভিত্তিক টেকসই ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি; GTZ এর অর্থায়নে চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং পাবনা জেলার জলাভূমি সংরক্ষণ প্রকল্প নিসর্গ নেটওয়ার্কের অংশীদার এবং সমর্থক।

আরন্যক ফাউন্ডেশন; বাংলদেশ স্কাউটস্; এবং বর্ধিষ্ণু সংখক বেসরকারী সংস্থা; এবং ব্যাক্তি উদ্দোগসমূহ নিসর্গ নেটওয়ার্ক - এর প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেছে।

নিসর্গ নেটওয়ার্কের মূলনীতিসমূহ

- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণঃ অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি রক্ষিত এলাকার মধ্যে থাকবে প্রাকৃতিক জলাভূমি অথবা রক্ষিত বনভূমির মূল (core) অংশ ।
- যৌথ ব্যবস্থাপনাঃ প্রতিটা রক্ষিত এলাকা নেটওয়ার্ক প্রতিবেশী জনগোষ্ঠী এবং সরকারের মধ্যে সহযোগীতার মাধ্যমে সংরক্ষিত; এই সহ-ব্যবস্থাপনামূলক সংগঠনগুলো সরকার দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত এবং গৃহীত।
- দরিদ্রমুখী ঃ সহ-ব্যবস্থাপনার অধীনে রক্ষিত এলাকাগুলো স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহের সুযোগ দেয়। অর্থাৎ রক্ষিত এলাকার সব নেটওয়ার্কই নিশ্চিত করে যেন সেখানে বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠী লাভবান হয়। তারা সংরক্ষণের কাজে জড়িত হলে যেন তাদের জন্য স্থায়ী আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা হয় যা তাদের জন্য উদ্দীপক হিসেবে কাজ করবে।

নিসর্গ নেটওয়ার্কের কারণে প্রত্যাশিত সুবিধাসমূহ

- প্রাকৃতিক জলাভূমি ও বনভূমির ক্ষতি বা ধ্বংসের গতি শ্লথ করবে
- প্রতিবেশ ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গৃহীত হবেঃ
  জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
  জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সংঘটিত ক্ষতিহ্রাস
  জলাধার রক্ষা এবং পানির উন্নত সরবরাহ এর ব্যবস্থা
- দারিদ্র বিমোচনের এবং খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি
- ইকোট্যুরিজম সম্প্রসারন
- সরকার এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান সম্পর্ক উন্নত করা এবং তৃনমূল স্তরে সম্পর্ক স্থাপন

নিসর্গ নেটওয়ার্কএর বাস্তবসম্মত স্থানীয় সুবিধাদি

- সহ ব্যবস্থাপনার আওতাধীন জলাভূমিতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি
- বনভূমির রক্ষিত এলাকাগুলোর প্রবেশ মূল্যে অংশীদারিত্ব
- ইকোগাইড, ইকো কটেজ-এর মালিক, হস্তশিল্প এবং অন্যান্য ইকোটুরিজম ব্যবসায় উদ্যোগ সৃষ্টি
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে উদ্যোগ নেয়া হবে তার সুফল প্রাপ্তি
- কার্বন কেনাবেচা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো
- সরকারী-বেসরকারী সংস্থায় বিভিন্ন সুবিধাদি যেমন উন্নত চুলা, ক্ষুদ্র ঋন, বিকল্প কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে সহজ যোগাযোগ সৃষ্টি হয়।

অংশগ্রহণ মূলক সহ-ব্যবস্থাপনা কার্য্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও কাঠামো

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন:

সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সুনির্দিষ্ট রক্ষিত এলাকার সাথে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত জীববৈচিত্র সংরক্ষণে নিয়োজিত সংগঠন।

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন ও উন্নয়ন কতগুলো ধাপ (Phase) ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। যথা:

প্রথম ধাপ:
১. তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
২. ষ্টেক হোল্ডারদের ভূমিকা ও সম্পর্ক বিশ্লেষণ
৩. ষ্টেক হোল্ডারদের সাথে সংলাপ
৪. নীতি নির্ধারকদের নিকট মতামত (ফিড ব্যাক) পৌছানো

দ্বিতীয় ধাপ:
১. গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম (VCF) গঠন
২. পিপলস ফোরাম (PF) গঠন
৩. সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা
৪. সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন

তৃতীয় ধাপ:
১. পরিকল্পনা প্রণয়ন
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন
৩. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা
৪. পরিবীক্ষণ

সহ-ব্যবস্থাপনা কার্য্যক্রম পরিকল্পনা:

সহ-ব্যবস্থাপনা কার্য্যক্রম পরিকল্পন হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রণীত রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য গৃহীত বিবরণ।

এটি একটি পদ্ধতিগত উন্নয়ন প্রচেষ্টা যা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিবিধ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে চাহিদা মাফিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই পরিকল্পনায় যে সব বিষয় সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে তা নিম্নরুপ:

- জীববৈচিত্র সংরক্ষণ কার্য্যক্রম
- মূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কার্য্যক্রম
- দারিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক উন্নয়ন ও জীবিকায়ন কর্মসূচী
- ল্যান্ডস্কেপ ব্যবস্থাপনা
- ভৌত সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন
- দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম
- পরিবীক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্য্যক্রম, ইত্যাদি

সহ-ব্যবস্থাপনা কার্য্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়ের উদ্দেশ্য:

১. রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্রের দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্থানীয় জনসাধারণকে প্রধান পৃষ্ঠপোষক (ষ্টেকহোল্ডার) হিসেবে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি

২. রক্ষিত এলাকার আশেপাশে বসবাসকারী জনগণের অংশগ্রহণ ভিত্তিক বনজ/জলজ সম্পদের ব্যবহার ও বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো

৩. রক্ষিত এলাকার সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্য অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ এবং যোগাযোগের সার্বিক সুবিধাসহ উন্নততর প্রশাসনিক কাঠামো নিশ্চিত করণ

৪. পরিবেশ পর্যটনকে উৎসাহিত করা এবং দর্শনার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা

৫. স্থানীয় জনগণের পরামর্শ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা চর্চাকে প্রতিষ্ঠিত করা

৬. রক্ষিত এলাকায় বন্যপ্রানী-ব্যবস্থাপনা কার্য্যক্রমে সহায়তা করা সহ প্রয়োজনীয় গবেষনার বিষয় সনাক্ত করা।

সহ-ব্যবস্থাপনা কায্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল লক্ষ্য:

সহ-ব্যবস্থাপনা কার্য্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে রক্ষিত এলাকার আশেপাশে বসবাসকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে পরিবীক্ষণ পর্যন্ত ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে সম্পৃক্ত করা এবং প্রকৃত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। একই সাথে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করা।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জন:

সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনা যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত হলে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে বলে আসা করা যায় ঃ-

- রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র সংরক্ষণ সহ পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ
- বনজ/জলজ সম্পদের অপব্যবহার রোধ
- এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার ইতিবাচক পরিবর্তন
- রক্ষিত এলাকা সম্পর্কে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি
- প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিবাচক পরিবর্তন

রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
প্রস্তুতির জন্য ছকপত্র

ভলিউম-১
ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

অনুচ্ছেদ-১ (পার্ট-১)ঃ

বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনাঃ প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং ইস্যু সমূহ

১.০ ভূমিকা
  ১.১ অবস্থান এবং গঠন (চারপাশ সহ)
  ১.২ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

২.০ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের বৈশিষ্টসমূহ/ ~~আরোপকরণ~~
  ২.১ জীব বৈচিত্র্যের গুরুত্ব
  ২.২ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপযোগিতা/উপকারিতা
  ২.৩ এন/বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ
  ২.৪ বনাঞ্চল/ জলাভূমির সীমারেখা
  ২.৫ বনাঞ্চল/ জলাভূমির জীব ভৌত অবস্থা

৩.০ জীব বৈচিত্র্য এবং আবাসস্থল
  ৩.১ প্রতিবেশ/বাস্তুতন্ত্র (উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের সহিত পরিবেশের সম্পর্ক) বিশ্লেষণ
    ৩.১.১ বনাঞ্চল/ জলাভূমি
    ৩.১.২ উদ্ভিদ/ বন্যপ্রাণি/ মৎস্য সম্পদ সমূহ
    ৩.১.৩ বনাঞ্চল/ জলাভূমি ভিত্তিক পণ্য সমূহ

  ৩.২ জীব বৈচিত্র্যের ব্যবহার

৪.০ জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনার জন গৃহিত বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা
  ৪.১ বনাঞ্চল/ জলাভূমি ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি সমূহ
  ৪.২ বন্যপ্রাণি/ মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা
  ৪.৩ জীব বৈচিত্র্যের আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনরুদ্ধার
  ৪.৪ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন
  ৪.৫ বনাঞ্চল/ জলাভূমি ভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য ব্যবস্থাপনা
  ৪.৬ অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং
  ৪.৭ প্রাতিষ্ঠানিক এবং সু-শাসন সম্পর্কিত ইস্যু সমূহ

৫.০ ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বর্তমান অবস্থা
  ৫.১ ল্যান্ডস্কেপ এ্যাপ্রোচ
  ৫.২ রক্ষিত এলাকার সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা
  ৫.৩ ভূমি ব্যবহার এর বর্তমান অবস্থা
  ৫.৪ সংলগ্ন/সংশ্লিষ্ট গ্রাম সমূহ
  ৫.৫ স্টেকহোল্ডার পর্যালোচনা

৫.৬ কৃষি জমি এবং বসতভিটার ব্যবহার
৫.৭ বনভূমি/ জলাভূমির অবৈধদখল

অনুচ্ছেদ-২(পার্ট-২)ঃ

কৌশলগত কর্মসুচির জন্য সুপারিশমালা-

১.০ রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা
- ১.১ উদ্দেশ্য
- ১.২ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
  - ১.২.১ সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ
  - ১.২.২ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ
  - ১.২.৩ সুবিধাসমূহের বন্টন
  - ১.২.৪ ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল/ এনডোমেন্ট ফান্ড/ ঘূর্ণায়মান তহবিল এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ

২.০ আবাসস্থল পুনরুদ্ধার কর্মসুচি
- ২.১ উদ্দেশ্যসমূহ
- ২.২ বর্তমান বনাঞ্চল/জলাভূমি এবং তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ ম্যাপ হালনাগাদ করণ
- ২.৩ সীমানা চিহ্নিতকরণ
- ২.৪ অবৈধভাবে গাছ কাটা/ মাছ ধরা/ বনে আগুন দেয়া/ বিল সেচা এবং পশু চরানো নিয়ন্ত্রণ করা

৩.০ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম
- ৩.১ উদ্দেশ্য
- ৩.২ তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ব্যবস্থাপনা
- ৩.৩ রক্ষিত এলাকার মূল অংশ (কোর জোন) ব্যবস্থাপনা
  - ৩.৩.১ আবাসস্থল উন্নয়ন কার্যক্রম
    - ৩.৩.১.১ এনরিচমেন্ট প্লান্টেশন
    - ৩.৩.১.২ ঘাস জমির উন্নয়ন
    - ৩.৩.১.৩ জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণ
    - ৩.৩.১.৪ বিশেষ ধরণের আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ
  - ৩.৩.২ আবাসস্থল পূনরুদ্ধার কার্যক্রম
    - ৩.৩.২.১ ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা
    - ৩.৩.২.২ পরিবেশ বান্ধব কর্মকান্ড পূনরুদ্ধার
- ৩.৪ তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল (জোন)
  - ৩.৪.১ বাফার অঞ্চল
  - ৩.৪.২ ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল

৪.০ জীবিকায়ন এবং ভেলু চেইন কর্মসুচি
- ৪.১ উদ্দেশ্য
- ৪.২ ভ্যালু চেইন (মূল্য বাড়ানোর প্রক্রিয়া) এবং কনসারভেশন এন্টারপ্রাইজ

৪.২.১ কৃষি এবং হর্টিকালচার ফসল
- ৪.২.১.১ সমন্বিত বসতভিটা খামার ব্যবস্থাপনা
- ৪.২.১.২ উচ্চফলনশীল ও উচ্চ মূল্যের ফসলের চাষাবাদ
- ৪.২.১.৩ ভিলেজ নার্সারি
- ৪.২.১.৪ হর্টিকালচার

৪.২.২ মৎস্য চাষ
৪.২.৩ বাঁশ সম্পদ উন্নয়ন
৪.২.৪ হস্তশিল্প/তাঁত শিল্প
৪.২.৫ উন্নত চুলা

৫.০ ~~ফেসিলিটিজ (অবকাঠামো মূলক)~~ উন্নয়ন কর্মসুচি
- ৫.১ উদ্দেশ্যসমূহ
- ৫.২ সুবিধাদি তৈরী
- ৫.৩ বন/ জলাভূমির রাস্তা এবং ট্রেইলস

৬.০ দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কর্মসুচি
- ৬.১ উদ্দেশ্যসমূহ
- ৬.২ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন
  - ৬.২.১ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন এলাক চিহ্নিত করণ
  - ৬.২.২ সুবিধাদি উন্নয়ন/~~তৈরী~~
    - ৬.২.২.১ প্রবেশ ফি
    - ৬.২.২.২ প্রকৃতি এবং হাইকিং ট্রেইল
    - ৬.২.২.৩ পিকনিকের জন্য সুবিধাদি
    - ৬.২.২.৪ কমিউনিটিভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব পর্যটন
    - ৬.২.২.৫ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন নিয়ন্ত্রণ
- ৬.৩ সংরক্ষণ বিষয়ক শিক্ষা, সচেতনতা এবং অন্তর্নিহিত অর্থ বিশ্লেষণ
  - ৬.৩.১ পর্যটন শিক্ষার জন্য ইন্টারপ্রিটেটিভ মাধ্যম
  - ৬.৩.২ পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা

৭.০ অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং (পরিবিক্ষণ) এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসুচি
- ৭.১ উদ্দেশ্যসমূহ
- ৭.২ অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং
- ৭.৩ প্রশিক্ষণ

৮.০ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মসুচি
- ৮.১ উদ্দেশ্যসমূহ
- ৮.২ স্টাফিং
- ৮.৩ দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ

৯.০ বাজেট
- ৯.১ প্রয়োজনীয় ইনপুট এবং নির্দেশক মূলক বাজেট প্রাক্কলন
- ৯.২ বাজেট পরিমার্জন

ভলিউম-২

সাপোর্ট মেটারিয়ালস (সংযোজন মূলক উপকরণ)

১.০ নোটিফিকেশন (প্রজ্ঞাপন)
২.০ শব্দকোষ্ এর ব্যবহার
৩.০ গাছ/ বন্যপ্রাণি/ জলাভূমির প্রজাতিসমূহের তালিকা
৪.০ গাইডলাইন (ফ্যাসিলিটি ডেভেলপমেন্ট)
৫.০ গাইডলাইন (এনভারনমেন্টাল এনালাইসিস)
৬.০ গাইডলাইন (এনরিচমেন্ট/ বাফার/ জলাভূমির বৃক্ষরোপন)
৭.০ সরকারী পরিপত্র সমূহ (সরকারী অর্ডার সমূহ)

Format for preparation
Of
Protected Area Co-Management Plan

Volume 1

MANAGEMENT PLANS

PART 1

ASSESSING THE PRESENT SITUATION: FINDINGS AND ISSUES

1.0 INTRODUCTION

- 1.1 Location and Constitution
- 1.2 Plan Objectives

2.0 BIODIVERSITY CONSERVATION ATTRIBUTES

- 2.1 Statement of Biodiversity Significance
- 2.2 Biodiversity Conservation Values
- 2.3 Wildlife Conservation
- 2.4 Forest/Wetland Boundaries
- 2.5 Forest/Wetland Biophysical Situation

3.0 BIODIVERSITY AND HABITAT

- 3.1 Ecosystems Analysis
  - 3.1.1 Forests/Wetland
  - 3.1.2 Fauna/Wildlife/Fisheries Resources
  - 3.1.3 Forests/Wetlands based Products
- 3.2 Biodiversity Utilization

4.0 ASSESSMENT OF BIODIVERSITY MANAGEMENT PRACTICES

- 4.1 Forest/Wetland Management Systems
- 4.2 Wildlife/Fisheries Management
- 4.3 Habitat Protection & Restoration
- 4.4 Eco-Tourism
- 4.5 Management Practices of Forest/Wetland Products
- 4.6 Participatory Monitoring
- 4.7 Institutional and Governance Issues

5.0 INTERFACE LANDSCAPE SITUATION

5.1 Landscape Approach
5.2 Interface Landscape of Protected Area
5.3 Land-use Practices
5.4 Interface Villages
5.5 Stakeholders Assessment
5.6 Agricultural & Homesteads Practices
5.7 Forest/Wetland Encroachment

PART II
RECOMMENDING STRATEGIC PROGRAMS

1.0 PROTECTED AREA CO- MANAGEMENT

1.1 Objectives
1.2 Co-Management Approach

1.2.1 Co-Management Objectives
1.2.2 Co-Management Organizations
1.2.3 Benefit Sharing
1.2.4 Landscape Development Fund/Endowment Fund/Revolving Fund & Service Providers

2.0 HABITAT RESTORATION PROGRAM

2.1 Objectives
2.2 Updating of Existing Forest/Wetland Cover and Landscape Maps
2.3 Boundary Demarcation
2.4 Control of Illicit Tree Felling/Fishing, Forest Fires, De-watering and Grazing

3.0 MAMAGEMENT PROGRAMS

3.1 Objectives
3.2 Interface Landscape Management
3.3 Core zone Management

3.3.1 Habitat Improvement Works

3.3.1.1 Enrichment Plantations
3.3.1.2 Development of Grasslands
3.3.1.3 Maintenance of Water Bodies
3.3.1.4 Maintenance of Special Habitats

3.3.2 Habitat Restoration Works

3.3.2.1 Watershed Management
3.3.2.2 Eco-Restoration

3.4 Interface Landscape Zone

3.4.1 Buffer Zone
3.4.2 Landscape Zone

4.0 LIVELIHOOD AND VALUE CHAIN PROGRA MS

4.1 Objectives
4.2 Value Chains & Conservation Enterprises

4.2.1 Agricultural & Horticultural Crops

4.2.1.1 Integrated Homestead Farming
4.2.1.2 Cultivation of High Value Crops
4.2.1.3 Village Nursery
4.2.1.4 Horticulture

4.2.2 Fisheries
4.2.3 Bamboo Resources Development
4.2.4 Handicrafts /Weaving
4.2.5 Improved Cooking Stoves

5.0 FACILITIES DEVELOPMENT PROGRAMS

5.1 Objectives
5.2 Built Facilities
5.3 Forest/Wetland Roads & Trails

6.0 VISITOR USE & VISITOR MANAGEMENT PROGRAMS

6.1 Objectives
6.2 Eco-Tourism

6.2.1 Identification of Eco-Tourism Areas

6.2.2 Facility Development

6.2.2.1 Entry Fee
6.2.2.2 Nature & Hiking Trails
6.2.2.3 Picnic Facilities
6.2.2.4 Community Based Eco-Tourism
6.2.2.5 Regulation of Eco-Tourism

6.3 Conservation Education and Interpretation

6.3.1 Interpretative Media for Tourist Education
6.3.2 Environmental Education

7.0 PARTICIPATORY MONITORING & CAPACITY BUILDING PROGRAMS

7.1 Objectives
7.2 Participatory Monitoring
7.3 Training

8.0 INSTITUTIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS

8.1 Objectives
8.2 Staffing
8.3 Duties and Responsibilities

9.0 THE BUDGET

9.1 In put Requirements and Indicative Cost Estimates
9.2 Budget Revision

VOLUME 11
SUPPORT MATERIALS

1.0 NOTIFICATIONS
2.0 USE OF GLOSSARY
3.0 LIST OF PLANT/WILDLIFE/WETLAND SPECIES
4.0 GUIDELINES FOR FACILITY DEVELOPMENT
5.0 GUIDELINES FOR ENVIRONMENTAL ANALYSIS
6.0 GUIDELINES FOR ESTABLISHING ENRICHMENT/BUFFER/ WETLAND
7.0 PLANTATIONS
8.0 GOVERNMENT ORDERS

সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নে বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ: সম্ভাব্য সেকেন্ডারী ডাটার উৎস (PRA/RRA প্রতিবেদন, Inventory রিপোর্ট, পুরাতন ম্যানেজম্যান্ট প্লান ইত্যাদি)

ভূমিকা:

সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকরী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা দরকার। বন, জলাভূমি ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে একটি সঠিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সেই এলাকার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা ও বিশ্লেষন করা একান্ত দরকার। কারণ বর্তমান অবস্থা ও কার্যকারন সঠিকভাবে জানা না থাকলে পরিকল্পনাটি যথাযথভাবে হবে না এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যই সেক্ষেত্রে ব্যহত হবে।

বন, জলাভূমি ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষনের জন্য আমাদের যা জানা দরকার :

১. সীমানা: [*সম্ভাব্য সেকেন্ডারী ডাটার উৎস:* গেজেট নোটিফিকেশন, PRA/RRA প্রতিবেদন, ভূমি অফিস সমূহ]
২. ভূমি গঠন / ভূতত্ত্ব, শিলা এবং মাটি সম্পর্কিত: [*সম্ভাব্য সেকেন্ডারী ডাটার উৎস:* PRA/RRA প্রতিবেদন, পুরাতন ম্যানেজম্যান্ট প্লান]
৩. ভৌতিক অবস্থা: [*সম্ভাব্য সেকেন্ডারী ডাটার উৎস:* PRA/RRA প্রতিবেদন, পুরাতন ম্যানেজমেন্ট প্লান]
৪. জীববৈচিত্র্যের অবস্থা: [*সম্ভাব্য সেকেন্ডারী ডাটার উৎস:* PRA/RRA প্রতিবেদন, পুরাতন ম্যানেজমেন্ট প্লান]
৫. জলবায়ু সম্পর্কিত তথ্য: [*সম্ভাব্য সেকেন্ডারী ডাটার উৎস:* PRA/RRA প্রতিবেদন, পুরাতন ম্যানেজমেন্ট প্লান]
৬. জীববৈচিত্র্য ও আবাসস্থল: [*সম্ভাব্য সেকেন্ডারী ডাটার উৎস:* PRA/RRA প্রতিবেদন, পুরাতন ম্যানেজমেন্ট প্লান, ভূমি অফিস সমূহ]
   ৬.১ প্রতিবেশ (ইকোসিস্টেম) বিশ্লেষণ:
   ৬.২ বন / সম্পদের বর্ণনা:
   ৬.৩ প্রাণীকুলের (Fauna) অবস্থা:
   ৬.৪ Non-Timber Forest Products / অন্যান্য সম্পদ:
   ৬.৫ জলাশয় / অন্যান্য সম্পদ:
   ৬.৬ জীববৈচিত্র্য / সম্পদের বর্তমান ব্যবহার রূপ / পদ্ধতি:
      ৬.৭.১ মানুষের প্রয়োজনে নিয়মিত আহরিত জীববৈচিত্র্য:
      ৬.৭.২ বাজারজাত করার মত জীববৈচিত্র্য পণ্য:
৭. জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা: [*সম্ভাব্য সেকেন্ডারী ডাটার উৎস:* Fact Sheet, CMO-ADP/ RMP, MPPR, MPR]
   ৭.১ বন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি:
   ৭.২ বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি:
   ৭.৩ আবাসস্থল প্রটেকশন:
   ৭.৪ পরিবেশবান্ধব পর্যটন:
   ৭.৫ Non-Timber Forest Products / অন্যান্য সম্পদের বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি:
   ৭.৬ মৎস সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি:
   ৭.৭ অন্যান্য জলজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি:
৮. ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার (Landscape Area) বর্তমান অবস্থা: [*সম্ভাব্য সেকেন্ডারী ডাটার উৎস:* PRA/RRA প্রতিবেদন, Fact Sheet, Village Census, CMO-ADP/RMP, MPPR, MPR]
   ৮.১ ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকা:
   ৮.২ স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ:
   ৮.৩ নির্ভরশীল গ্রামসমূহ সম্পর্কে জানা:
   ৮.৪ সংলগ্ন চা বাগান সমূহ সম্পর্কে জানা:

"রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নে রক্ষিত এলাকা সম্পর্কে ধারণা ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদি: উদ্দেশ্য নির্ধারণ, জীববৈচিত্র্য, ল্যান্ডস্কেপ, কোর জোন ইত্যাদি"

কোন রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উক্ত এলাকার জীববৈচিত্র্য, ভৌগলিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, রক্ষিত এলাকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ভৌত অবকাঠামো, ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে ধারণা থাকা বাঞ্চনিয়। নিম্নে একটি রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হলো:

১. উদ্দেশ্য নির্ধারণ ঃ যে উদ্দেশ্যে পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হচ্ছে তা নির্ধারণ করা। উদাহরণ স্বরূপ, লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

- একটি সহ-ব্যবস্থাপনা দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন এবং বাস্তবায়ন, যা দ্বারা জাতীয় উদ্যানের মধ্যে জীববৈচিত্র্যের দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা ও সংরক্ষণ করা। এবং স্থানীয় জনসাধারনকে মূল স্টেকহোল্ডার হিসাবে রক্ষিত এলাকায় সঠিক ও সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দেওয়া।
- রক্ষিত এলাকা সমূহের ব্যবস্থাপনা কৌশল, পদ্ধতি, অবকাঠামোগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার প্রণয়ন এবং অবকাঠামোর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন।
- স্থায়ী জীবিকা নির্বাহের জন্য উৎপদন কার্যকলাপগুলোকে কাজে লাগানো এবং স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন।
- বন প্রতিবেশের উদ্ভিদকূল, প্রণীকূল, ভৌত উপাদানের এবং বনের উৎপাদনশীলতা যতদূর সম্ভব পুনরূদ্ধার এবং রক্ষা করা।
- পরিবেশ পর্যটনকে উৎসাহীত করা এবং ভ্রমণকারীর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন করা।

২. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সম্ভাব্য বিষয়সমূহ ঃ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় নিম্নলিখিত বিষয় উল্লেখযোগ্যঃ-

- জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপকারিতা
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ
- বনভূমি/জলাভূমির সীমানা
- বনভূমি/জলাভূমির ভূতত্ত্ব বিষয়ক তথ্য
- জীববৈচিত্র্যের বর্তমান অবস্থা
- জলবায়ু
- প্রতিবেশের বিশ্লেষণ
- বনভূমি/জলাভূমির উদ্ভিদকূল
- প্রাণীকূল/বন্যপ্রাণী/মৎস্য সম্পদ

- জলাধার সমূহ
- নন-টিম্বার বনজ/জলজ প্রডাক্ট সমূহ
- জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার
- বনভূমি/জলাভূমির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
- বন্যপ্রাণী/মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা
- উদ্ভিদ, জীবজন্তুর আবাসভূমি সংরক্ষণ
- পরিবেশ বান্ধব পর্যটন
- নন-টিম্বার বনজ/জলজ প্রডাক্ট সমূহের ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গবেষণা, মনিটরিং এবং প্রশিক্ষণ
- প্রশাসনিক অবস্থা

৩. ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল (Landscape Zone) ঃ

ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল এমন একটি এলাকা যেখানে একই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়াদি বিদ্যমান; যেমন- Biodiversity, Biophysical, Socio-economic ইত্যাদি। ল্যান্ডস্কেপ জোনে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিদ্যমান থাকে। সাধারণত একটি রক্ষিত এলাকা (বনভূমি/জলাভূমি) এবং এর কাছাকছি এলাকাকে ল্যান্ডস্কেপ এলাকা হিসাবে ধরা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ক্ষেত্রে ৫ কিঃমি ধরা হয়েছে।

ল্যান্ডস্কেপ পন্থাঃ

ল্যান্ডস্কেপ পন্থার মূল বিবেচ্য হলো রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ। এই পদ্ধতি বৃহৎ এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করতে পারে এবং রক্ষিত এলাকার স্থানীয় জনগণ এবং অন্যান্য মূল স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে। ল্যান্ডস্কেপ পন্থাটি রক্ষিত এলাকার উন্নয়নের দিক নির্দেশনা হিসাবে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষক, ব্যবস্থাপক, পরিকল্পনাকারী, সিদ্ধান্তগ্রহণকারী, গবেষক, অর্থপ্রদানকারী সংস্থা ও স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগণসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাজে আসতে পারে। ল্যান্ডস্কেপ পন্থার মূল বিষয় হলো বনজ সম্পদ ও জলজ সম্পদের পরিবেশ বা প্রতিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একত্রিত করা।

রক্ষিত এলাকার ল্যান্ডস্কেপ পন্থা দ্বারা ব্যবস্থাপনা এলাকার চারিপাশের প্রতিবেশ ও তার সাথে মানুষের সংশ্লিষ্টতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হয়। এই যোগসূত্রের ফলে রক্ষিত এলাকার অভ্যন্তর ও পাশ্ববর্তী পরিবেশ প্রক্রিয়ায় পুনস্থাপন ও স্থানীয় জনগণের চাহিদা পূরণ হয়। ইহা প্রকল্প এলাকার মূল স্টেকহোল্ডারদের সহ-ব্যবস্থাপনায় এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কার্যকর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে। তাই ল্যান্ডস্কেপ অবস্থা বিবেচনা করে সমন্বিত প্রক্রিয়ায় রক্ষিত এলাকার চারপাশের সীমানা ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা উচিত।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ল্যান্ডস্কেপের সাধারণ ক্ষেত্র (Interface) সমূহ হচ্ছেঃ

- গ্রামগুলির সাধারণ ক্ষেত্র (Interface)
- Stakeholder- দের বিশ্লেষণ (Assessment)
- ইটের ভাটা সমূহ
- পান/আনারস/লেবু/সবজি চাষ
- বনভূমি/জলাভূমির অবৈধ দখল
- চা বাগান সমূহ
- বনভূমি এবং জলাভূমির অন্তর্ভূক্ত ছড়া (Steam) সমূহ

৪. মূল অঞ্চল **(Core zone)** এবং বাফার অঞ্চল **(Buffer zone)** ঃ

ব্যবস্থাপনার সুবিধার্তে রক্ষিত এলাকাকে অনেক সময় মূল অঞ্চল এবং বাফার অঞ্চলে ভাগ করা হয়ে থাকে। বনের মূল অংশকে মূল অঞ্চল এবং এর পাশের বনভূমিকে বাফার অঞ্চল বলা হয়। মূল অঞ্চল ও বাফার অঞ্চল উভয়ই লেন্ডস্কেপ অঞ্চলের সাধারণ ক্ষেত্রের (Interface) অংশ বিশেষ।

মূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন-

- উদ্ভিদ, জীবজন্তুর আবাসস্থল উন্নয়ন কার্যক্রম
    - বনায়নের মাধ্যমে বনের উন্নয়ন
    - তৃণভূমির উন্নয়ন
    - জলাধার রক্ষণাবেক্ষণ
    - উদ্ভিদ, জীবজন্তুর আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ
- আবাসস্থল পুনরুদ্ধার কার্যক্রম
    - Watershed ব্যবস্থাপনা

উপরোক্ত বিষয়াদি ছাড়াও এই পরিকল্পনায় আরো যে সকল বিষয় গরুত্বপূর্ণ সেগুলো হচ্ছে-

- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক উন্নয়ন ও জীবিকায়ণ কর্মসূচী
- ভৌত সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন
- দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম
- পরিবীক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম, ইত্যাদি।

IPAC প্রকল্প বলতে কি বুঝি?

I = Integrated বা সমন্বিত

- বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তর এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে
- প্রকল্প এর মূল কাজ হবে বন এবং জলাভূমির প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা
- মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া এবং জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, এবং
- জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার মেল বন্ধন স্থাপন

P A= Protected Area বা রক্ষিত এলাকা

মূল কাজ হচ্ছে

- রক্ষিত এলাকা যথা জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, গেম রিজার্ভ, এবং প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকায় নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করণ
- প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য ধ্বংসাত্মক মনোভাব পরিহারে উদ্বুদ্ধ করা
- প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহারের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন করা

C = Co Management বা সহ-ব্যবস্থাপনা

মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে-

- সরকার এবং জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয়ের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ণ
- অংশীদারিত্ব প্রবর্তন করা

সহ-ব্যবস্থাপনা কি?

IUCN এর সংজ্ঞাঃ

সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ কিম্বা কোন সুর্নির্দিষ্ট এলাকা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবস্থপনার জন্য নিজেদের অধিকার ও দায়িত্ব সমূহ চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়ণের জন্য দুই বা ততোধিক সামাজিক শক্তি যখন অঙ্গীকারবদ্ধ হয় তখনই তাকে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বলা হয়।

IPAC এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. জলাভূমি, বনভূমি, প্রাকৃতিকভাবে হুমকির সম্মুখীন এলাকা এবং রক্ষিত এলাকার জন্য একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক তৈরী করা
২. রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য কৌশলগত সামর্থ্য উন্নয়ন করা
৩. সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় নতুন নতুন এলাকা অন্তর্ভূক্ত করা
৪. জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কর্মসূচী গ্রহণ এবং পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোকে গুরুত্ব দেয়া
৫. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে ব্যবস্থাপনা এবং জীববৈচিত্র সংরক্ষণে সহযোগিতা করা

রক্ষিত এলাকা নেটওয়ার্ক কি?

সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতাভূক্ত জলাভূমি এবং রক্ষিত বনভূমি সমূহকে সাধারণ পরিচিতি মাধ্যমে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা। ইতিমধ্যে-

- পরিবেশগতভাবে হুমকির সম্মুখীন (ECA) এলাকারগুলোর সংরক্ষণে পরিবেশ অধিদপ্তর অংশগ্রহণ মূলক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে
- রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য বন অধিদপ্তর নিসর্গ নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে
- বিল, হাওর এবং নদীতে মাছের অভয়ারণ্য সৃষ্টি কল্পে মৎস্য অধিদপ্তর জলাভূমি এবং মুক্ত জলাশয়ে সহ-ব্যবস্থাপনায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে

কেন এই নেটওয়ার্ক?

বাংলাদেশের বনভূমি এবং জলাভূমি হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী উৎপাদনশীল প্রতিবেশ ব্যবস্থা

- অতিরিক্ত সম্পদ আহরন, লোভ এবং অপব্যহার এর কারণে এই সকল বনভূমি এবং জলাভূমি ধ্বংস হতে চলেছে
- স্থানীয় জনগণ দীর্ঘকাল ধরে এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলো ব্যবহার করছে,
- সম্পদের অপব্যবহার ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ দরিদ্র এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলদের দারিদ্রের চরম সীমায় নিয়ে যাচ্ছে
- রক্ষিত এলাকা বসবাসকারী জনগণের সম্পৃক্ততা ছাড়া প্রকৃতিকে রক্ষা করা যাচ্ছে না

কাজেই অংশগ্রহণমূলক সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিবেশ রক্ষায় এবং সাথে সাথে দারিদ্র দূরীকরণে অগ্রনী ভূমিকা পালন করবে

এই নেটওয়ার্কের সমর্থক কে কে?

- বাংলাদেশ সরকার
  - পরিবেশ এবং বন মন্ত্রণালয়-বন অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তর
  - মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়-মৎস্য অধিদপ্তর
  - স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়-স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল বিভাগ
  - ভূমি মন্ত্রণালয়
  - অর্থ মন্ত্রণালয়
- কৌশল, কর্মসূচী এবং কর্ম পরিকল্পনা
  - দারিদ্র দূরীকরণ কৌশলগত পরিকল্পনা (PRSP) এবং মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল
  - জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা
  - জাতীয় জীববৈচিত্র কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা
  - আভ্যন্তরীন মুক্ত জলাশয় মৎস্য আহরণ কৌশলপত্র
  - নিসর্গ ভিশন

- স্থানীয় জনগোষ্ঠী, ব্যবহারকারী, সুশীল সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ, যুব সম্প্রদায় এবং বাস্তবায়নকারী অংশীদারগণ

রক্ষিত এলাকার নেটওয়ার্কের অংশীদার কারা?

- প্রাকৃতিক বন ও জলাভূমির সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ প্রদান কল্পে USAID এর অর্থায়নে বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করছে
- আরণ্যক ফাউন্ডেশন প্রাকৃতিক বনভূমি সংরক্ষণেও লক্ষ্যে অনুদান প্রদান করছে
- চুনতী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, জলাভূমির জীববৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য gtz সহযোগীতা দিচ্ছে
- IUCN এবং SDC টাঙ্গুয়ার হাওরে জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে
- সুন্দরবনের রক্ষিত বনভূমি সংরক্ষণ এবং এর নিকটবর্তী বসবাসকারীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য EU আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে
- GEF (Global Environment Facility) চারটা লক্ষিত ECA কে সংরক্ষণের জন্য স্থানীয় অংশগ্রহণকারীদের আর্থিক সহায়তা করছে
- IFAD সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প এর মাধ্যমে সুনামগঞ্জে সহায়তায় প্রদান করছে

নেটওয়ার্কের মূলনীতিগুলি কি কি?

- জীববৈচিত্র সংরক্ষণ অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি রক্ষিত এলাকার মধ্যে থাকবে প্রাকৃতিক জলাভূমি অথবা সংরক্ষিত বনভূমির একটি অংশ (এর মূল অবস্থায় চিহ্নিত)

- যৌথ ব্যবস্থাপনা: প্রতিটা রক্ষিত এলাকা নেটওয়ার্ক প্রতিবেশী জনগোষ্ঠী এবং সরকারের মধ্যে সহযোগীতার মাধ্যমে সংরক্ষিত
  - এই সহ-ব্যবস্থাপনামূলক সংগঠনগুলো সরকার দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত এবং গৃহীত

- Pro-Poor: সহ-ব্যবস্থাপনার অধীনে রক্ষিত এলাকাগুলো স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহের সুযোগ দেয়
  - রক্ষিত এলাকার সব নেটওয়ার্কই নিশ্চিত করে যেন সেখানে বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠী লাভবান হয়। তারা সংরক্ষণের কাজে জড়িত হলে যেন তাদের জন্য স্থায়ী আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা হয় যেটা উদ্দীপক হিসেবে কাজ করবে।

জাতীয় রক্ষিত এলাকা নেটওয়ার্কেও সুবিধা সমূহ কিকি?

- প্রাকৃতিক জলাভূমি ও বনভূমির ক্ষতি বা ধ্বংসের গতি শ্লথ করবে
- প্রতিবেশ ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে
  - জীববৈচিত্র সংরক্ষণ
  - জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সংঘটিত ক্ষতি হ্রাস করা
  - জলাধার রক্ষা করা এবং পানির উন্নত সরবরাহ এর ব্যবস্থা করা

- দারিদ্র বিমোচনের এবং খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি

- ইকোটুরিজম সম্প্রসারিত করা
- সরকার এবং স্থানীয় জনগোষ্টির বিদ্যমান সম্পর্ক উন্নত করা এবং তৃনমূল স্তরে সম্পৃতি স্থাপন করা

নেটওয়ার্ক স্থানীয়ভাবে কি বাস্তবসম্মত সুবিধা প্রদান করবে?

- সহ ব্যবস্থাপনার আওতাধীন জলভুমিতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি
- বন ভূমির রক্ষিত এলাকা গুলোর প্রবেশ মূল্যে অংশীদারিত্ব
- ইকোগাইড, Eco-cottage এর মালিক, হস্তশিল্প এবং অন্যান্য ইকোটুরিজম Enterpirse সৃষ্টি
- জলবায়ূ পরিবর্তনের ফলে যে উদ্যেগ নেয়া যায় তার সুফল প্রাপ্তি
- কার্বন Credit এবং জলবায়ূ পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো
- উন্নত চুলা, ক্ষুদ্র ঋন, বিকল্প কর্ম সংস্থান এবং অন্যান্য - সরকারী-বেসরকারী সংস্থায় অভিগম্যতা সৃষ্টি

IPAC এর কার্যক্রম সমূহ কি কি?

- IPAC এর সামঞ্জাস্যপূর্ণ কৌশল প্রতায়ন ও অনুমোদন কৌশলগত উন্নয়ন
- টেকসই অর্থায়নের জন্য অংশীদারিত্ব তৈরী
- সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে ব্যাপক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া
- ষ্টেক হোল্ডারদের এবং প্রতিষ্ঠানিক সামর্থ্য তৈরী
- স্থানীয় সমর্থন / সহযোগীতা
- পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য এলাকা ভিত্তিক স্থান নির্বাচন
- বিকল্প কর্ম সংস্থান এবং অর্থায়ন
- মহিলা এবং যুব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্তকরণ
- ভৌত অব কাঠামো তৈরী এবং আবাসভূমি পুণ:রুদ্ধার

IPAC ক্লাষ্টার দলের ভূমিকা

- বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তর এই তিন বিভাগের সাথে কাজ করা
- লক্ষিত প্রাকৃতিক ভূমির মূল ও বাফার জোনে সহ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন
- মূল ষ্টেকহোল্ডারদের সহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি
- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা জীববৈচিত্র সংরক্ষণকে দারিদ্র বিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা
- RMO এবং RUG তে মহিলা সদস্যদের অন্তভুক্তি
- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা এবং বৃহত্তর ফোরামের সাথে প্রতিষ্ঠানিক যোগযোগ
  জলাভূমি/ মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা তৈরী

সহ ব্যবস্থাপনা IPAC এর কার্যকারী সংজ্ঞা

বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে এবং এই অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার ভিত্তি হবে *Equitable Benefit*

<u>Sharing & Active Participation in Decesion Making Process অর্থাৎ সকল অংশগ্রহণকারী ও সহযোগিদের মধ্যে রক্ষিত এলাকা/প্রাকৃতিক বন ও জলাভূমি থেকে প্রাপ্ত সুফল বা উপকার এর সুষম বন্টন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কার্যকর অংশগ্রহণ</u>। অংশগ্রহণ ও সহযোগীতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বন সংরক্ষনের এই প্রক্রিয়াই হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।

IPAC প্রকল্পের ফলাফল

- প্রাকৃতিক আবাসভূমির পুনরুদ্ধার/সহব্যবস্থাপনা সংগঠন গুলোতে সামাজিক উদ্যোগ্ এবং সম্পদ ব্যবহারকারীদের ক্ষমতায়ন
- অভয়ারণ্যের বর্ধিত নেটওর্য়াক প্রতিষ্ঠিত
- সম্পদ আহরেনে স্থানীয়ভাবে নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা

প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব

- জীববৈচিত্র সংরক্ষিত
- বনজ সম্পদ / মৎস উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত
- জীবিকা নিশ্চিত হওয়ার জন্য সাধারন উন্নয়ন এর জীবন মাত্র
- আয় বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তার উন্নতি
- সামাজিক দ্বন্ধ হ্রাস, সহযোগিতা বৃদ্ধি

বন অধিদপ্তরের রক্ষিত এলাকা সমূহের

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন

সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য

সূচিপত্র

Contents

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন প্রক্রিয়া ৫

সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কি? ৫

কি প্রক্রিয়ায় সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হয় এবং এর জন্য বা গৃহীত ধাপ সমূহ কি? ৫

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন কাঠামো ও কার্যপরিধি ৮

সহ-ব্যবস্থানা সংগঠন কি? ৮

সহ-ব্যবস্থাপনা কি আইনগতভাবে স্বীকৃত? ৮

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল কত দিনের জন্য গঠিত হবে? ৮

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের কার্য্যপরিধিঃ ৯

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এর সদস্যরা কি রক্ষিত এলাকার জন্য গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করতে পারবেন? . ৯

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কী? ৯

কে হবেন সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য? ৯

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যপদের সময়সীমা কি? ১০

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্য্যপরিধিঃ ১০

কিভাবে পিপলস ফোরাম গঠিত হবে? ১০

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কি রক্ষিত এলাকার উন্নয়ণের জন্য কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ন করতে পারে? ১০

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কি রক্ষিত এলাকা উন্নয়ন কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে পারে? ১১

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কি স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে রক্ষিত এলাকা হতে প্রাপ্ত সুফল (Benefit) বন্টন নিশ্চিত করতে পারে? ১১

সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কি ধরনের উন্নয়ন হবে? ১১

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন? ১১

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের পরিকল্পনা প্রনয়ন ১২

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কি ও তা প্রনয়নের পদ্ধতি কি? ১২

পরিকল্পনা প্রনয়নের মূল উদ্দেশ্য কি? ১৩

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া বা ধাপ সমূহ কি কি?.. ১৩

পরিকল্পনার বাস্তবায়নের মাধ্যমে কি অর্জিত হবে?.. ১৩

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের উৎস কি?.. ১৩

সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদ ও পিপলস্ ফোরামের সদস্যরা কি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কে মতামত রাখতে পারে?.. ১৪

অগ্রগতি প্রতিবেদন কি ভাবে প্রনয়ন করা হবে ও কার বরাবরে প্রেরণ করা হবে?.. ১৪

যৌথ পেট্রোলিং বা community Patrolling.. ১৫

যৌথ পেট্রোলিং বা community Patrolling বলতে কি বুঝি?.. ১৫

কি ভাবে যৌথ পেট্রোলিং দলের সদস্য নির্ধারিত হবে?.. ১৫

যৌথ পেট্রোলিং দল কি কি দায়-দায়িত্ব পালন করবেন?.. ১৫

যৌথ পেট্রোলিং দল এর সদস্যরা কি ধরণের সুযোগ সুবিধা পাবেন?.. ১৬

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী.. ১৭

সহ ব্যবস্থাপনা সংগঠনের আইনগতভাবে স্বীকৃতির মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী কি কি অধিকার পাবেন?.. ১৭

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে কি সাধারণ মানুষ/বনবাসী বা বনজীবী সদস্য হতে পারে? বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা পালন করতে পারে?.. ১৭

সাধারণ জনগণ বা বনজীবী কী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকা রাখতে পারে?.. ১৭

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নে দরিদ্র জনগোষ্ঠী কি ভূমিকা রাখতে পারেন?.. ১৮

স্থানীয় জনগোষ্ঠী কি নিজের উদ্যোগে বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে বনায়ন করতে পারবে?.. ১৮

সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহনের জন্য কোন ধরণের ব্যক্তিবর্গ অধিকার পাবেন?.. ১৮

বন অধিদপ্তর, সরকারী, আধা সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে বনায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠী কি ধরণের সুফল (Benefit) ভোগ করবেন।.. ১৯

সারণী ১:.. ২০

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (Co-management Council) কাঠামো.. ২০

সারণী ২:.. ২১

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের (Co-management Council) কার্যপরিধি ঃ.. ২১

সারণী ৩:.. ২১

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির (Co-management Committee) কাঠামোঃ ২১

সারণী ৪: ২৩

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধিঃ ২৩

সারণী ৫: ২৪

যৌথ পেট্রোলিং দলের গঠন প্রক্রিয়া ও দায়-দায়িত্ব ২৪

সারণী ৬: ২৫

যৌথ পেট্রোলিং দলের অঙ্গীকারনামা : ২৫

অঙ্গীকারনামা ২৫

সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কি?

বাংলাদেশ বন বিভাগ জন্মলগ্ন থেকেই বন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে নিয়োজিত। বস্তুত:পক্ষে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক বন ও বনজ সম্পদ এর সুষ্ঠু ব্যবহার ও সরকারী রাজস্ব আহরণ বন ব্যবস্থাপনার মূখ্য উদ্দেশ্য। তবে কালের প্রবাহে এটা প্রতীয়মান যে, বন বিভাগের পক্ষে একা এই সম্পদ রক্ষা বা ব্যবস্থাপনার কাজটি শুধুমাত্র কঠিনই নয় দুঃসাধ্য ও বটে। এর কারণ বন বিভাগের সামর্থ্য ও সম্পদ এর সীমাবদ্ধতা। এ ছাড়াও বিশ্বের অভিজ্ঞতার দেখা যায় জনগনের সহায়তা ও অংশগ্রহন ছাড়া শুধুমাত্র সরকারের পক্ষে সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয়।

এ কারণে বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে এবং এই অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার ভিত্তি হবে Equitable Benefit Sharing & Active Participation in Decesion Making Process অর্থাৎ সকল অংশগ্রহণকারী ও সহযোগিদের মধ্যে রক্ষিত এলাকা/প্রাকৃতিক বন ও জলাভূমি থেকে প্রাপ্ত সুফল বা উপকার এর সুষম বন্ঠন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকলের কার্যকর অংশগ্রহণ। অংশগ্রহণ ও সহযোগীতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণের এই প্রক্রিয়াই হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।

কি প্রক্রিয়ায় সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হয় এবং এর জন্য গৃহীত ধাপ সমূহ কি?

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন হচ্ছে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সুনির্দিষ্ট রক্ষিত এলাকার সাথে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী ও সরকারী বিভাগের কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত জীববৈচিত্র সংরক্ষণে নিয়োজিত সংগঠন। সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন ও উন্নয়ন কতগুলো ধাপ ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন এর ধাপ ও প্রক্রিয়াগুলো হচ্ছে:

প্রথম ধাপ:

(Phase 1)

১. তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ:

বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এই পদ্ধতিগুলো নিম্নরুপ:

- অংশগ্রহণ মূলক গ্রামীন সমীক্ষা (PRA)
- দ্রুত গ্রামীন সমীক্ষা (RRA)
- জরিপ/শুমারী (Census)
- লিপিবদ্ধ ও পূর্বে সংগৃহীত তথ্য

সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার অতীত ও বর্তমান অবস্থা, পরিবর্তনের ধারা ও কারণ, এলাকার জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক অবস্থা নিরুপণ করা যাবে।

২. ষ্টেক হোল্ডারদের ভূমিকা ও সম্পর্ক বিশ্লেষণ:

ষ্টেক হোল্ডারদের ভূমিকা ও সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তাদের নির্ভরতা, সম্পর্কের প্রকৃতি ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা কার্য্যক্রম পরিচালনায় তাদের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করা যাবে।

৩. ষ্টেক হোল্ডারদের সাথে সংলাপ:

এ পর্যায়ে বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ষ্টেক হোল্ডারদের প্রাকৃতিক সম্পদ এর উপর প্রভাব ও ভূমিকা বিশ্লেষণের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান এর ভিত্তিতে সংলাপ বিনিময় মাধ্যমে ষ্টেক হোল্ডারদের বিভিন্ন মতামত (ফিড ব্যাক) গ্রহণ করা হবে।

৪. নীতি নির্ধারকদের নিকট মতামত (ফিড ব্যাক) পৌছানো:

সংলাপের মাধ্যমে বিভিন্ন ষ্টেক হোল্ডারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত মতামত(ফিড ব্যাক) নীতি নির্ধারকদের নিকট প্রেরণ করা হয়। এর ভিত্তিতে নীতি নির্ধারকরা কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সংযোজন বা বিয়োজন সাধন করেন।

দ্বিতীয় ধাপ:

(Phase 2)

১. গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম (VCF) গঠন:

গ্রামে বসবাসরত বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে জীব বৈচিত্র সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম (VCF) গঠন করা হবে। এই ফোরামের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে বিভিন্ন তথ্যের আদান প্রদান হবে এবং জীব বৈচিত্র সংরক্ষণে তাদের সচেতন ও motivate করা হবে।

২. পিপলস ফোরাম (PF) গঠন:

পিপলস ফোরাম হচ্ছে দরিদ্র মানুষের কথা বলার বৃহত্তর ফোরাম। প্রতিটি গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম থেকে ২ জন করে সদস্যের সমন্বয়ে এই ফোরাম গঠিত হবে। ফোরাম সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করবে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মুখপত্র হিসাবে ভূমিকা পালন করবে।

৩. সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা:

বিভিন্ন ষ্টেক হোল্ডারদের সাথে গ্রাম ভিত্তিক ও ক্যাটাগরী ভিত্তিক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হবে। এসব সভায় জীববৈচিত্র সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন সচেতনতামূলক/শিক্ষামূলক আলোচনার অবতারনা করা হবে যাতে ষ্টেক হোল্ডাররা স্বতঃস্ফুর্তভাবে সংরক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

৪. সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন:

গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম, পিপলস ফোরাম ও ষ্টেক হোল্ডারদের অন্যান্য ক্যাটাগরী থেকে সদস্য নির্বাচিত করে সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠন করা হবে। সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদ এর সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ৬৫ জন ও তন্মধ্যে ১৫ জন মহিলা।

সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদের বিভিন্ন ক্যাটাগরী থেকে নির্বাচিত হয়ে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্য্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে।যা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে অভিহিত।

তৃতীয় ধাপ:

(Phase 3)

১. পরিকল্পনা প্রণয়ন:

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা কার্য্যক্রম ছাড়াও রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন।প্রনীত পরিকল্পনা সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদের অনুমোদন নিয়ে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার মাধ্যমে বন অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কার্যালয়ে প্রেরণ করা হবে। পরিকল্পনা অনুমোদিত হলে বন কর্মকর্তার মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত করা হবে।

২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ণ:

পরিকল্পনা অনুমোদিত হওয়ার পর সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে জানানো হলে তা বাস্তবায়ণের জন্য কমিটি কর্ম-কৌশল প্রনয়ণ করবে। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদ ও কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে ছোট ছোট উপ-কমিটি গঠন করে কার্য্যক্রম বাস্তবায়ণ করবে।

৩. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা:

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি তার প্রতিটি কাজ এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। কমিটির সভায় প্রত্যেকটি কাজের বাজেট ও ব্যয় এর বিবরণী পেশ করা হবে। এই বিবরণী কার্য্যালয়ের নোটিশ বোর্ডেও

টাঙ্গানোর ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিটি কাউন্সিল সভায় পূর্ববর্তী সময়ের যাবতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব বিবরনী উপস্থাপন করা হবে এবং সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদের অনুমোদন নেয়া হবে।

৪. পরিবীক্ষন:

প্রতিটি কাজের পরিবীক্ষণের নিমিত্তে একটি পরিবীক্ষন উপ-কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি প্রতিটি কাজ যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় রিপোর্ট আকারে উপস্থাপন করবে। এছাড়া ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা তা যাচাই এর জন্যেও একটি উপ-কমিটি গঠন করা হবে; পরিবীক্ষণ এর পূর্বে ঐ কমিটিকে প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞান প্রদান করা হবে।

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন কাঠামো ও কার্যপরিধি

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন কি?

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিয়োজিত সংগঠন। এই সংগঠন দ্বিস্তর বিশিষ্ট। প্রথম স্তর হল সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল যা নীতি নির্ধারণী স্তর হিসাবে কাজ করবে এবং দ্বিতীয় স্তর হল সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি যা নীতিমালার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে

সহ-ব্যবস্থাপনা কি আইনগতভাবে স্বীকৃত?

বাংলাদেশ সরকার প্রজ্ঞাপনের (পরম/পরিশা/৮/নিসর্গ/১৩৫/ষ্টিং/২০০৬/৩৯৮, তারিখ ২৩/১১/২০০৯) মাধ্যমে বিভিন্ন রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের অনুমোদন প্রদান করেছেন।

বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে বন বিভাগ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে রক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে সরকার গত ১৫মে, ২০০৬ তারিখে একটি স্মারক দ্বারা সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে স্বীকৃতি দিয়েছে। পরবর্তীতে ২৩ নভেম্বর, ২০০৯ অপর একটি স্মারকের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বর্ণনা করে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য রক্ষিত এলাকা ও আশেপাশের স্টেকহোল্ডারদের পূর্ণ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করেছে। ফলে আমরা বলতে পারি যে সহব্যবস্থাপনা একটি স্বীকৃত বিষয়।

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল কত দিনের জন্য গঠিত হবে?

সহ- ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সময়সীমা হবে সর্বোচ্চ ৪ (চার) বছর।

কাজেই কাউন্সিলের সকল সদস্যপদ হবে চার বছর মেয়াদী। এরপর সংশ্লিষ্ট সদস্য অবসরে যাবেন। পরবর্তী সময়ের জন্য প্রত্যেক স্টেকহোল্ডার দল তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য/সদস্যাদের নির্বাচন করবেন।

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের কার্যপরিধিঃ

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের দায়িত্ব হচ্ছে মূলত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা, গৃহীত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা। এই কাউন্সিল সহ-ব্যবস্থাপনা কার্য্যক্রম বাস্তবায়নে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবেন।

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এর সদস্যরা কি রক্ষিত এলাকার জন্য গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করতে পারবেন?

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয় প্রজ্ঞাপন (নং-পবম/পরিগা-৪/নিসর্গ/১০৫/---/২০০৬/৩৯৮, ২৩/১১/২০০৯) এর মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলকে শুধুমাত্র রক্ষিত এলাকার জন্য গৃহীত কার্যক্রম পরিবীক্ষন নয়, কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদনের অধিকারও প্রদান করেছেন।

এই প্রজ্ঞাপণের বিধি ২.২ এর (সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্য কার্যপরিধি) এর খ ও গ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন করবেন এবং গৃহীত কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন ও করবেন।

এই বিধি অনুসারে সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার্থে গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ, অনুমোদন এবং পরবর্তীতে অনুমোদিত পরিকল্পনার আলোকে বাস্তবায়নকৃত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কী?

বিভাগীয় বনকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে উপদেষ্টা করে ২৯ জন অন্যান্য সদস্য নিয়ে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হবে। সহব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সংশ্লিষ্ট গ্রুপসমূহ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। সহব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ থেকে সভাপতি, সহসভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হবে। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সহব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, সহসভাপতি ও কোষাধ্যক্ষকে নিয়ে তিন মাস পর পর সভায় মিলিত হয়ে কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন। এই কমিটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নিজস্ব তহবিল গঠন এবং একজন পূর্ণকালীন হিসাব কাম প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তার বেতনাদি কমিটির নিজস্ব তহবিল থেকে প্রদান করা।

কে হবেন সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য?

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্যরা ক্যাটাগরী অনুযায়ী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নির্বাচন করবেন। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা হবেন সর্বোচ্চ ২৯ জন এবং এর মধ্যে কমপক্ষে ৫ জন মহিলা প্রতিনিধি থাকবেন। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পদাধিকার বলে উপদেষ্টা হবেন এবং সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ

কর্মকর্তা সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। সদস্যরাই নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের মধ্য হতে সভাপতি নির্বাচিত করবেন।

কমিটি প্রতিমাসে সভায় মিলিত হয়ে কার্যক্রম পর্যালোচনা করবেন ও পরবর্তী মাসের কার্যক্রমের পরিকল্পনা করবেন।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যপদের সময়সীমা কি?

সহ- ব্যবস্থাপনা কমিটির সময়সীমা হবে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর।

একজন সদস্য পরপর দু'বারের বেশি কমিটিতে থাকবেন না। ন্যূনতম ২ বছর (একটি কার্যকাল) বিরতি দিলে পুনরায় নির্বাচনের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধিঃ

এই কমিটির কাজ হচ্ছে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা। পাশাপাশি এই কমিটি রক্ষিত এলাকার কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এছাড়া রক্ষিত এলাকা সংশ্লিষ্ট জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিমিত্তে কার্যক্রম গ্রহণ করবে। যেমন- রক্ষিত এলাকা হবে প্রাপ্ত সুফল এর ন্যায় সংগত বন্টন, ভূমি জোনিং এর মাধ্যমে সামাজিক বনায়ন এর অংশগ্রহণকারী নির্বাচন ইত্যাদি।

এই কমিটি রক্ষিত এলাকার অভ্যন্তরে যাবতীয় অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষন ও ব্যবস্থাপনা এবং পর্যটকবৃন্দের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি নির্মানের পরিকল্পনা করবে। কমিটি প্রাকৃতিক বন সংরক্ষনার্থে পাহারাদার নিয়োগ করবে।

সর্বোপরি , সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি রক্ষিত এলাকা ভ্রমনকারীদের নিকট থেকে প্রবেশমূল্য, পার্কিং ফি, পিকনিক স্পট ফি ইত্যাদি সংগ্রহ করে তা বিধিমোতাবেক সরকারী কোষাগারে জমাদানের ব্যবস্থা করবে ও হিসাব সংরক্ষণ করবে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত (প্রবেশ ফি, পার্কিং ফি, পিকনিক স্পট ফি ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত আয়ের ৫০%) অনুদানের টাকা পরিকল্পনাও বাজেট অনুযায়ী ব্যয় করবে।

কিভাবে পিপলস ফোরাম গঠিত হবে?

রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপের স্থানীয় গ্রামসমূহের সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিনিধিদের নিয়ে পিপলস ফোরাম গঠিত হবে। গ্রামের অধিবাসীগণ পিপলস ফোরাম প্রতিনিধি নির্বাচন করবে।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সাধারণ দরিদ্র মানুষ বা সম্পদ ব্যবহারকারীদের সাথে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করবেন পিপলস্ ফোরাম (Peoples Forum)। মূলত: এই ফোরাম সাধারণ মানুষের 'কথা বলার মঞ্চ' হিসাবে কাজ করবে।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কি রক্ষিত এলাকার উন্নয়নের জন্য কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন করতে পারে?

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি রক্ষিত এলাকার জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ, বনজ সম্পদ রক্ষা, স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে ফাঁকা এলাকায় বনায়ন , বন্যপ্রানীর আবাসস্থল পূণরুদ্ধার, অবকাঠামো নির্মান সহ

রক্ষিত এলাকা উন্নয়নের এর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে পারেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয় প্রজ্ঞাপন (নং-পবম/পরিগা-৪/নিসর্গ/১০৫/---/২০০৬/৩৯৮, ২৩/১১/২০০৯)প্রজ্ঞাপনের ৩.২ বিধির স ও জ উপ-বিধি অনুযায়ী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ন করার অধিকার রাখে।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কি রক্ষিত এলাকা উন্নয়ন কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে পারে?

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন রক্ষিত এলাকা উন্নয়নের জন্য যেমন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে তেমনিভাবে এই কার্য্যক্রম বাস্তবায়ণের জন্যেও বিভিন্ন স্থান ও উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয় (নং-পবম/পরিগা-৪/নিসর্গ/১০৫/---/২০০৬/৩৯৮, ২৩/১১/২০০৯) প্রজ্ঞাপনের ৩.২ বিধির এই সংক্রান্ত খ উপবিধিটি প্রনিধান যোগ্য।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কি স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে রক্ষিত এলাকা হতে প্রাপ্ত সুফল (Benefit) বন্টন নিশ্চিত করতে পারে?

সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি রক্ষিত এলাকা হতে প্রাপ্ত সুফল বা ইবহবভরঃ অংশগ্রহণকারী তথা ষ্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সুষ্ঠ বন্টন নিশ্চিত করতে পারে। প্রজ্ঞাপনের ৩.২ বিধির ঞ উপবিধিতে বলা হয়েছে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে এবং বাস্তবায়িত কাজ থেকে সুফল পাওয়া গেলে তা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিধিবদ্ধ ও সুষম বন্টন নিশ্চিত করবে।

সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কি ধরণের উন্নয়ন হবে?

বন অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ভূ-ভাগ ও জলভাগের রক্ষিত এলাকাসমূহ অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনার আওতাধীন হবে। রক্ষিত এলাকা ও আশেপাশের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উক্ত এলাকার ব্যবস্থাপনা করা হবে এবং উল্লেখিত এলাকাসমূহের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে। স্থানীয় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উক্ত এলাকার পণ্য ও সেবা ভোগের সুযোগ সৃষ্টি হবে, সম্পদের সুষম বন্টনসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা টেকসই হবে।

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন?

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নেয়া প্রয়োজন:

- সহ-ব্যবস্থাপনা কাঠামো গঠনে সরকারী অনুমোদন লাভ ও ব্যবস্থাপনা কাঠামোর স্থানীয় ষ্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভূক্তি ও অংশগ্রহণের অধিকার প্রদান
- রক্ষিত এলাকা থেকে প্রাপ্ত সুফল এ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিতকরণ
- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিয়মিত সভার আয়োজন করা ও সকল সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করা

- সভায় গৃহীত কার্যক্রম এর পর্যালোচনা করা ও পরবর্তী পদক্ষেপ নিশ্চিত করা
- নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ও তাদের অংশগ্রহণ এর জন্য উৎসাহ প্রদান
- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও গৃহীত উদ্যোগ সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে নিয়মিত অবহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে জীববৈচিত্র সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা
- সেবাদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করা
- সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদ, পিপলস্ ফোরামের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য জনসমক্ষে উন্মোচন করা
- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের বিভিন্ন আয় ও ব্যয়ের স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা
- বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ছোট ছোট উপ-কমিটি গঠন করা ও উপ-কমিটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষন করা

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের পরিকল্পনা প্রনয়ন

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কি ও তা প্রণয়নের পদ্ধতি কি?

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রনীত রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা সুষ্টভাবে সম্পাদনের জন্য গৃহীত কর্মসূচী ও প্রক্কলিত আয়- ব্যয় এর তালিকা।

পরিকল্পনা একটি পদ্ধতিগত উন্নয়ন প্রচেষ্টা যা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিবিধ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে চাহিদা মাফিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পরিকল্পনায় যে সব বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে তা হচ্ছে:

- আবাসস্থল সংরক্ষণ কার্যক্রম
- মূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক উন্নয়ন ও জীবিকায়ন কর্মসূচী
- ল্যান্ডস্কেপ ব্যবস্থাপনা

- ভৌত সুযোগ সুবিধা উন্নয়ন
- দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম
- পরিবীক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম

পরিকল্পনা প্রনয়নের মূল উদ্দেশ্য কি?

এই পরিকল্পনা প্রনয়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পনা প্রনয়ন থেকে পরিবীক্ষন পর্যন্ত ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরের সাথে সম্পৃক্ত করা ও প্রকৃত অংশগ্রহন নিশ্চিত করা। একই সাথে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া বা ধাপ সমূহ কি কি?

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া বা ধাপসমূহ নিম্নরুপ:

ধাপ ১: সংশ্লিষ্ট রেন্জ কর্মকর্তা কর্তৃক সাইট ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ।

ধাপ ২: : সংশ্লিষ্ট রেন্জ কর্মকর্তা কর্তৃক পরিকল্পনা কাঠামো পর্যালোচনা (প্রজেক্ট প্রোফর্মা, ম্যানেজম্যান্ট প্লান ইত্যাদি)

ধাপ ৩: সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দিনব্যাপী পরিকল্পনা কর্মশালা।

ধাপ ৪: বিভাগীয় বস কর্মকর্তা কর্তৃক কাঠামোর আলোকে পরিকল্পনা প্রস্তাবনা পর্যালোচনা।

ধাপ ৫: সংশোধিত প্রস্তাবনা আঞ্চলিক কর্মশালায় উপস্থাপন ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক পর্যালোচনা ।

ধাপ ৬: বিভাগীয় বস কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তাবনা পুনঃ পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বন সংরক্ষক এর নিকট প্রেরণ।

ধাপ ৭: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চুড়ান্তকরণ ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রেরণ।

পরিকল্পনার বাস্তবায়নের মাধ্যমে কি অর্জিত হবে?

পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র সংরক্ষিত, অবৈধ বৃক্ষ নিধন বন্ধ হবে, এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার ইতিবাচিক পরিবর্তণ ঘটবে, রক্ষিত এলাকা সম্পর্কে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের উৎস কি?

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। এই উৎসগুলো হচ্ছে নিম্নরুপ:

- প্রবেশ মূল্য ও অন্যান্য ফি বাবদ সংগৃহীত আয়ের ৫০ভাগ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান
- বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও গ্রহণের মাধ্যমে দাতা সংস্থা থেকে তহবিল সংগ্রহ
- বিভিন্ন ব্যক্তি কিম্বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান
- বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও সরবরাহের মাধ্যমে ট্যুরিস্ট সপ এর মালিক, ইকো ট্যুর গাইড ও পর্যটকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থ

উল্লেখ্য যে, সংগৃহীত অর্থ সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদের নামে খোলা ব্যাংক একাউন্টে রক্ষিত থাকবে।

সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদ ও পিপলস্ ফোরামের সদস্যরা কি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কে মতামত রাখতে পারে?

সহ ব্যবস্থাপনা কমিটি হচ্ছে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি নির্বাহী কাঠামো যা সহ ব্যবস্থাপনা পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ। সহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হবেন পরিষদের সদস্যদের মধ্য হতে। কোন ব্যক্তি সহ ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য না হলে সহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হতে পারবেন না।

অন্যদিকে পিপলস্ ফোরাম হচ্ছে বিভিন্ন গ্রাম থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ফোরাম। এই ফোরাম দরিদ্র মানুষের কথা বলার বৃহত্তর প্লাটফরম হিসাবে কাজ করে। বিদ্যমান আইন অনুযায়ী সাধারণ মানুষ তার এলাকার উন্নয়ন, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, সম্পদ রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন।

সর্বোপরি সরকারী প্রজ্ঞাপন এর ধারা ৩ (চ) অনুযায়ী কমিটি সহ ব্যবস্থাপনা পরিষদ ও পিপলস্ ফোরাম এর নিকট দায়বদ্ধ।

অগ্রগতি প্রতিবেদন কি ভাবে প্রনয়ন করা হবে ও কার বরাবরে প্রেরণ করা হবে?

সহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির সাথে আলোচনা করে সদস্য সচিব প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন প্রনয়ণ করে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও বিন সংরক্ষক মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করবে।

মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনে সহ- ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব স্বাক্ষর প্রদান করবেন।

প্রতিমাসের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে সাথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ও প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে-

- কতগুলো গাছ ঐ মাসে অবৈধভাবে কাটা গেছে এবং এই বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- প্রতিবেদন মাসের মোট বন মামলার সংখ্যা।
- প্রতিবেদন মাসের বন্য প্রাণী শিকারের ঘটনার সংখ্যা, আসামীর নাম ও কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

- প্রতিবেদন মাসের বনে আগুন লাগানোর সংখ্যা এবং ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার পরিমান, আগুন লাগার কারণ, অপরাধীর নাম ও গৃহীত ব্যবস্থা।
- সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত অংশগ্রহনকারী/উপকারভোগীর সংখ্যা ও নাম ।

যৌথ পেট্রোলিং বা community Patrolling

যৌথ পেট্রোলিং বা community Patrolling বলতে কি বুঝি?

যৌথ পেট্রোলিং হচ্ছে বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সংঘবদ্ধ সদা সতর্ক প্রক্রিয়া। রক্ষিত এলাকার ভিতর ও আশেপাশের জনগণ হতে বাছাইকৃত লোক দ্বারা এই সংঘবদ্ধ দল গঠিত হয়। যৌথ পেট্রোলিং দল, বন বিভাগ ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি যৌথভাবে এই প্রক্রিয়ায় জড়িত।

কি ভাবে যৌথ পেট্রোলিং দলের সদস্য নির্বাচিত হবে?

- যাদের বয়স ১৮ - ৫০ বছরের মধ্যে অথচ সমাজবিরোধী/রাষ্ট্রবিরোধী কোন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত নয়।
- যাদের আয়/রোজগার বনের উপর নির্ভরশীল এমন পরিবারে সক্ষম পুরুষ/মহিলা সদস্য
- ফরেস্ট্রি সেক্টর প্রকল্প দলের সদস্য
- নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প কর্তৃক সংগঠিত ফরেস্ট ইউজার গ্রুপ সদস্য
- ফরেস্ট ভিলেজার
- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সক্ষম সদস্য
- স্থানীয় প্রয়োজনে ও সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি

ফরেষ্ট বিট অফিসার নিকটবর্তী এলাকার কাউন্সিল সদস্যের সহায়তায় প্রাথমিকভাবে প্রস্তুতকৃত সদস্যদের তালিকা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উথাপন করবেন।

কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পেট্রোলিং দলের সদস্য নির্বাচন চূড়ান্ত হওয়ার পর তাদের তালিকা ও এক কপি করে পাসপোর্ট সাইজের ছবি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির অফিসে সংরক্ষণ করা হবে।

যৌথ পেট্রোলিং দল কি কি দায়িত্ব পালন করবেন?

- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলোচনা সাপেক্ষে যৌথ পেট্রোলিং দলের জন্য সুনির্দিষ্ট টহল এলাকা নির্ধারন করা হবে যা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকবে।

- প্রতিদিন যৌথ পেট্রোলিং দল ও ফরেস্ট গার্ড একসাথে টহলে অংশগ্রহণ করবেন।
- মাসে কমপক্ষে দুইবার পেট্রোল দলের সকল সদস্য সংশ্লিষ্ট বিট অফিসারের/ক্যাম্প অফিসারের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সমগ্র এলাকা টহল দেবে। টহল দলের সদস্যগণ টহল এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করবেন এবং তা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে।
- পেট্রোলিং দল তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার বন, পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর সকল ধরনের কার্যকলাপ প্রতিরোধ করবেন। যেমনঃ অবৈধ গাছ , মাটি , পাহাড় কাটা, শিকার করা, ফাঁদ পাতা, লাকড়ী সংগ্রহ, ছন কাটা, বাড়ি-ঘর নির্মাণ, বনে আগুন দেয়া, বনজ সম্পদ অবৈধভাবে দখল করা ইত্যাদি।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে বনজ সম্পদ পাচার বা চোরাচালান সম্পর্কে জানতে পারলে তা তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী বন অধিদপ্তরের অফিস/নিকটবর্তী কাউন্সিল সদস্যকে জানাবেন এবং তা আটকে সহায়তা করবেন।
- বনজ সম্পদ আটক করলে নির্ধারিত ছকে তার লিস্ট তৈরী করবেন ও নিকটস্থ ক্যাম্প/বিট অফিসে বুঝিয়ে দেবেন । সিজার লিস্টে দ্রব্য গ্রহণকারী ও প্রদানকারী তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ পূর্বক স্বাক্ষর প্রদান করবেন।
- প্রতি পনের দিন পর পর টহল দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক একটি প্রতিবেদন বিট অফিসারের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিবের নিকট দাখিল করবেন এবং উক্ত প্রতিবেদনে ১৫ দিনের অবস্থা উল্লেখ থাকবে।
- পেট্রোলিং দলের সকল সদস্য তাদের নিজ নিজ পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, বাজার, চায়ের দোকান বা অন্যান্য স্থানে বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবেন।

যৌথ পেট্রোলিং দলের সদস্যরা তাদের টহল সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারপার্সন এবং সদস্য সচিবের নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন।

যৌথ পেট্রোলিং দল এর [illegible] সুযোগ সুবিধা প্রসঙ্গে

যৌথ পেট্রোলিং দল এর সদস্যরা নিম্ন লিখিত সুযোগ সুবিধা পাবেন:

১. যৌথ পেট্রোলিং দল এর সদস্যরা বিকল্প আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড গ্রহণের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে অগ্রাধিকার পাবেন।

২. বিকল্প আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড গ্রহণের জন্য (ইকো-ট্যুরিজমসহ) অগ্রাধিকার এর ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান।

৩. সামজিক বনায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া।

৪. দায়িত্বপালনরত অবস্থায় দুস্কৃতিকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে বা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হলে বা কোন বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হলে/মৃত্যুবরণ করলে তার চিকিৎসা ব্যয় বহন করা/পরিবারকে সহায়তা প্রদান।

৫. পেট্রোলিং এর সাথে সম্পর্কিত আইন-কানুন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এর প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণ এ সুযোগ পাবেন।

বন অধিদপ্তর ও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন কর্তৃক গৃহীত রক্ষিত এলাকায় বন বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাজে (গাছ মার্কিং, বনায়ন প্রভৃতি) শ্রমিক হিসাবে পেট্রোলিং দলের সদস্যদের নিযুক্ত করা/অগ্রাধিকার পাবেন।

সহ ব্যবস্থাপনা সংগঠনের আইনগতভাবে স্বীকৃতির মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী কি কি অধিকার পাবেন?

সহ ব্যবস্থাপনা সংগঠনের আইনগতভাবে স্বীকৃতির মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী নিম্নলিখিত অধিকারগুলো ভোগ করতে পারবেন:

১. সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্য নির্বাচন

২. সহ-ব্যবস্থানা সংগঠনের পরিকল্পনা অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ

৩. বিভিন উৎস হতে সংগৃহীত তহবিল রক্ষিত এলাকায় ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুফল এর যুক্তিসংগত অংশ লাভ

৪. রক্ষিত এলাকা উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমে শ্রম প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তি

৫. বাফার এলাকায় সামাজিক বনায়নে অংশীদারীত্ব ও মেয়াদ শেষে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তি

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে কি সাধারণ মানুষ/বনবাসী বা বনজীবী সদস্য হতে পারে? বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা পালন করতে পারে?

বন বা রক্ষিত অঞ্চল রক্ষায় সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ৬৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। উল্লিখিত সদস্যদের মধ্যে সরকারি সংস্থা এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ছাড়াও ৩৩ জন সদস্য স্থানীয় জনগোষ্ঠী, বনজসম্পদ ব্যবহারকারী, স্থানীয় নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, বন সংরক্ষণ ক্লাব, কমিউনিটি পেট্রল গ্রুপ, পিপলস ফোরাম বা সম্পদ ব্যবহারকারীবৃন্দ নিয়ে গঠিত হওয়ায় সাধারণ মানুষ বা বনজীবী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল-এ সর্বমোট সদস্যের অধিকাংশই স্থানীয় সুবিধাভোগীসহ বনজসম্পদ ব্যবহারকারীদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হওয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য যে সহব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে উল্লেখিত ৩৩ জন ব্যক্তি ছাড়াও ৫জন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছেন।

সাধারণ জনগণ বা বনজীবী কি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকা রাখতে পারে?

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি ২৯ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। উল্লেখিত সদস্যবৃন্দের মধ্যে ১৮ জনই হচ্ছে স্থানীয় সরকার, সুশীল সমাজ, পিপলস ফোরাম, বন সংরক্ষণ ক্লাব, বনজসম্পদ ব্যবহারকারী, নৃ-তাত্ত্বিক সংখ্যালঘু

গোষ্ঠী, পেট্রোলিং গ্রুপ-এ প্রতিনিধি। অধিকাংশ সদস্য সাধারণ জনগণ সে কারণে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিতেও সাধারণ মানুষ বা বনবাসী সিদ্ধান্ত গ্রহণে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারবে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে দরিদ্র জনগোষ্ঠী কি ভূমিকা রাখতে পারেন?

সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সাধারণ দরিদ্র মানুষ বা সম্পদ ব্যবহারকারীদের সাথে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করবেন পিপলস্ ফোরাম (Peoples Forum)। মূলত: এই ফোরাম সাধারণ মানুষের 'কথা বলার মঞ্চ' হিসাবে কাজ করে। পিপলস্ ফোরাম তার সদস্যদের মাধ্যমে গ্রাম ভিত্তিক চাহিদা নিরুপন করে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত করবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করবেন।

এ ক্ষেত্রে পিপলস্ ফোরাম নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন:

- ভিলেজ কনজারভেশন ফোরামের মাধ্যমে গ্রাম ভিত্তিক সমস্যার আলোকে চাহিদা নিরুপন।
- চহিদার অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা প্রনয়ন।
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির পরিকল্পনা কর্মশালায় অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা উপস্থাপন ও তা পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্তিকরণে সহায়তা প্রদান।

স্থানীয় জনগোষ্ঠী কি নিজের উদ্যোগে বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে বনায়ন করতে পারবে?

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালর কর্তৃক প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন এর (এস.আর ও নং ১০-আইন/২০১০, জানুয়ারী ১৩, ২০১০) বিধি ৩ অনুসারে বনায়নের উপযোগী বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী নিজেদের উদ্যোগে সামাজিক বনায়নের উদ্দেশ্যে বন অধিদপ্তর এর বীট ও রেঞ্জ কার্যালয়ের মাধ্যমে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট আবেদন করতে পারবেন। যথার্থতা বিবেচনা করে বন অধিদপ্তর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে বনায়নের অনুমোদন প্রদান করবেন।

সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণের জন্য কোন ধরণের ব্যক্তিবর্গ অধিকার পাবেন

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন এর (এস.আর ও নং ১০-আইন/২০১০, জানুয়ারী ১৩, ২০১০) প্রজ্ঞাপণের উপবিধি ৪ (স) অনুযায়ী সামাজিক বনায়ন এলাকার ১ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী স্থানীয় অধিবাসীগণের মধ্যে থেকে অংশগ্রহনকারী নির্বাচিত হবেন; তবে এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ অধিকার পাবেন-

ক) ভূমিহীন

খ) ৫০ শতাংশের কম ভূমির মালিক

গ) দু:স্থ মহিলা

ঘ) অনগ্রসর গোষ্ঠী

ঙ) দারিদ্র আদিবাসী

চ) দারিদ্র ফরেষ্ট ভিলেজার

ছ) অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা কিম্বা মুক্তিযোদ্ধার অসচ্ছল সন্তান।

বন অধিদপ্তর, সরকারী, আধা সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে বনায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠী কি বনের সুফল (Benefit) ভোগ করবেন?

সরকার কর্তৃক ঘোষিত সামাজিক বনায়ন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (এস.আর ও নং ১০-আইন/২০১০, জানুয়ারী ১৩, ২০১০) অনুযায়ী স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক বন অধিদপ্তর, সরকারী, আধা সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ভূমিতে সৃজিত সামাজিক বাগানের ক্ষেত্রে ৭৫ ভাগ সুফল ভোগ করবেন, ১৫ ভাগ ভূমির মালিক সংস্থা ও ১০ ভাগ সুফল বৃক্ষরোপন তহবিল এ পরবর্তী বাগান উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সঞ্চয় করবেন।

সারণী ১:

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (Co-management Council) কাঠামো

মাননীয় সাংসদ - উপদেষ্টা

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান - উপদেষ্টা

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা - উপদেষ্টা

সদস্য:

(ক) সুশীল সমাজ:

স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ শিক্ষক, চিকিৎসক, সমাজকর্মী

সাংবাদিক, ধর্মীয় নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা (সর্বোচ্চ) ৫ জন

(খ) স্থানীয় সরকার প্রশাসন ও সরকারঃ

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউ.এন.ও) ১ জন

সহকারী বন সংরক্ষক ১ জন

সংশ্লিষ্ট ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসার ১ জন

সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার বিট অফিসার/

স্টেশন অফিসার (সর্বোচ্চ) ৫ জন

পুলিশ বিভাগের প্রতিনিধি ১ জন

পার্শ্ববর্তী ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসার ১ জন

বি.ডি.আর/কোস্টগার্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ১ জন

রক্ষিত এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকার

ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) ৫ জন

(ন্যূনতম দুই জন মহিলা এবং এক জন পুরুষ সদস্যসহ)

(গ) স্থানীয় জনগোষ্ঠী

বনজ সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) ৪ জন

স্থানীয় নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ৩ জন

বন সংরক্ষণ ক্লাবের প্রতিনিধি ৫ জন

কমিউনিটি পেট্রোল গ্রুপের প্রতিনিধি ৫ জন

পিপলস্ ফোরাম/সম্পদ ব্যবহারকারী

ফেডারেশন প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) ২২ জন

রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপের স্থানীয় গ্রাম সমূহের সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে পিপলস্ ফোরাম গঠিত হবে। গ্রামের অধিবাসীগণ পিপলস্ ফোরামের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এ ক্ষেত্রে পিপলস্ ফোরামের ৩৩% সদস্য হতে হবে মহিলা ।

(ঘ) অন্যান্য সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ) ৫ জন

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

- মৎস্য অধিদপ্তর - পরিবেশ অধিদপ্তর - যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর - সমাজ সেবা অধিদপ্তর
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং রক্ষিত এলাকার দায়িত্ব প্রাপ্ত রেঞ্জ কর্মকর্তা সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের যথাক্রমে সভাপতি এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল বছরে কমপক্ষে দুইবার সভায় মিলিত হবে।সদস্য সচিব সভা আহবান করবেন। প্রয়োজনে সদস্য সচিব ৭ দিনের নোটিসে সভা আহবান করতে পারবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে সর্বোচ্চ ৬৫ জন সদস্য থাকবে । তন্মধ্যে ন্যূনতম ১৫জন মহিলা সদস্য থাকবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল চার বছরের জন্য নির্বাচিত হবে । প্রতি চার বছরে নির্বাচনের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন কাউন্সিল গঠিত হবে। তবে সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ পদাধিকার বলে কমিটির সদস্য থাকবেন ।

সারণী ২:

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের (Co-management Council) কার্যপরিধি ঃ

স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন এবং সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দকে রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করা ;

রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা ;

রক্ষিত ও তার আশপাশের এলাকার জন্য গৃহীত কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা ;

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা ;

রক্ষিত এলাকা হতে উৎপাদিত এবং প্রাপ্ত পণ্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট এলাকা ব্যবস্থাপনায় জড়িত অংশীদারদের মধ্যে বিতরণের জন্য নীতিনির্ধারণ ও পরামর্শ প্রদান করা ;

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে কিংবা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন দ্বন্দ্ব বা বিবাদ দেখা দিলে তা নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা ;

সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা নিশ্চিত করা;

বার্ষিক সাধারণ সভাসহ কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠান করা ।

সারণী ৩:

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির (Co-management Committee) কাঠামোঃ

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা - উপদেষ্টা (পদাধিকার বলে)

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউ.এন.ও)	উপদেষ্টা (পদাধিকার বলে)

সদস্য:

সহকারী বন সংরক্ষক	১ জন (পদাধিকার বলে)
সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা (সদস্য-সচিব)	১ জন (পদাধিকার বলে)
স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি (একজন অবশ্যই মহিলা হবেন)	২ জন
সুশীল সমাজের প্রতিনিধি	২ জন
পিপলস্ ফোরামের প্রতিনিধি	৬ জন
বন সংরক্ষণ ক্লাবের প্রতিনিধি	২ জন
বনজ সম্পদ ব্যবহারকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি	১ জন
নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী প্রতিনিধি	২ জন
পেট্রোলিং গ্রুপের প্রতিনিধি	৩ জন
আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (পুলিশ, বি.ডি.আর, কোস্ট গার্ড)	২ জন
সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি	১ জন
সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার বিট অফিসার / স্টেশন অফিসার-সর্বোচ্চ	৫ জন
পার্শ্ববর্তী রেঞ্জ অফিসারগণ -	১ জন

সদস্যদের মধ্যে ন্যূনতম ৫ জন মহিলা সদস্য থাকবে।

- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সংশ্লিষ্ট গ্রুপসমূহ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে।

  পদাধিকারবলে মনোনীত সদস্যগণ ছাড়া সকল সদস্যই ২ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন।

  কোন ব্যক্তিই একাধিক্রমে দুই মেয়াদের বেশী কমিটির সদস্য হতে পারবেন না।

  সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি এবং একজন কোষাধ্যক্ষ তাদের মধ্য হতে নির্বাচিত করবেন।

  কমিটির হিসাবাদি সদস্য-সচিব এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

  বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্য-সচিব প্রতি তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হয়ে কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন।

- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি নিজস্ব অফিস থাকবে যা যথাসম্ভব বন অফিসের কাছাকাছি স্থাপিত হতে হবে। এ লক্ষ্যে একজন পূর্ণকালীন হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা থাকবে। উক্ত কর্মকর্তা কমিটির আর্থিক ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করবে। উপদেষ্টারগণের দিক-নির্দেশনামতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন প্রতি বছর অডিট করাতে হবে। হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা তার কার্যাবলীর জন্য সদস্য-সচিবের নিকট দায়ী থাকবে। তার বেতনাদি কমিটির নিজস্ব তহবিল হতে বহন করা হবে। সভাপতি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সদস্য-সচিব সভা আহবান করবেন এবং সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

- কমিটির সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৯ জন হবে।
- কমিটির সদস্যগণ মাসে ন্যূনতম ১ (এক) বার সভায় মিলিত হবেন। সদস্যদের শতকরা ৫০ ভাগ উপস্থিতি সভার কোরাম হিসাবে গণ্য করা হবে।

সারণী ৪:

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধিঃ

ক. রক্ষিত এলাকার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা ;

খ. রক্ষিত এলাকার বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং পরিকল্পিত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল Mobilization এর ব্যবস্থা করা ;

গ. রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসারে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠী হতে শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের কাজ তত্ত্বাবধান করা;

ঘ. সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় চুক্তির মাধ্যমে কোন কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তা স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলকভাবে সম্পাদন নিশ্চিত করা ;ঙ. রক্ষিত এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় (Landscape) বন বিভাগের কার্যাদি পরিচালনায় পিপলস্ ফোরামের সহোযোগিতায় রক্ষিত এলাকার সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী হতে শ্রমিক নিয়োগ করে তা বাস্তবায়ন করা ;

চ. রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় রাজস্ব আহরণ ও অর্থায়ন ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;

ছ. রক্ষিত এলাকায় বন বিভাগসহ স্থানীয় ষ্টেকহোল্ডারদের পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্যোগকে কার্যকর করার লক্ষ্যে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষণ ও সম্পদ রক্ষায় নিয়োজিতদের মধ্যে পণ্য, সেবা ও সুফল যৌক্তিকভাবে বণ্টন এবং টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ;

জ. ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য এবং রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ভূমি জোনিং (Zoning) কার্যক্রম এবং হেবিট্যাট (Habitat) পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে রক্ষিত এলাকা ও ল্যান্ডস্কেপ জোনে যথাযথ বিবেচনান্তে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা ;

ঝ. রক্ষিত এলাকার সম্পদ সংরক্ষণে বন বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে পিপলস্ ফোরামের সমর্থনমূলে পেট্রোলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;

ঞ. রক্ষিত এলাকা কার্যক্রম সম্প্রসারিত ও টেকসই করার নিমিত্তে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ ও তা রক্ষিত এলাকায় ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সুফল স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে যুক্তিসংগত ভাবে বণ্টন নিশ্চিত করা;

ট. সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে ও স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তা নিরসনে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করা ;

ঠ. সরকার অনুমোদিত নির্দেশিকা মতে এন্ট্রি ফি বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব স্থানীয় কমিউনিটির উন্নয়ন ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণে যথার্থভাবে ব্যয় নিশ্চিত করা ;

ড. সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের প্রতিটি সভায় উপস্থাপন করা ;

ঢ. পিপলস্ ফোরামের সহযোগিতাক্রমে ছাত্রদের ডরমিটরি, দর্শকদের সুবিধাদিসহ কমিউনিটির সম্পত্তি যথাযথ ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;

ণ. বাফার জোনে (Buffer Zone) বাগান সৃজন ও সৃজিত বনের সুফল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিধি ও পদ্ধতি মতে বন্টন, মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান করা ;

ত. রক্ষিত এলাকার বা কোর এলাকার বিদ্যমান বনাঞ্চল সংরক্ষণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা ;

থ. বাফার জোনে (Buffer Zone) বাগান সৃজনে অংশীদার নির্বাচনে প্রাথমিক ভূমিকা পালন করা;

সারণী ৫:

যৌথ পেট্রোলিং দলের গঠন প্রক্রিয়া ও দায়-দায়িত্ব

১. স্থানীয় অবস্থার উপর ভিত্তি করে যৌথ পেট্রোল দলের বাস্তবায়ন পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে। যেমন, ৪২ সদস্যের একটি দলকে ৬ জন করে ৭টি ছোট দলে ভাগ করে দেয়া যার ৩জন দিনে ও বাকী ৩জন রাতে টহল দিবে। আরেকটি উদাহরণ হতে পারে, ২০ - ৩০ জন সদস্য যারা ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে টহল দিবে।

২. টহল এলাকার নামানুসারে প্রতিটি দলের একটি করে নাম থাকবে।

৩. সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প বা বিট অফিসারের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রতিটি পেট্রোলিং দলের জন্য টহল এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারপার্সন এবং সদস্য সচিব মিলে সুনির্দিষ্ট করে দিবেন, যা পেট্রোলিং রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকবে।

৪. সংশ্লিষ্ট বিট অফিসার/ক্যাম্প অফিসার/ এলাকার কাউন্সিল সদস্য পেট্রোলিং দলের সভাপতিসহ সদস্যগণের দৈনন্দিন ডিউটি রেজিস্টার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভায় তা প্রত্যায়িত হবে।

৫. প্রতিদিন যৌথ পেট্রোলিং দলের সাথে ফরেস্ট গার্ড অবশ্যই টহলে অংশগ্রহণ করবেন। যা সদস্য সচিব নিশ্চিত করবেন এবং সাপ্তাহিকভাবে সুনির্দিষ্ট রোস্টার/সিডিউল অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে।

৬. মাসে কমপক্ষে দুইবার পেট্রোল দলের সকল সদস্য সংশ্লিষ্ট বিট অফিসারের/ ক্যাম্প অফিসারের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সমগ্র এলাকা টহল দেবে।

৭. টহল দলের সদস্যগণ টহল এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করবে এবং তা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে।

৮. পেট্রোলিং দলের সকল সদস্য বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর, এমন ধরনের কাজ থেকে নিজেরা বিরত থাকবে এবং অন্যদের বিরত রাখতে সচেষ্ট হবে মর্মে একটি অংগীকারনামা প্রদান করবে ।

৯. টহলকালীন সময়ে অবশ্যই নির্ধারিত পোষাক পরিধান করতে হবে।

১০. পেট্রোলিং দল তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার বন, পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর সকল ধরনের কার্যকলাপ প্রতিরোধ করবেন। যেমনঃ অবৈধ গাছ কাটা, মাটি কাটা, পাহাড় কাটা, শিকার করা, ফাঁদ পাতা. লাকড়ী সংগ্রহ, ছন কাটা, বাড়ি-ঘর নির্মাণ, বনে আগুন দেয়া, বনজ সম্পদ অবৈধভাবে দখল করা ইত্যাদি। এসব বিষয়ে সহ-ব্যবস্থাপনা কামটির সাথে আলোচনার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১. দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে বনজ সম্পদ পাচার বা চোরাচালান সম্পর্কে জানতে পারলে তা তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী বন বিভাগের অফিস/ নিকটবর্তী কাউন্সিল সদস্যকে জানাবে এবং তা আটকে সহায়তা করবে।

১২. দায়িত্বরত সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কোন ধরনের অবৈধ বনজ সম্পদ পাচার বা বিনষ্টের সংবাদ পেলে, সাথে সাথে তা পেট্রোলিং দলের অন্যান্য সদস্যদের এবং স্থানীয় বনবিভাগের কর্মীদের অবহিত করবেন, তা উদ্ধারে কাংঙ্খিত সহযোগিতা করবে এবং নিকটবর্তী অফিসে পৌছানোর ব্যবস্থা করবে।

১৩. বনজ সম্পদ আটক করলে তার লিস্ট তৈরী করবে ও নিকটস্থ ক্যাম্প/বিট অফিসে বুঝিয়ে দেবে ও লিস্টে দ্রব্য গ্রহণকারী ও প্রদানকারী তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ পূর্বক স্বাক্ষর প্রদান করবে।

১৪. প্রতি পনের দিন পর পর টহল দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক একটি প্রতিবেদন বিট অফিসারের মাধ্যমে সহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিবের নিকট দাখিল করবে এবং উক্ত প্রতিবেদনে ১৫ দিনের অবস্থা উল্লেখ থাকবে।

১৫. বর্তমানে সংরক্ষিত এলাকায় যে সকল অবৈধ স্থাপনা আছে তা উচ্ছেদ কাজে বনবিভাগ এবং সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

১৬. রক্ষিত এলাকা থেকে অবৈধভাবে বনজসম্পদ আহরণ/পাচারের জন্য তৈরি রাস্তা, পথ ইত্যাদি বন্ধ করার ব্যাপারে বন বিভাগকে সহায়তা করবে।

১৭. পেট্রোলিং দলের সকল সদস্য তাদের নিজ নিজ পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, বাজার, চায়ের দোকান বা অন্যান্য স্থানে বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবে।

১৮. যৌথ পেট্রোলিং দলের কোন সদস্য যদি বন সম্পর্কিত অপরাধ বা ব্যক্তি স্বার্থ সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে জড়িত হয় অথবা অকর্তব্যপরায়ণ হিসেবে পরিগণিত হয় তাহলে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভায় আলোচনার মাধ্যমে তাকে পেট্রোলিং দল থেকে বাদ দেয়া যাবে।

সারণী ৬:

যৌথ পেট্রোলিং দলের অঙ্গীকারনামা :

অঙ্গীকারনামা

আমরা অঙ্গীকার করছি যে, আমরা যৌথ পেট্রোলিং দলের সদস্যরা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারপার্সন এবং সদস্য সচিব কর্তৃক নির্দিষ্ট এলাকায় টহল দেব এবং গাছ রক্ষার ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকবো। আমরা আরো অঙ্গীকার করছি যে:

১. আমরা বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর, এমন সকল ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবো এবং অন্যদের বিরত রাখতে সচেষ্ট হবো।

২. আমাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর সকল ধরনের কার্যকলাপ যেমনঃ অবৈধ গাছ কাটা, মাটি কাটা, পাহাড় কাটা, শিকার করা, ফাঁদ পাতা. লাকড়ী সংগ্রহ, ছন কাটা, বাড়ি-ঘর নির্মাণ, বনে আগুন দেয়া, বনজ সম্পদ অবৈধভাবে দখল করা,চারণ ভূমিতে পরিণত হওয়া ইত্যাদি প্রতিরোধ করবো।

৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে বনজ সম্পদ পাচার বা চোরাচালান সম্পর্কে জানতে পারলে তা তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী বন বিভাগের অফিসে জানাবো এবং তা আটকে সহায়তা করবো।

৪. দায়িত্বরত সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কোন ধরনের অবৈধ বনজ সম্পদ পাচার বা বিনষ্টের সংবাদ পেলে, সাথে সাথে তা দলের অন্যান্য সদস্যদের এবং স্থানীয় বনবিভাগের কর্মীদের অবহিত করবো, তা উদ্ধারে কাংখিত সহযোগিতা করবো এবং নিকটবর্তী অফিসে পৌছানোর ব্যবস্থা করবো।

৫. বর্তমানে সংরক্ষিত এলাকায় যে সকল অবৈধ স্থাপনা আছে তা উচ্ছেদ কাজে বনবিভাগ এবং সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবো।

৬. রক্ষিত এলাকা থেকে অবৈধভাবে বনজসম্পদ আহরণ/পাচারের জন্য তৈরি রাস্তা, পথ ইত্যাদি বন্ধ করার ব্যাপারে বন বিভাগকে সহায়তা করবো।

৭. নিজ নিজ পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, বাজার, চায়ের দোকান বা অন্যান্য স্থানে বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবো।

৮. আমরা হঠাৎ করে পাহারা তৎপরতা বন্ধ করতে পারবো না। পাহারা দিতে অপারগ হলে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির বরাবর লিখিত দরখাস্ত দিবো এবং তা কমিটি কর্তৃক গৃহীত হলে সমুদয় পাহারা উপকরণ ফেরত দিয়ে অব্যাহতি নিবো।

৯. যদি বন সম্পর্কিত অপরাধ বা ব্যক্তি স্বার্থ সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে জড়িত হই অথবা অকর্তব্যপরায়ণ হিসেবে পরিগণিত হই তাহলে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি আমাকে পেট্রোলিং দল থেকে বাদ দেবেন এবং আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করলে তা মানতে বাধ্য থাকবো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রক্ষিত এলাকা হতে রাজস্ব আদায় ও আদায়কৃত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত বরাদ্দের ব্যয় ও হিসাবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা

বন অধিদপ্তর
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
ঢাকা

ফেব্রুয়ারী ২০০৯

সাইদা আফরোজ

সূচী

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	ভূমিকা	৩
২.০	রক্ষিত এলাকা হতে আদায়কৃত রাজস্ব বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা----------------------	৪
৩.০	নির্দেশিকার উদ্দেশ্য--	৪
৪.০	নির্দেশিকা পর্যালোচনা ও সংশোধন---	৪
৫.০	নির্দেশিকার প্রয়োগ---	৪
৬.০	রক্ষিত এলাকা হতে রাজস্ব আদায় ও আদায়কৃত রাজস্বের ৫০% অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত বরাদ্দের ব্যয় ও হিসাবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা ----------------------------------	৪
৬.১	সংজ্ঞা--	৪
৬.২	রাজস্ব আদায় --	৬
৬.২.১	ফি সংগ্রহ প্রক্রিয়া--	৬
৬.৩	রাজস্ব জমা --	৬
৬.৪	অর্জিত রাজস্ব বরাদ্দ --	৭
৬.৪.১	বাজেট প্রাক্কলন---	৭
৬.৪.২	বাজেট বরাদ্দ ও বন্টন --	৭
৫.৫	অনুদান ব্যবহারের ক্ষেত্র--	৮
৬.৬	অনুদান ব্যয়ের অডিট বা নিরীক্ষা ---	৮
পরিশিষ্ট "ক"	সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদ ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের গেজেট নোটিফিকেশন--------	৯
পরিশিষ্ট "খ"	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফি আদায়ের অনুমোদিত হার---------------------------	১২
পরিশিষ্ট "গ"	অর্জিত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ স্থানীয় কমিউনিটির উন্নয়নে বরাদ্দ প্রদানের অনুমতিপত্র---	১৪

২৭/০৩/০৭
সাঈদা জাফরোজ
সিনিয়র সহকারী সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ভূমিকা

বন ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে রক্ষিত এলাকা (Protected Area) সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধিত) আইন ১৯৭৪ ও বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করণের বিষয়টি সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। কেননা রক্ষিত এলাকার উন্নত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীদাররাই হলো মূল উপাদান। ১৯৯৩ ও ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম ও দ্বিতীয় World Parks Congress এ দক্ষিণ এশিয়া ও এতদ্ঞ্চলের অভিজ্ঞতার আলোকে রক্ষিত বনাঞ্চলের ভিতরে এবং বাইরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী রক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করা সমীচিন বলে একমত প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশ বন বিভাগ বর্তমান বাস্তবতা এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ও স্থানীয় দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্বক সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে (Local Stakeholders) সম্পৃক্ত করার প্রয়াস নিয়েছে। এরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকাসমূহের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও USAID এর আর্থিক সহায়তায় নিসর্গ সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০০৪ - জুন ২০০৯ পর্যন্ত) গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পভুক্ত রক্ষিত এলাকাগুলো হলো ঃ (ক) লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, মৌলভিবাজার; (খ) রেমা কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, হবিগঞ্জ; (গ) সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, হবিগঞ্জ; (ঘ) চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, চট্টগ্রাম এবং (ঙ) টেকনাফ গেইম রিজার্ভ, কক্সবাজার। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলোঃ সহ-ব্যবস্থাপনার (Co-management) মাধ্যমে বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকাসমূহের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা। মূল উদ্দেশ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আটটি উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথম দুটি হলো (ক) রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বন বিভাগ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে একটি সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল প্রণয়ন ও (খ) রক্ষিত এলাকার ভিতরে এবং আশেপাশে অবস্থিত জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির জন্য বিকল্প আয়বর্দ্ধন/বর্দ্ধক সুবিধাদি সৃষ্টি।

রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রকল্পটির সার্বিক উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ১৫ মে ২০০৬ তারিখের প্রজ্ঞাপন মূলে আটটি (০৮) সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং আটটি (০৮) সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। প্রজ্ঞাপনটি ১০ আগষ্ট ২০০৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। প্রকল্পের আওতায় রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ২০০৬ সাল হতে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন আরম্ভ হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বন পাহাড়াসহ বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হয়। রক্ষিত এলাকা ভ্রমণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় পরিবেশ বান্ধব প্রকৃতি ভ্রমণ অবকাঠামো নির্মাণ করার ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অর্থ উপার্জনের একটি দিক উম্মোচিত হয়। রক্ষিত এলাকার প্রকৃতি ভ্রমণ কার্যক্রম হতে উপার্জিত অর্থ স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও জনপদের কল্যানে ও উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। এ কার্যক্রম সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি টেকসই ও চলমান রাখতে সহায়ক হবে।

রক্ষিত এলাকা হতে অর্জিত অর্থ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্যয়ের বিস্তারিত প্রক্রিয়া উল্লেখ করত: "রক্ষিত এলাকা হতে রাজস্ব আদায় ও আদায়কৃত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত বরাদ্দের ব্যয় ও হিসাবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা" শীর্ষক এ নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হয়। সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতাধীন বাংলাদেশের সকল রক্ষিত এলাকায় এ নির্দেশিকা অনুসরণ করা হবে।

২২/০৩/০৯
সাহিদা আক্তার
যুগ্ম সরকারী সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২.০ রক্ষিত এলাকা হতে আদায়কৃত রাজস্ব অনুদান হিসেবে বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা

রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণকে শুধুমাত্র রক্ষণ কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না রেখে সহ-ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা ও তাদের অংশগ্রহণকে মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুকূলে রাজস্ব বন্টন ও বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রক্ষিত এলাকা হতে উপার্জিত আয় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যয় করা হলে বনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বন রক্ষায় অধিকতর সময় দেয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হবে, বন রক্ষায় তারা আরো সচেতন হবে এবং বন রক্ষায় অধিক মাত্রায় শ্রম প্রদান করবে। এছাড়া রক্ষিত এলাকা হতে উপার্জিত আয় রক্ষিত এলাকা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্যয়ের পদ্ধতি প্রচলিত হলে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।

বরাদ্দকৃত অর্থ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির স্থায়ী আয়ের উৎস হিসেবে পরিগণিত হবে যাদ্বারা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে নিয়মিত সম্পৃক্ত রাখবে।

৩.০ নির্দেশিকার উদ্দেশ্য

নির্দেশিকাটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো রাজস্ব আদায় ও অর্জিত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুকূলে বরাদ্দ ও বন্টনের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতি ও পদক্ষেপগুলো সহজে কার্যকর করার দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

ক) রক্ষিত এলাকা হতে রাজস্ব আদায়;
খ) অর্জিত রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমাদান;
গ) অর্জিত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ অনুদান হিসেবে বরাদ্দ; এবং
ঘ) অনুদান ব্যয়ের নিরীক্ষা।

৪.০ নির্দেশিকা পর্যালোচনা ও সংশোধন

বিদ্যমান তথ্য এবং অভিজ্ঞতার আলোকে নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩.০ তে বর্ণিত পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী সময় সময় (সাধারণত প্রতি দুই বছর অন্তর) পরিবর্তন ও পূনসংযোজনের লক্ষ্যে নির্দেশিকাটি পুনরায় পর্যালোচনা, পরিমার্জন ও সংশোধন করা যাবে।

৫.০ নির্দেশিকার প্রয়োগ

সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতাধীন বাংলাদেশের বিদ্যমান সকল রক্ষিত এলাকা ও ভবিষ্যতে ঘোষিতব্য (বিজ্ঞপিতব্য) রক্ষিত এলাকায় এ নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবে।

৬.০ রক্ষিত এলাকা হতে রাজস্ব আদায় ও আদায়কৃত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত বরাদ্দের ব্যয় ও হিসাবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা

৬.১ সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না হলে;

(ক) "রক্ষিত এলাকা" বলতে বন বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধিত) আইন ১৯৭৪ এ উল্লিখিত জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও গেইম রিজার্ভ অথবা পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক এরূপ ঘোষিত কোন রক্ষিত এলাকাকে বুঝাবে।

(খ) "সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল" বা "পরিষদ" বলতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ১৫ মে ২০০৬ তারিখের প্রজ্ঞাপনের (পরিশিষ্ট "ক") আলোকে গঠনকৃত সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলকে বুঝাবে।

(গ) "সিএমসি" বা "সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি" বলতে পরিশিষ্ট "ক" এর আলোকে গঠনকৃত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে বুঝাবে।

২১/০৮/০৯
নাহিদা আফরোজ
সিনিয়র সহকারী সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

(ঘ) "সিএমসি চেয়ারম্যান" বলতে পরিশিষ্ট "ক" এর আলোকে গঠিত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানকে (যিনি সিএমসি সদস্যদের নিজেদের মধ্য হতে নির্বাচিত) বুঝাবে।

(ঙ) "সদস্য সচিব" বলতে পরিশিষ্ট "ক" এর আলোকে গঠিত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিবকে (যিনি সিএমসি সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী বন সংরক্ষক / রেঞ্জ কর্মকর্তা) বুঝাবে।

(চ) "হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা" বা "এএও" বলতে পরিশিষ্ট "ক" এর আলোকে গঠিত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নিয়োগকৃত হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বুঝাবে।

(ছ) "টিকেট কাউন্টার সহকারী" ও "সুপারভাইজার" বলতে সিএমসি কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বুঝাবে।

(জ) "তহবিল" বলতে সিএমসি কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সংগৃহীত বা সিএমসির অনুকূলে প্রাপ্ত (সরকারী/বেসরকারী সংস্থা, জাতীয়/আর্ন্তজাতিক সংস্থা ও দাতা সংস্থা কর্তৃক) দান বা অনুদানকে বুঝাবে।

(ঝ) "সিএমসি ব্যাংক একাউন্ট" বলতে পরিশিষ্ট "ক" এ উল্লিখিত তহবিল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবকে বুঝাবে।

(ঞ) "ফি" বলতে রক্ষিত এলাকা হতে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১০ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে অনুমোদিত অথবা পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে অনুমোদিত নির্ধারিত হারে মাথাপিছু প্রবেশ পত্রের মূল্য, যানবাহন পার্কিং মূল্য, নাটক বা সিনেমার সুটিং স্পট ব্যবহার বাবদ ভাড়ার মূল্য ও পিকনিক স্পট ভাড়ার মূল্যকে বুঝাবে।

(ট) "প্রবেশ পত্র" বা "রশিদ" বলতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে অনুমোদিত অথবা পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে অনুমোদিত এবং বিজি প্রেস/সংরক্ষিতভাবে মুদ্রিত তিন অংশ বিশিষ্ট রশিদকে বুঝাবে।

(ঠ) "রাজস্ব" বলতে নির্ধারিত ফি/প্রবেশ পত্রের বিনিময়ে রক্ষিত এলাকা হতে আদায়কৃত অর্থকে বুঝাবে।

(ড) "অনুদান" বলতে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোড ৫৯০০-সাহায্য, মঞ্জুরী এর উপ কোড ৫৯৬৫-বিশেষ অনুদান এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থকে বুঝাবে।

(ঢ) "বরাদ্দ ও বন্টন" বলতে রক্ষিত এলাকা হতে আদায়কৃত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ অনুদান হিসেবে বন বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দ এবং বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সিএমসি এর অনুকূলে বরাদ্দ ও বন্টনকে বুঝাবে।

(ণ) "স্থানীয় জনগোষ্ঠী" বা "স্থানীয় কমিউনিটি" বলতে রক্ষিত এলাকার ভিতরে অথবা তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসকারী জনসাধারণকে বুঝাবে।

৬.২ রাজস্ব আদায়

সংশ্লিষ্ট সিএমসি দ্বারা রক্ষিত এলাকা হতে প্রবেশ পত্রের বিনিময়ে ফি সংগ্রহের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হবে।

৬.২.১ ফি সংগ্রহ প্রক্রিয়া

নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণপূর্বক ফি সংগ্রহ কার্যক্রম আরম্ভ করা হবেঃ

(ক) প্রধান বন সংরক্ষক সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে অনুমতি প্রদান/নির্দেশনা পত্র দিয়ে রক্ষিত এলাকা হতে ফি সংগ্রহ কার্যক্রম আরম্ভ করার জন্য একটি পরিপত্র জারী করবেন;

(খ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সিএমসিএর চেয়ারম্যান/সদস্য সচিবকে পত্র জারীর মাধ্যমে ফি আদায়, সংরক্ষণ ও আদায়কৃত ফি রেঞ্জ কর্মকর্তার নিকট পৌঁছানোর জন্য নির্দেশনা পত্র প্রদান করবেন;

(গ) রক্ষিত এলাকা হতে ফি আদায়ের জন্য মুদ্রিত তিন অংশ বিশিষ্ট রশিদ বা প্রবেশ পত্র বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে মজুদ এবং মজুদকৃত প্রবেশ পত্রের রেকর্ড সংরক্ষিত থাকবে;

২৭।৬।০৯
সাঈদা আখতার
সিনিয়র সহকারী সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) পুনরায় প্রবেশ পত্র মুদ্রণের সময় বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে মজুদকৃত প্রবেশ পত্রের সংখ্যা উল্লেখ করে প্রধান বন সংরক্ষকের নিকট চাহিদাপত্র প্রেরণ করতে হবে;

(ঙ) সিএমসি কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক সিএমসির সভাপতি/সদস্য সচিব কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করতে হবে;

(চ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও সিএমসি কার্যালয়ে মজুদকৃত ও ব্যবহৃত প্রবেশ পত্রের পরিসংখ্যান উভয় কার্যালয়ে রক্ষিত রেজিষ্ট্রারে নিয়মিত লিপিবদ্ধ করতঃ হালনাগাদ রাখতে হবে;

(ছ) তিন অংশ বিশিষ্ট প্রবেশ পত্রের একটি অংশ বইয়ের সাথে টিকেট কাউন্টার সহকারীর নিকট থাকবে। ভ্রমণকারী দুই অংশযুক্ত রশিদ পাবেন যার একটি অংশ রক্ষিত এলাকার প্রবেশমুখে/পার্কিং এরিয়াতে/নাটক বা সিনেমার সুটিং স্পটে/পিকনিক স্পটে দায়িত্বপালনরত সুপারভাইজার গ্রহণ করবেন এবং আর একটি অংশ ভ্রমণকারী তার সাথে রাখবেন;

(জ) টিকেট কাউন্টার সহকারী ব্যবহৃত রশিদ গুলির স্ক্রল এর প্রতিলিপি তৈরী করে দৈনিক ভিত্তিতে যাঁচাই এবং সনদপ্রাপ্তির জন্য আদায়কৃত অর্থসহ এএও এর নিকট দাখিল করবেন এবং এএও উক্ত অর্থ ঐ দিন/পরের দিন রেঞ্জ কর্মকর্তার নিকট জমা দিয়ে স্বাক্ষরিত স্ক্রলের প্রতিলিপি বুঝে নিবেন; এবং

(ঝ) রেঞ্জ কর্মকর্তা স্বাক্ষরিত স্ক্রল প্রাপ্তি সাপেক্ষে এএও দৈনিক সংগৃহীত ফি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্যাশ বইতে লিপিবদ্ধ করতঃ দৈনিক স্বাক্ষর করবেন এবং প্রতি মাসের হিসাব মেলানো শেষে রেঞ্জ কর্মকর্তা প্রতিস্বাক্ষর করবেন। ব্যবহৃত ফিঁ সংগ্রহের রশিদ মুরি বই এবং স্ক্রলগুলো এএও সংরক্ষণ করবেন।

৬.৩ রাজস্ব জমা

রক্ষিত এলাকা হতে আদায়কৃত অর্থ সরকারী রাজস্ব হিসাবে পরিগণিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকতা/রেঞ্জ কর্মকর্তা কর্তৃক তা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হবে। রাজস্ব জমার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবেঃ

(ক) সিএমসি কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ/ফি সরকারী রশিদ প্রদানের মাধ্যমে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা/রেঞ্জ কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা রাখা এবং প্রচলিত বিধি মোতাবেক বিভাগীয় বন কর্মকর্তা/রেঞ্জ কর্মকর্তার তা চালানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত শাখায় নির্দিষ্ট কোডে জমাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(খ) সিএমসির নিকট হতে প্রাপ্তি এবং ব্যাংকে জমাদানের সমস্ত রেকর্ড বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে পৃথক রেজিষ্ট্রারে প্রচলিত নিয়মে লিপিবদ্ধ করা এবং প্রতি মাসের হিসাবে তা হিসাবভূক্ত করা;

(গ) সিএমসি এর এএও কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্বের মাস ভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরী করে সিএমসি এর পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা; এবং

(ঘ) প্রতি মাসের রাজস্ব আদায় এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে রাজস্ব জমার রেকর্ড যাচাই করতঃ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক সমন্বয় সাধন করা।

৬.৪ অর্জিত রাজস্ব বরাদ্দ

রক্ষিত এলাকার পরিবেশ বান্ধব প্রকৃতি ভ্রমণ বা পর্যটন এর মাধ্যমে ভ্রমণকারীদের নিকট হতে যে রাজস্ব অর্জিত হবে তার শতকরা ৫০ ভাগের সমপরিমান অর্থ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

২৯.০৩.১৭

৬.৪.১ বাজেট প্রাক্কলন

সংশ্লিষ্ট সিএমসি এর নিকট হতে প্রস্তাবিত বাজেট পাওয়ার পর তা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় যাঁচাই করত: উক্ত কার্যালয়ের অনুন্নয়ন বাজেটে প্রতিফলিত করে অর্থাৎ অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় রাজস্ব খাতের অর্থনৈতিক কোড ৫৯০০-সাহায্য, মঞ্জুরী এর উপ কোড ৫৯৬৫-বিশেষ অনুদান এ অর্ন্তভুক্ত করে প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। উক্ত প্রস্তাবিত বাজেট বন অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন খাতের বাজেট প্রাক্কলনে প্রতিফলিত করে অনুমোদনের জন্য যথাযথ নিয়মে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। সিএমসি কর্তৃক প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবেঃ

(ক) রাজস্ব আদায় কার্যক্রম আরম্ভ হওয়ার প্রথম বছর ও দ্বিতীয় বছরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকায় পূর্ববর্তী তিন বছরের গড় দর্শনার্থীর সংখ্যা (যদি থাকে) ও অনুমোদিত ফি এর গড় অথবা অনুমানের উপর ভিত্তি করে আনুমানিক রাজস্ব হিসাব করে তার শতকরা ৫০ ভাগ অর্থের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়ন করা;

(খ) তৃতীয় বছর ও পরবর্তী বছর হতে দুই বছর পূর্বের অর্থাৎ বাজেট প্রণয়নের সময় সর্বশেষ বৎসর প্রাপ্ত রাজস্বের ৫০% এর উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়ন করা;

(গ) সংশ্লিষ্ট বন বিভাগ ও পরিষদের সাথে পরামর্শ করে সিএমসি কর্তৃক প্রতি বছরের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়ন করা; এবং

(ঘ) প্রস্তাবিত বাজেটে উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ (বাস্তব / আর্থিক) স্পষ্ট করে উল্লেখ করা।

৬.৪.২ বাজেট বরাদ্দ ও বন্টন

প্রচলিত নিয়মানুসারে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বন বিভাগের অনুকূলে অনুন্নয়ন বাজেটে বিশেষ অনুদান হিসেবে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে বন বিভাগ কর্তৃক সিএমসি এর অনুকূলে বাজেট বরাদ্দ ও বন্টন করা হবে। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবেঃ

(ক) প্রধান বন সংরক্ষক কার্যালয় হতে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা তা সিএমসিকে বরাদ্দ ও বন্টন প্রদান করবেন;

(খ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বাজেট ধারক। তিনি সিএমসিকে অর্থ বরাদ্দ করে বরাদ্দ প্রদানের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষককে প্রেরণ করবেন;

(গ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে সিএমসির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের আদেশ জারীর সময় সংশ্লিষ্ট সিএমসির নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করে উল্লেখ করবেন;

(ঘ) সিএমসি এর অনুকূলে অনুদান বরাদ্দের আদেশ জারীর ক্ষেত্রে সিএমসি কর্তৃক প্রস্তাবিত বাজেটে উল্লিখিত কর্মকান্ড যথাযথভাবে ও যথাসময়ে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন;

(ঙ) সিএমসি কর্তৃক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা অনুদান এর অর্থ ক্রস্ড চেকের মাধ্যমে একবারে অথবা কিস্তিতে সিএমসির অনুকূলে প্রদান করবেন;

(চ) অনুদানের অর্থ সিএমসির ব্যাংক হিসেবে/তহবিলে সংগৃহীত হওয়ার পর সিএমসির দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন ও সিএমসির কার্যপরিধি বা নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী ব্যয় করবেন;

(ছ) অনুদান বরাদ্দের আদেশ জারীর পত্রে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী সিএমসি কর্তৃক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও স্টেটমেন্ট অব এক্সপেন্ডিচারসহ সংশ্লিষ্ট ভাউচারের অনুলিপি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রতি মাসে এবং ব্যাংক স্টেটমেন্টের অনুলিপি প্রতি কোয়ার্টারে নিয়মিত প্রেরণ করবেন; এবং

(জ) সিএমসি কার্যালয় হতে প্রাপ্ত স্টেটমেন্ট অব এক্সপেন্ডিচারসহ সংশ্লিষ্ট ভাউচারের অনুলিপি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকবে।

২৭।০৩।১৭
সাইদা আক্তারী
সিনিয়র সহকারী সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৬.৫ অনুদান ব্যবহারের ক্ষেত্র

বন বিভাগের মাধ্যমে সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদান সিএমসি কর্তৃক ব্যবহার করা হবে। রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আর্থিক কর্মকান্ড পরিচালন, রক্ষিত এলাকায় পরিবেশ বান্ধব পর্যটন সুবিধার উন্নয়ন এবং রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বন ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকান্ডে অনুদান ব্যবহার করা হবে।

৬.৬ অনুদান ব্যয়ের নিরীক্ষা

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে (পরিশিষ্ট "ক") সিএমসির কার্যপরিধিতে উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী অনুদান ব্যয়ের নিরীক্ষা সিএমসি কর্তৃক সম্পন্ন করতে হবে। তাছাড়া বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় নিয়মিত পরিদর্শনকালীন সিএমসি সংশ্লিষ্ট বিশেষ অনুদান বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিদর্শনও করা যাবে। এক্ষেত্রে চাহিদানুসারে সংশ্লিষ্ট সকল প্রমাণক সিএমসি কার্যালয় কর্তৃক বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে।

সাঈদা [illegible]
সিনিয়র সহকারী সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কার্বন পরিচিতি

কার্বন কি

- একটি মৌলিক পদার্থ। কার্বন প্রকল্প এর ক্ষেত্রে কার্বন-ডাইঅক্সাইড কে বুঝানো হয়।
- এটি একটি গ্যাস, প্রাণীরা বাতাসে ছাড়ে আর গাছ বাতাস থেকে গ্রহণ করে।
- এটা একটি গ্রীণ-হাউস গ্যাস, ৬ টির একটি এবং প্রধানতম।
- বায়ুমন্ডলে এর পরিমান বেড়ে গেলে জলবায়ুর পরিবর্তন হয়।
- জলবায়ুর পরিবর্তন হলে পৃথিবীর নানা রকম পরিবর্তন হয় যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর।

জলবায়ু পরিবর্তন কি:

- আবহাওয়ার দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন, ১০ বছর বা অধিক।
- তাপমাত্রা, খরা-বৃষ্টি, ঝড়, আকাশের অবস্থা ইত্যাদি হল আবহাওয়া

কারণ:

- বায়ুমন্ডলে গ্রীণ-হাউস গ্যাস এর পরিমান বেড়ে যাওয়া।
- জমিন/ ভূমির পরিবর্তন, যেমন বনভুমি কমে যাওয়া

কার্বনের উৎস:

- শিল্প কলকারখানা থেকে গ্যাস নির্গমন।
- যান বাহন থেকে ধোয়া নির্গমন

- অতিমাত্রায় জ্বালানী ব্যবহার।
- জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার।
- কার্বন শোষনের পরিমান কমে যাওয়া।

প্রভাব

- বিশ্বের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া।
- সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়া
- মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়া
- খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা ইত্যাদি বেড়ে যাওয়া।
- বাংলাদেশের নিচু ও উপকুলীয় অঞ্চল পানির নীচে তলিয়ে যাওয়া।

কার্বন প্রকল্প প্রস্তাবনার বিষয় সমুহ

১. প্রকল্প এলাকার বর্তমান অবস্থার বর্ননা

২. প্রকল্পের প্রারম্ভিক অবস্থা

৩. প্রকল্প পরিকল্পনা ও লক্ষ্য

৪. ব্যবস্থানার দক্ষতা

৫. আইনগত বৈধতা ও সম্পদের মালিকানা

৬. প্রকৃত কার্বনের পরিবর্তন আনার পরিমান

৭. কি পরিমান অপচয় হতে পারে

৮. কার্বনের পরিবর্তন পর্যবেক্ষনের পদ্বতি

৯. স্থানীয় জনগনের সুফল/প্রভাব

১০. দুরবর্তী জনগনের সুফল/প্রভাব

১১. জনগনের উপর প্রভাব পর্যবেক্ষনের পদ্বতি

১২. প্রকল্প এলাকার জীববৈচিত্রের উপর প্রভাব

১৩. দুরবর্তী এলাকার জীববৈচিত্রের উপর প্রভাব

১৪. জীববৈচিত্রের উপর প্রভাব পর্যবেক্ষনের পদ্বতি

১. স্থানীয় জনগোষ্ঠী কি নিজের উদ্যোগে বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে বনায়ন করতে পারবে?

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন এর (এস.আর ও নং ১০-আইন/২০১০, জানুয়ারী ১৩, ২০১০) বিধি ৩ অনুসারে বনায়নের উপযোগী বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী নিজেদের উদ্যোগে সামাজিক বনায়নের উদ্দেশ্যে বন অধিদপ্তর এর বীট ও রেঞ্জ কার্য্যালয়ের মাধ্যমে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট আবেদন করতে পারবেন। যথার্থতা বিবেচনা করে বন অধিদপ্তর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে বনায়নের অনুমোদন প্রদান করবেন।

২. সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহনের জন্য কোন ধরণের ব্যক্তিবর্গ অধিকার পাবেন?

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন এর (এস.আর ও নং ১০-আইন/২০১০, জানুয়ারী ১৩, ২০১০) প্রজ্ঞাপণের উপবিধি ৪ (স) অনুযায়ী সামাজিক বনায়ন এলাকার ১ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী স্থানীয় অধিবাসীগণের মধ্যে থেকে অংশগ্রহনকারী নির্বাচিত হবেন; তবে এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ অধিকার পাবেন-

ক) ভূমিহীন

খ) ৫০ শতাংশের কম ভূমির মালিক

গ) দু:স্থ মহিলা

ঘ) অনগ্রসর গোষ্ঠী

ঙ) দারিদ্র আদিবাসী

চ) দারিদ্র ফরেষ্ট ভিলেজার

ছ) অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা কিম্বা মুক্তিযোদ্ধার অসচ্ছল সন্তান।

৩. বন অধিদপ্তর, সরকারী, আধা সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে বনায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠী কি ধরণের সুফল (Benefit) ভোগ করবেন।

সরকার কর্তৃক ঘোষিত সামাজিক বনায়ন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (এস.আর ও নং ১০-আইন/২০১০, জানুয়ারী ১৩, ২০১০) অনুযায়ী স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক বন অধিদপ্তর, সরকারী, আধা সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ভূমিতে সৃজিত সামাজিক বাগানের ক্ষেত্রে ৭৫ ভাগ সুফল ভোগ করবেন, ১৫ ভাগ ভূমির মালিক সংস্থা ও ১০ ভাগ সুফল বৃক্ষরোপন তহবিল এ পরবর্তী বাগান উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সঞ্চয় করবেন।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া

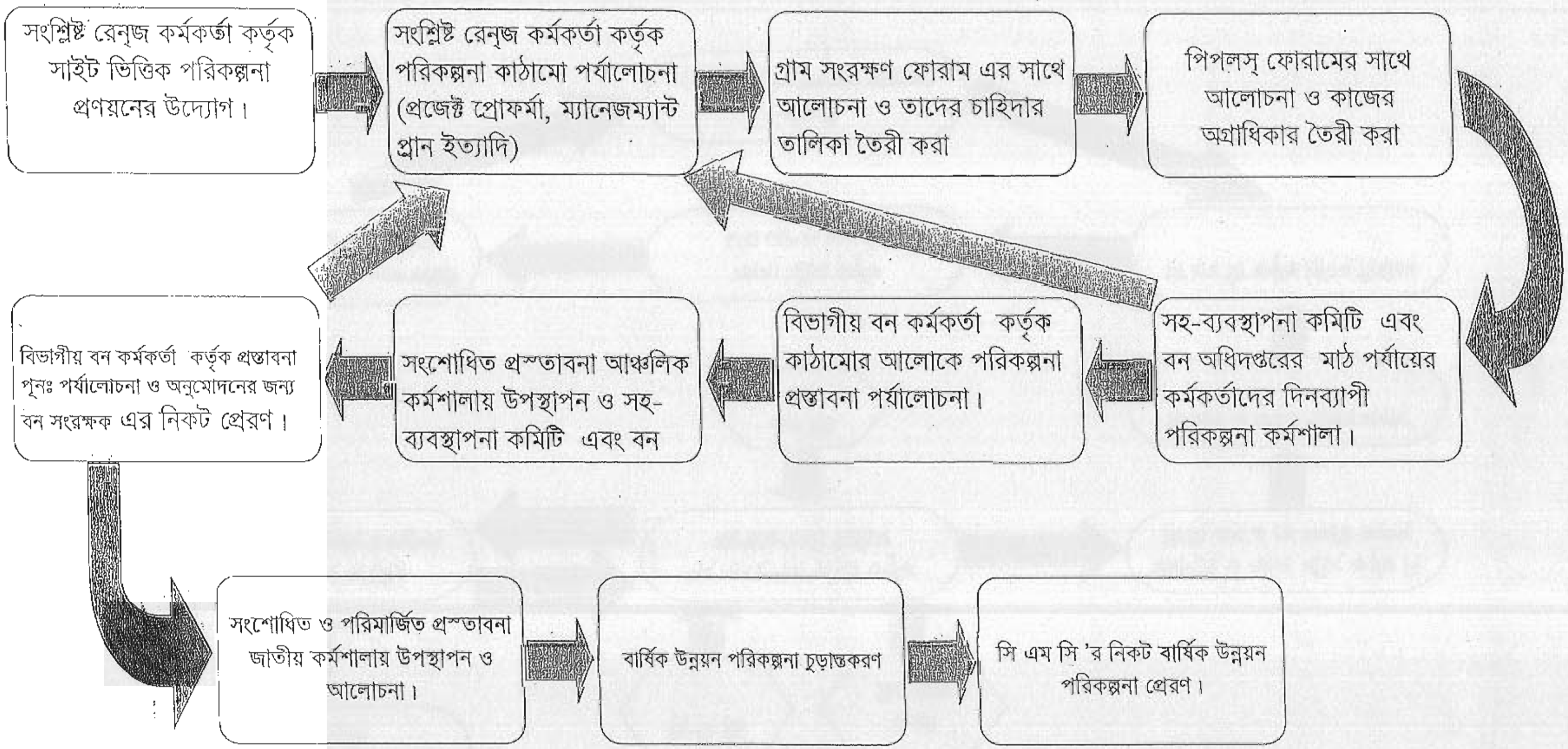

** ** সি এম সি – কো ম্যানেজম্যান্ট কমিটি/ সহ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ডি এফ ও - ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার, এফ ডি - ফরেষ্ট ডিপার্টম্যান্ট, সি এফ – কনজার্ভেটর অফ ফরেষ্ট

বাফার বাগান
(কে কি কাজ করবে)

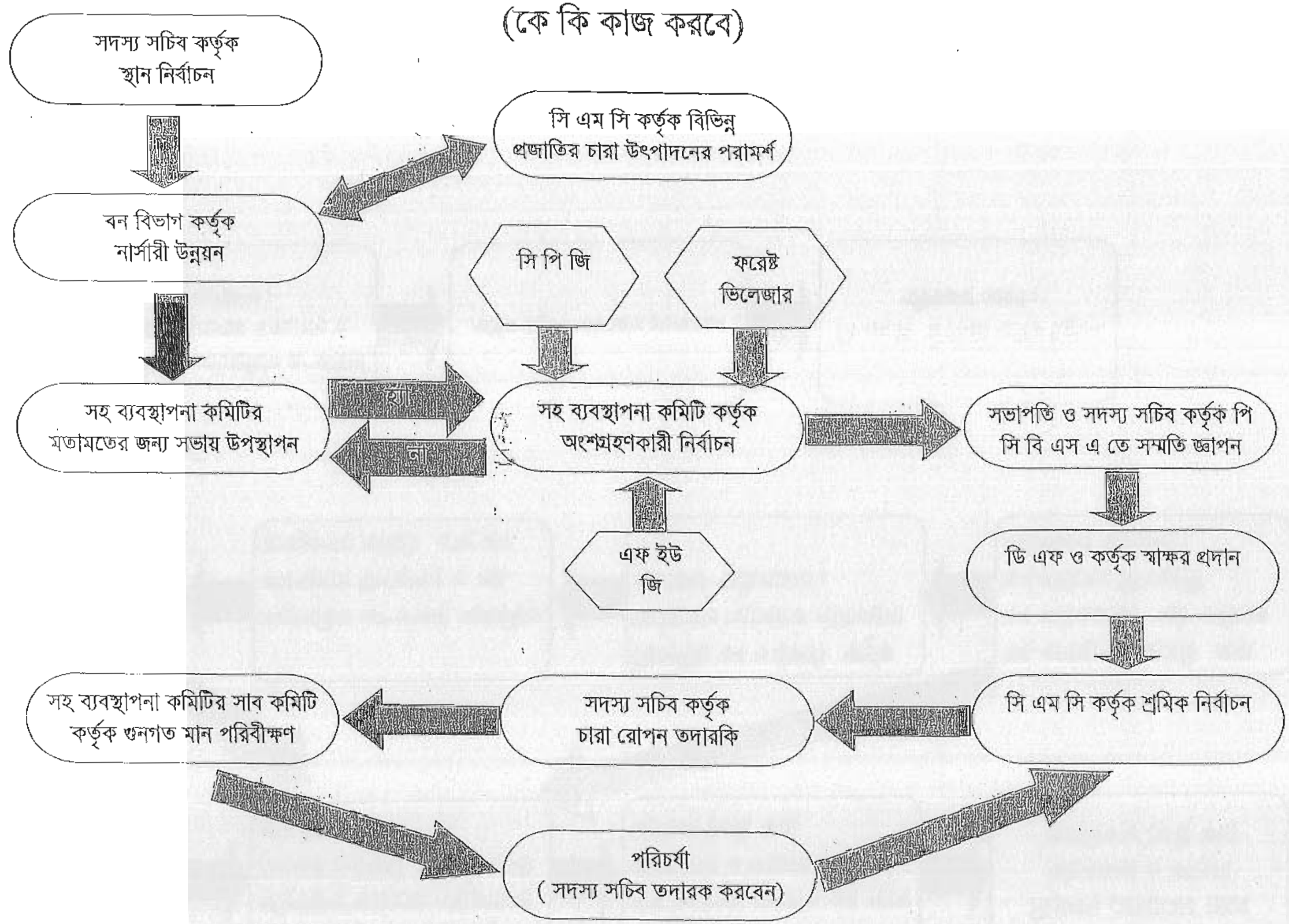

** সি এম সি – কো ম্যানেজম্যন্ট কমিটি/ সহ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সিপিজি – কমিউনিটি পেট্রোলিং গ্রুপ, ডি এফ ও - ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার, এফ ডি - ফরেষ্ট ডিপার্টম্যান্ট, এফ ইউ জি — ফরেষ্ট ইউজার গ্রুপ, পি সি বি এস এ - পার্টিসিপেটরি কস্ট বেনিফিট শেয়ারিং এগ্রিম্যান্ট

সহ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(কে কি কাজ করবে)

সংশ্লিষ্ট সাইট ফ্যাসিলিটেটর সহায়তা করবেন।

সহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির সাথে আলোচনা করে সদস্য সচিব মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন।

মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনে সহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবের স্বাক্ষর প্রদান।

সহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি কর্তৃক মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের নিকট প্রেরণ। এর কপি নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প ও ডি এফ ও মহোদয়ের নিকট প্রেরণ।

** ডি এফ ও - ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার

ল্যান্ডস্ক্যাপ উন্নয়ন তহবিল

(কে কি কাজ করবে।)

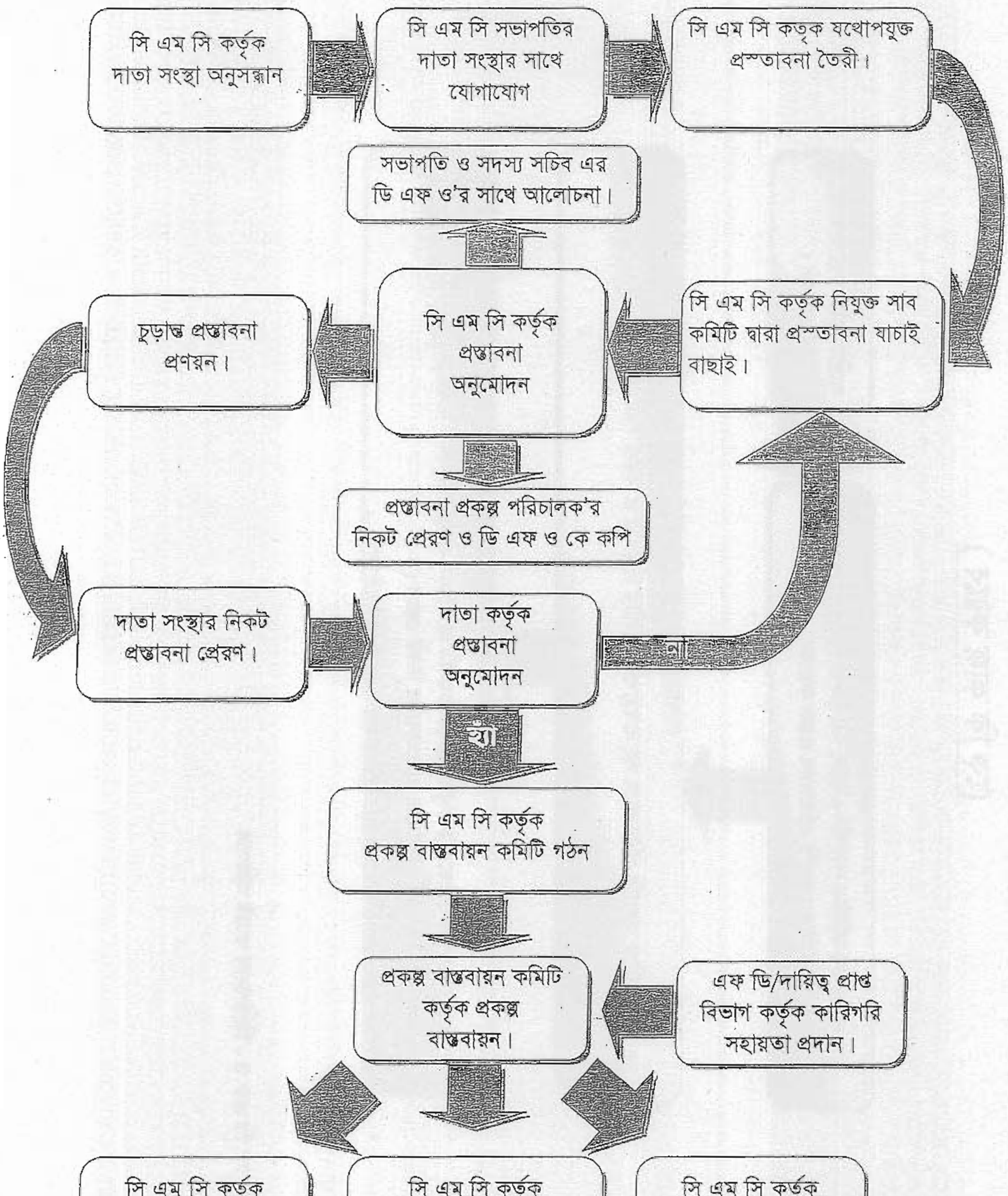

** সি এম সি – কো ম্যানেজম্যান্ট কমিটি/ সহ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ডি এফ ও - ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার, এফ ডি- ফরেষ্ট ডিপার্টম্যান্ট

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ১৩, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ পৌষ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/১১ জানুয়ারি ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১০-আইন/২০১০।—Forest Act, 1927 (XVI of 1927) এর section ২৮A এর sub-section (৪) ও (৫) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত বিধিমালার —

১। বিধি ২ এর

(ক) দফা (ঘ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঘঘ) এবং (ঘঘঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ— "(ঘঘ) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার ফরম;
(ঘঘঘ) "ফরেস্ট ভিলেজার" অর্থ বাংলাদেশ ফরেস্ট ম্যানুয়াল পার্ট-২ এর আর্টিকেল-২৮ আনুসারে বন বিভাগের নিবন্ধিত ফরেস্ট ভিলেজার;";

(খ) দফা (চ) এর প্রান্তঃস্থিত দাড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ছ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—
"(ছ) "স্থানীয় জনগোষ্ঠী" অর্থ এই বিধিমালার অধীন সামাজিক বনায়নে আগ্রহী স্থানীয় জনগোষ্ঠী যাহাদের বিধি ৬ এর অধীন উপকারভোগী নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা রহিয়াছে।"।

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

২। বিধি ৫ এর—

(ক) উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) এর "১০ বৎসর, যাহা মেয়াদান্তে তিন কিস্তিতে ৩০ বৎসর পর্যন্ত নবায়নযোগ্য হইবে" সংখ্যাগুলি, কমা ও শব্দগুলির পরিবর্তে "সর্বনিম্ন ১০ বৎসর এবং সর্বোচ্চ ২০ বৎসর, যাহা মেয়াদান্তে দুই অথবা তিন কিস্তিতে সর্বোচ্চ ৪০ বৎসর পর্যন্ত নবায়নযোগ্য হইবে" সংখ্যাগুলি, কমা ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-বিধি (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (১ক) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—
"(১ক) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে বন অধিদপ্তর এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর যৌথ সম্মতিক্রমে সংশ্লিষ্ট চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ করা যাইবে।"

৩। বিধি ৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন বিধি ৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"৫ক। স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সামাজিক বনায়নের আবেদন, তালিকা প্রস্তুত ও অনুমোদন।—(১) সামাজিক বনায়নের উপযোগী কোন ভূমিতে বনায়নে আগ্রহী স্থানীয় জনগোষ্ঠী বন বিভাগের বীট ও রেঞ্জ কার্যালয়ের মাধ্যমে অথবা সরাসরি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট 'ফরম ক' তে লিখিত আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা যথাশীঘ্র সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে উপকারভোগী চিহ্নিত করিতে এবং উপকারভোগীগণকে বনায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে সহায়তা প্রদানের জন্য, ফরেস্ট রেঞ্জারের নীচে নহে এইরূপ, একজন বন কর্মকর্তা নিয়োগ করিবেন।

(৩) বন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বা সদস্যবৃন্দ এবং আবেদনকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পক্ষে ন্যূনতম দুইজন প্রতিনিধি, যাহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন মহিলা থাকিবেন, সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২) অনুযায়ী উপকারভোগীদের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রাথমিক তালিকা চূড়ান্ত হইবার পর সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট 'ফরম খ' তে একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা নিম্নলিখিত বিষয়াবলী যাচাই করিবেন ঃ—

(ক) বনের সহিত নির্বাচিত উপকারভোগীদের সম্পর্ক এবং

(খ) বনায়ন কার্যক্রমে শ্রম বিনিয়োগের প্রদানের সামর্থ্য

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন যাচাইয়ের পর, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে সামাজিক বনায়নের লক্ষ্যে, বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১ক) এর বিধান অনুসারে উপকারভোগী নির্বাচনের চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৭) বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১ক) এর অধীন উপকারভোগী নির্বাচনের পর এবং বিধি ৪ এর অধীন চুক্তি স্বাক্ষরের পর, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, নির্বাচিত উপকারভোগী স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে 'ফরম গ' তে সামাজিক বনায়নের অনুমতি প্রদান করিবেন।"।

৪। বিধি ৬ এর—

(ক) উপ-বিধি (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(১ক) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটি উপকারভোগী নির্বাচন চূড়ান্ত করিবেন।";

(খ) উপ-বিধি (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"সাধারণভাবে কোন সামাজিক বনায়ন এলাকার এক বর্গকিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী স্থানীয় অধিবাসীগণের মধ্য হইতে উক্ত এলাকার উপকারভোগী নির্বাচিত হইবেন এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ উপকারভোগী নির্বাচনে প্রাধিকার পাইবেন, যথা ঃ—

(ক) ভূমিহীন;

(খ) ৫০ শতাংশের কম ভূমির মালিক;

(গ) দুস্থ মহিলা;

(ঘ) অনগ্রসর গোষ্ঠী;

(ঙ) দরিদ্র আদিবাসী;

(চ) দরিদ্র ফরেস্ট ভিলেজার; এবং

(ছ) অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা অথবা মুক্তিযোদ্ধার অস্বচ্ছল সন্তান।"।

৫। বিধি ৯ এর উপ-বিধি (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(১ক) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নরূপ সদস্যদের, যাহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুইজন মহিলা থাকিবেন, সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক)	সভাপতি	১ জন;
(খ)	সাধারণ সম্পাদক	১ জন;
(গ)	কোষাধ্যক্ষ	১ জন; এবং
(ঘ)	সদস্য	২ জন।"।

৬। বিধি ১৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ১৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"১৩। ব্যবস্থাপনা কমিটির বিলুপ্তি।—(১) কোন ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতে বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উক্ত ব্যবস্থাপনা কমিটি বাতিল করিতে পারিবেন।

(২) ব্যবস্থাপনা কমিটি বিধি ১১ অথবা ১২ এর অধীন কোন দায়িত্ব বা কার্য সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হইলে, সংশ্লিষ্ট ফরেস্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা উক্ত কমিটির সভাপতিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবেন, যাহার অনুলিপি কমিটির অন্যান্য সকল সদস্যকেও প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির পর ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে সভাপতি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট ফরেস্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৪) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উপ-বিধি (৩) এর অধীন বিষয়টি অবহিত হইবার পর উহা সমাধানের চেষ্টা করিবেন এবং, প্রয়োজনবোধে, বিষয়টি সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটিতে প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত কমিটির পরামর্শ গ্রহণক্রমে অভিযুক্ত ব্যবস্থাপনা কমিটি বিলুপ্ত করিতে পারিবেন।"।

৭। বিধি ১৬ এর উপ-বিধি (১) এর—

(ক) দফা (খ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (খখ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(খখ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে উপকারভোগীগণকে সহায়তা প্রদান এবং কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;";

(খ) দফা (চ) এর "প্রশিক্ষকদের" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(গ) দফা (জ) এর " এবং" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে; এবং

(ঘ) দফা (ঝ) এর প্রান্তঃস্থিত দাড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঞ) ও (ট) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঞ) চুক্তি মোতাবেক বিধি ১৮ তে বর্ণিত কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ হইলে উপকারভোগীগণের সহিত চুক্তি বাতিল করা; এবং

(ট) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী উপকারভোগীগণ কর্তৃক বনজ দ্রব্য সংগ্রহ ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন।"।

৮। বিধি ১৮ এর—

(ক) দফা (খ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (খখ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(খখ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে বন অধিদপ্তরের সহায়তায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;"।

(খ) দফা (চ) এর প্রান্তঃস্থিত "এবং" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(গ) দফা (ছ) এর প্রান্তঃস্থিত দাড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (জ) ও (ঝ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(জ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে বন অধিদপ্তরের সম্মতিক্রমে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা; এবং

(ঝ) ফসল বাজারজাতকরণে সংশ্লিষ্ট বন বিভাগে প্রতিনিধি প্রেরণ।"।

৯। বিধি ২০ এর—

(ক) উপ-বিধি (২) এর দফা (ঙ) এর প্রান্তঃস্থিত দাড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (চ) ও (ছ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(চ) শালবন ব্যতীত বিদ্যমান বাগান ও প্রাকৃতিক বনের ক্ষেত্রে—

পক্ষ	প্রাপ্য হার
(অ) বন অধিদপ্তর	৫০%
(আ) উপকারভোগীগণ	৪০%
(ই) বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

(ছ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে বন বিভাগের ভূমিতে গৃহীত সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে

পক্ষ	প্রাপ্য হার
(অ) বন অধিদপ্তর	২৫%
(আ) উপকারভোগীগণ	৭৫%

(জ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ভূমিতে সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে

পক্ষ	প্রাপ্য হার
(অ) বন অধিদপ্তর	১০%
(আ) উপকারভোগীগণ	৭৫%
(ই) ভূমির মালিক সংস্থা	১৫%

(খ) উপ-বিধি (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (৩) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩) সরকার উপ-বিধি (২) এর অধীন লব্ধ আয় বন্টনের হার সময় সময় পরিবর্তন করিতে পারিবে।"

১০। বিধি ২৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ২৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"২৬। জাতীয় পরামর্শ ফোরাম গঠন।—সামাজিক বনায়নের সহিত সম্পর্কিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন, সংলাপ আদান-প্রদান ও সুশীল সমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণ বজায় রাখিবার উদ্দেশে বন অধিদপ্তর, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, একটি জাতীয় পরামর্শ ফোরাম গঠন করিবে যাহাতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসহ অন্যান্য উপকারভোগীদের প্রতিনিধিত্ব থাকিবে।"।

১১। বিধি ২৬ এর পর নিম্নরূপ 'ফরম ক', 'ফরম খ' এবং 'ফরম গ' সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

'ফরম ক'

[বিধি-৫ক(১) দ্রষ্টব্য]

....

'ফরম খ'

[বিধি-৫ক(৫) দ্রষ্টব্য]

....

'ফরম গ'

[বিধি-৫ক(৭) দ্রষ্টব্য]

....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ডঃ মিহির কান্তি মজুমদার
সচিব।

ফরম-"ক"

বিধি ৫ক(১) দ্রষ্টব্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বন অধিদপ্তর

স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সামাজিক বনায়নের আবেদন

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

....

আমরা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ.....................রেঞ্জ/SFNTCএর আওতাধীন....................বিট/SFPC এলাকায় তফসিলে বর্ণিত ভূমিতে সামাজিক বনায়ন করিতে আগ্রহী। আমাদিগকে উক্ত ভূমিতে বনায়নের অনুমতি দেওয়ার জন্য আবেদন করিতেছি।

তফসিল

ভূমির তথ্য

(ক) ভূমির প্রকার- বন ভূমি/স্ট্রীপ/খাস/চর...................পরিমাণ- হেক্টর/কিঃমিঃ-

(খ) ভূমির মালিক-

(গ) ভূমির বর্তমান অবস্থা-

(ঘ) ভূমির অবস্থান ঃ-

মৌজা- দাগ নং-

উপজেলা - জেলা-

(ঙ) ম্যাপ-

বাগানের তথ্য

(ক) কি ধরণের বাগান সৃজনে আগ্রহী- উডলট/কৃষি/স্ট্রীপ/অন্যান্য-

(খ) বৃক্ষ প্রজাতির নাম-

(গ) উপকারভোগীর সংখ্যা-

(ঘ) বাগান সৃজনে অর্থের উৎস-

(ঙ) অর্থের পরিমাণ-

স্বাক্ষর ও পূর্ণ নাম (ঠিকানা সহ)

১।

২।

৩।

ফরম-"খ"

বিধি-৫কে(৪) দ্রষ্টব্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বন অধিদপ্তর

স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সামাজিক বনায়নে বন কর্মকর্তার প্রতিবেদন

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

......................বিভাগ

...........রেঞ্জ/SFNTC এর আওতাধীন............বিট/SFPC এ তফসিলভুক্ত ভূমিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করিবার জন্য সুপারিশ করা হইল/ হইল না।

তফসিল

ভূমির তথ্য

(ক) ভূমির প্রকার - বনভূমি/ স্ট্রীপ/খাস/চর .... পরিমাণ- হেক্টর/কিঃমিঃ-

(খ) ভূমির মালিক-

(গ) ভূমির বর্তমান অবস্থা-

(ঘ) ভূমির অবস্থান ঃ-

মৌজা- দাগ নং-

উপজেলা- জেলা-

(ঙ) ম্যাপ-

বাগানের তথ্য

(ক) কি ধরণের বাগান সৃজন করা যাইবে-

(খ) বাগানের প্রজাতির নাম-

(গ) উপকারভোগীর সংখ্যা (তালিকা সংযুক্ত করিতে হইবে)-

(ঘ) বাগান সৃজনে অর্থের উৎস-

(ঙ) অর্থের পরিমাণ-

স্বাক্ষর-

বন কর্মকর্তার নাম-

পদবী-

তারিখ-

ফরম-"গ"

বিধি-৫ক(৭) দ্রষ্টব্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বন অধিদপ্তর

স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সামাজিক বনায়নের অনুমতি

স্থানীয় জনগণ কর্তৃক........................রেঞ্জ/SFNTC এর আওতাধীন.............বিট/SFPC এর নিম্নতফসিলভুক্ত ভূমিতে সামাজিক বনায়নের অনুমতি দেওয়া হইল। বাগান সৃজন..........আর্থিক সালের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। অন্যথায় অনুমতি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল

ভূমির তথ্য

(ক) ভূমির প্রকার - পরিমাণ-

(খ) ভূমির মালিক-

(গ) ভূমির বিবরণ-

(ঘ) ভূমির অবস্থান ঃ-

মৌজা- দাগ নং-

উপজেলা- জেলা-

(ঙ) ম্যাপ-

বাগানের তথ্য

(ক) বাগানের ধরণ-

(খ) বৃক্ষ প্রজাতির নাম-

(গ) উপকারভোগীর সংখ্যা (তালিকা সংযুক্ত)-

(ঘ) অর্থের উৎস-

(ঙ) অর্থের পরিমাণ-

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

....

....

N.B. SFNTC-Social Forestry Nursery and Training Centre
SFPC-Social Forestry Plantation Centre

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

একই তারিখ ও নম্বরের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া গন্য হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-পবম/পরিশা-৪/নিস্প/১০৫/কিপ/২০০৬/১২৬ তারিখ ঃ ২৩/১১/২০০৯ খ্রিঃ।

-ঃ প্রজ্ঞাপন ঃ-

বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচন এবং জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে বন বিভাগ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে রক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থার এ জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে স্থলজ ও জলজ ভাগের রক্ষিত এলাকা সমূহ যৌথভাবে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনার আওতাধীন হবে এবং উল্লিখিত রক্ষিত এলাকা সমূহের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনায় উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হবে। উক্ত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রক্ষিত এলাকাসমূহের উৎপাদন/পণ্য ও সেবা ভোগের সুযোগ বৃদ্ধি ও সুষম বন্টনের ব্যবস্থা থাকায় উল্লিখিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Eco System) টেকসই হবে। রক্ষিত ও তৎসংলগ্ন এলাকার (Landscape) অন্তর্ভুক্ত স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের উন্নয়নে অংশীদারিত্ব সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদন/পণ্য ও সেবা বন্টন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতামূলক ও দুর্নীতিরোধের ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে রক্ষিত এলাকা ও আশেপাশের মূল স্টেকহোল্ডারদের (Stakeholders) পূর্ণ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার নিম্নোক্তভাবে সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হল।

২.০ সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (Co-management Council)

স্থানীয় সংসদ সদস্য — উপদেষ্টা
উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান — উপদেষ্টা
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা — উপদেষ্টা

(ক) [illegible] সমাজ।
[illegible] পুরুষ/মহিলা [illegible]
[illegible] (সভাপতি) — ১ জন

(খ) স্থানীয় সরকার প্রশাসন ও কর্মকর্তা
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) — ১ জন
[illegible] বন সংরক্ষক — ১ জন
[illegible] — ২ জন
[illegible]
[illegible] (সদস্য) — ২ জন
[illegible] — ১ জন
[illegible] — ১ জন
[illegible] — ১ জন
[illegible]
[illegible] — ৫ জন
([illegible])

(গ) [illegible]
[illegible] (সদস্য) — ৪ জন
[illegible] — ৫ জন
[illegible] — ৫ জন
[illegible] — ৫ জন
[illegible] (সদস্য) — ২২ জন
[illegible] গঠিত হবে। [illegible]
[illegible]
[illegible] (সদস্য) — ৫ জন

(ঘ) [illegible]
[illegible] অধিদপ্তর
[illegible] অধিদপ্তর
[illegible] অধিদপ্তর
[illegible] অধিদপ্তর
[illegible] অধিদপ্তর

২.১ [illegible] সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের [illegible] সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন [illegible] সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল [illegible] সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে [illegible] কাউন্সিল গঠিত হবে। [illegible] কমিটির সদস্য থাকিবেন।

২.২ সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের (Co-management Council) কার্যপরিধি :

ক. স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন এবং সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দকে রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং কার্যকর তত্ত্বাবধানে সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করা ;

খ. রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা ;

গ. রক্ষিত ও তার আশপাশের এলাকার জন্য গৃহীত কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা ;

ঘ. সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও নীতি নির্দেশনা প্রদান করা ;

ঙ. রক্ষিত এলাকা হতে উৎপাদিত এবং প্রাপ্ত পণ্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট এলাকা ব্যবস্থাপনায় জড়িত সহযোগীদের মধ্যে বিতরণের জন্য নীতিনির্ধারণ ও পরামর্শ প্রদান করা ;

চ. সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে কিংবা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন দ্বন্দ্ব বা বিরোধ দেখা দিলে তা নিরসনে সালিশী ভূমিকা পালন করা ;

ছ. সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা নিশ্চিত করা;

জ. বার্ষিক সাধারণ সভাসহ কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠান করা ;

৩.০ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (Co-management Committee)

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	উপদেষ্টা (পদাধিকারবলে)
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউ.এন.ও)	উপদেষ্টা (পদাধিকারবলে)
সদস্য	
সহকারী বন সংরক্ষক	১ জন (পদাধিকারবলে)
সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা (সদস্য-সচিব)	১ জন (পদাধিকারবলে)
স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি (একজন অবশ্যই মহিলা হবেন)	২ জন
সুশীল সমাজের প্রতিনিধি	২ জন
দিগন্ত্য দেবরাদের প্রতিনিধি	৫ জন
বন সংরক্ষণ দলের প্রতিনিধি	২ জন
বনজ সম্পদ ব্যবহারকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি	১ জন
নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী প্রতিনিধি	২ জন
পেশাজীবী দলের প্রতিনিধি	৩ জন
আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (পুলিশ, বিডিআর, কোস্ট গার্ড)	২ জন
সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি	১ জন
সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার নিচ অফিসার / স্টেশন অফিসার-সার্কেল	৫ জন
ন্যাশনাল ফেজ অফিসারগণ	১ জন

সদস্যদের মধ্যে ন্যূনতম ৫ জন মহিলা সদস্য থাকবেন।

৩.১ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সংশ্লিষ্ট দলসমূহ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন।

পদাধিকারবলে সদস্যগণ ছাড়া অন্য সদস্যগণ ২ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন।

কোন ব্যক্তি একাধিক্রমে দুইবারের বেশী মেয়াদের জন্য কমিটির সদস্য হতে পারবেন না।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি এবং একজন কোষাধ্যক্ষ তাদের মধ্য হতে নির্বাচিত করবেন।

কমিটির হিসাবের সদস্য-সচিব এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্য-সচিব প্রতি তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হয়ে কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন।

৩.১.৩ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি নিজস্ব অফিস থাকবে যা যথাসম্ভব বন অফিসের কাছাকাছি স্থাপিত হতে হবে। এ লক্ষ্যে একজন পূর্ণকালীন হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা থাকবে। উক্ত কর্মকর্তা কমিটির আর্থিক ও অন্যান্য রেকর্ডাদি সংরক্ষণ করবে। উপদেষ্টাগণের দিক-নির্দেশনা মতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন প্রতি বছর অডিট করাতে হবে। হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা তার কার্যাবলীর জন্য সদস্য-সচিবের নিকট দায়ী থাকবে। তার বেতনাদি কমিটির নিজস্ব তহবিল হতে বহন করা হবে। সভাপতি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সদস্য-সচিব সভা আহবান করবেন এবং সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৩.১.১ হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা সহ অন্যান্য নিয়োগের নিয়োগবিধি ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলাবিধি সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৩.১.২ কমিটির সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৯ জন হবে।

৩.১.৩ কমিটির সদস্যগণ সাধারণত ৯ (মাস) পর সভায় মিলিত হবেন। সদস্যদের শতকরা ৫০ ভাগ উপস্থিতি সভার কোরাম হিসেবে গণ্য করা হবে।

অ) সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলি :

ক. রক্ষিত এলাকার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা ;
খ. রক্ষিত এলাকার বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং পরিকল্পিত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল Mobilization এর ব্যবস্থা করা ;
গ. রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসারে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠী হতে শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের কাজ তত্ত্বাবধান করা ;
ঘ. সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় চুক্তির মাধ্যমে কোন কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তা স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলকভাবে সম্পাদন নিশ্চিত করা ;
ঙ. রক্ষিত এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকার (Landscape) বন বিভাগের কার্যাদি পরিচালনায় [illegible] রক্ষিত এলাকার সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী হতে শ্রমিক নিয়োগ করে তা বাস্তবায়ন করা ;
চ. রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় মাঠপর্যায়ে ও অর্থায়ন করে [illegible] সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা ;
ছ. রক্ষিত এলাকার বন বিভাগ এবং স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্যোগকে কার্যকর করার লক্ষ্যে রক্ষিত এলাকার সংরক্ষণ ও সম্পদ রক্ষায় নিয়োজিতদের মধ্যে [illegible] নিশ্চিত করা ;
জ. ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে এবং রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ভূমি জোনিং (Zoning) কার্যক্রম এবং হ্যাবিটেট (Habitat) [illegible] পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে রক্ষিত এলাকা ও ল্যান্ডস্কেপ জোন যথাযথ বিবেচনাপূর্বক [illegible] উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা ;
ঝ. রক্ষিত এলাকার সম্পদ সংরক্ষণে বন বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে [illegible] মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;
ঞ. রক্ষিত এলাকা কার্যক্রম সম্প্রসারিত ও টেকসই করার নিমিত্তে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ ও এর রক্ষিত এলাকায় ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সুফল স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে [illegible] ভাবে বন্টন নিশ্চিত করা ;
ট. [illegible] কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তা নিরসনে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করা ;
ঠ. সরকার অনুমোদিত নির্দেশিকা মতে এন্ট্রি ফি বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব স্থানীয় কমিউনিটির উন্নয়ন ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণে যথাযথভাবে ব্যয় নিশ্চিত করা ;
ড. সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের প্রতিটি সভায় উপস্থাপন করা ;
ঢ. [illegible] সহযোগিতাক্রমে [illegible] অভিজ্ঞতা বিনিময় [illegible] যথাযথ ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;
ণ. বাফার জোন (Buffer Zone) বাগান সৃজন ও সৃজিত বনের সুফল [illegible] মধ্যে সঠিক ভাবে ও পদ্ধতি মতে বন্টন, মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান করা ;
ত. রক্ষিত এলাকা ও বেষ্টনী এলাকার [illegible] সংরক্ষণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা ;
থ. বাফার জোন (Buffer Zone) বাগান সৃজনে অংশীদার নির্বাচনে প্রাথমিক ভূমিকা পালন করা ;
দ. এ কমিটি নতুন কার্যক্রমের জন্য [illegible] এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের নিকট দায়ী থাকবে ;

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

[illegible] সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের জন্য মন্ত্রণালয়ের ১৫ মে ২০০৬ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং পবম/পরিশা-৪/নিসর্গ-৩৩/পার্ট-৪/১৬২ এতদ্বারা রহিত করা হলো। তবে এ রহিতকরণ সত্ত্বেও ঐ প্রজ্ঞাপন মূলে গৃহীত কার্যক্রম [illegible] অনুযায়ী সম্পাদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
[signature]
(জয়নাল আবেদীন তালুকদার)
উপসচিব (উন্নয়ন)।

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

নং-পবম/পরিশা-৪/নিসর্গ/১০৫/স্টিং/২০০৬/৩৬৮ তারিখ : ২৩/১১/২০০৯ খ্রিঃ।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :
১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৪। [illegible] ১০৩২ তলা, [illegible], ঢাকা।
১৫। [illegible] বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৬। [illegible] (সকল)।

সংযোজনী-২

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০০৬ সনের ৩২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ১০, ২০০৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খন্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৪৭–৪৬১
২য় খন্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৩৭–১২০০
৩য় খন্ড—প্রথম খন্ডে অন্তর্ভূক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৭৯–১৮২
৪র্থ খন্ড—প্রথম খন্ডে অন্তর্ভূক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খন্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খন্ড—প্রথম খন্ডে অন্তর্ভূক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৬১–৮৭৫
৭ম খন্ড—অন্য কোন খন্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খন্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৩৩
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) .....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) .....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের নিট্রর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) ..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) ..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) ..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খন্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
ব্যাংকিং অনুবিভাগ
প্রশাসন শাখা-১

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৩ আগস্ট ২০০৬

নং অম/অবি/ব্যাংকিং/প্রঃ শাখা-১/পরি-৩/৯৬-২৫৩—বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ১২৭ নং অর্ডার) এর ৯(৩)(ডি) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক এবং বর্তমানে কর ন্যায়পাল হিসাবে নিযুক্ত জনাব শায়রুজ্জামান চৌধুরী এর স্থলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবদুল করিম কে উপর্যুক্ত পর্ষদে পরিচালক পদে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিয়োগ দেয়া হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ৬ আগস্ট ২০০৬

নং অম/অবি/ব্যাংকিং/শাখা-১/পরি-২/৯৭-২৫৫—দি গ্রামীণ ব্যাংক অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ এর ১০ ও ১১ ধারার বিধান মোতাবেক সাবেক সচিব জনাব তবারক হোসেন কে গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক ও চেয়ারম্যান পদে ২৭-৮-২০০৬ থেকে ২৬-৮-২০০৭ তারিখ পর্যন্ত আরো ১(এক) বছরের জন্য পুনঃনিয়োগ দেয়া হলো।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
রুহী রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রশাসন শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ শ্রাবণ ১৪১৩/৭ আগস্ট ২০০৬

নং অম/অবি/প্রঃ-৩/বিবিধ-৯/২০০১/৬৮৩—অর্থ বিভাগের বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির ২৮-৬-২০০৬ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেলের গবেষণা কর্মকর্তা, জনাব মোঃ হাকিম উদ্দিনকে ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০ টাকার বেতন

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ মে ২০০৬

নং পবম/পরিশা-৪/নিসর্গ-৬৪/(অংশ-৪)/১১২—নিসর্গ সহায়তা প্রকল্পের প্রকল্প প্রস্তাবনা মোতাবেক রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনায় রক্ষিত এলাকার অভ্যন্তরে এবং রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহ : যথা—লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, রেমা কালেংগা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (চুনতি রেঞ্জ এলাকা), চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (জলদি রেঞ্জ এলাকা), টেকনাফ গেইম রিজার্ভ (টেকনাফ রেঞ্জ এলাকা), টেকনাফ গেইম রিজার্ভ (হোয়াইক্ষং রেঞ্জ এলাকা) এবং টেকনাফ গেইম রিজার্ভ (শীলখালী রেঞ্জ) এর জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে সংশ্লিষ্ট এলাকায় সুশীল সমাজ, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ৮ (আট) টি সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (Co-management Council) এবং ৮টি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হইল :

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (Co-management Council)

(ক) সুশীল সমাজ

সম্মানীত সংসদ সদস্য-উপদেষ্টা
পৌরসভা চেয়ারম্যান (যদি থাকে)
রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্য (ন্যূনতম ১ জন মহিলা সদস্যসহ)-১৩
স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, চিকিৎসক, সমাজকর্মী, সাংবাদিক, ধর্মীয় নেতা, মুক্তিযোদ্ধা ৬-৮

(খ) স্থানীয় প্রশাসন - ৪

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা-১
সহকারী বন সংরক্ষক/রেঞ্জ কর্মকর্তা-১
(রক্ষিত এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত)
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধি-২
(পুলিশ, বি.ডি.আর, আনসার ও ভিডিপি)

(গ) স্থানীয় জনগোষ্ঠী

সংগঠিত সম্পদ ব্যবহারকারী দলের প্রতিনিধি-৯
(Resource User Group)
(দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল)

সম্পদ মালিক প্রতিনিধি-৬
(Resource Owning Group)
(ইটভাটা, করাতকল, ফার্ণিচার ব্যবসায়ী এবং কাঠ ব্যবসায়ী)

নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু প্রতিনিধি-৩
স্থানীয় যুব প্রতিনিধি-২
রক্ষিত এলাকার সাথে সম্পৃক্ত প্রধান প্রধান উপকারভোগীদের প্রতিনিধি-১

(ঘ) স্থানীয় বেসরকারী সংস্থা/স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক গঠিত সংস্থার প্রতিনিধি-২—৪

(ঙ) অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধি-৪—৬
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
পশুপালন অধিদপ্তর
মৎস্য অধিদপ্তর
ভূমি প্রশাসন
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
সমাজসেবা অধিদপ্তর
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং রক্ষিত এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী বন সংরক্ষক/রেঞ্জ কর্মকর্তা সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের যথাক্রমে সভাপতি এবং সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ৫৫ জন হইবে। তন্মধ্যে ন্যূনতম ১০ জন মহিলা সদস্য হইবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্যরা ৪ বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন। প্রতি ৪ বৎসর অন্তর বাৎসরিক সাধারণ সভার মাধ্যমে নূতন কাউন্সিল গঠন করা হইবে। তবে স্থানীয় সরকার এবং সরকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণ পদাধিকারবলে সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্য থাকিবেন।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (Co-management Committee)

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল সদস্যদের মধ্য থেকে নিম্নবর্ণিতভাবে সর্বনিম্ন ১৫ থেকে সর্বোচ্চ ১৯ জন সদস্য-এর সমন্বয়ে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে :

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	- উপদেষ্টা (পদাধিকারবলে)
সহকারী বন সংরক্ষক/রেঞ্জ কর্মকর্তা (রক্ষিত এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	- সদস্য-সচিব (পধাধিকারবলে)
স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি (একজন মহিলা সদস্য হইতে হইবে).	- ৩-৪ জন
সুশীল সমাজের প্রতিনিধি	- ২-৩ জন
সম্পদ ব্যবহারকারী দলের প্রতিনিধি	- ২ জন
স্থানীয় যুব প্রতিনিধি	- ১ জন
সম্পদ মালিক গোষ্ঠী প্রতিনিধি	- ২ জন
নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী প্রতিনিধি	- ২ জন
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার প্রতিনিধি	- ১ জন
অন্যান্য সরকারী সংস্থার প্রতিনিধি	- ২ জন
বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি	- ১ জন

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের স্ব স্ব গোষ্ঠীর সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। সদস-সচিব ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ছাড়া অন্য সদস্যদের মেয়াদকাল হইবে ২ বৎসর। কোন সদস্য একাধিক্রমে ২ বারের বেশী কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি ও একজন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করিবেন। রক্ষিত এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী বন সংরক্ষক/রেঞ্জ কর্মকর্তা পদাধিকারবলে উক্ত কমিটির সদস্য-সচিব হিসাবে কাজ করিবেন। সদস্য-সচিব ও কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে কমিটির তহবিল পরিচালনা করা হইবে। কোষাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে সদস্য-সচিব ও সহ-সভাপতির যৌথ স্বাক্ষরে কমিটির তহবিল পরিচালনা করা হইবে। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি নিজস্ব কার্যালয় থাকিবে। উক্ত কার্যালয়ে একজন হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত থাকিবেন। উক্ত সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা কমিটির আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ অন্যান্য রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন। আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতি বৎসর কমিটির উপদেষ্টা কর্তৃক নির্দেশিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিরীক্ষা (Audit) করাইতে হইবে। তিনি তাহার কাজ কর্মের জন্য সদস্য-সচিবের নিকট দায়ী থাকিবেন। তাহার বেতন কমিটি তাহাদের নিজস্ব তহবিল হইতে নির্বাহ করিবে। সভাপতি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সদস্য-সচিব সভা আহবান এবং সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

২। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হইবে।

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের কার্যপরিধি ঃ

(১) সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল একটি বাৎসরিক সভা এবং প্রতি বৎসর বাৎসরিক সভার অতিরিক্ত ন্যূনতম একটি সভায় মিলিত হইবে;

(২) রক্ষিত এলাকার বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনাপূর্বক কর্মপরিকল্পনা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের ব্যাপারে বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিবে;

(৩) রক্ষিত এলাকা কিংবা তৎসংলগ্ন এলাকার উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী কর্মকান্ডের ব্যাপারে সভায় মিলিত হইয়া সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে;

(৪) রক্ষিত এলাকা পরিচালনার ব্যাপারে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে;

(৫) রক্ষিত এলাকা থেকে প্রাপ্ত আয় বা সুফল (Goods and services) উপকারভোগীদের মধ্যে বন্টনের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করিবে এবং নীতিমালা অনুযায়ী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উপকারভোগীদের মধ্যে আয় বা সুফল বন্টনের বিষয়টি তদারকি করিবে;

(৬) সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রণীত বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা (Work Plan) পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রদান করিবে;

(৭) সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতদ্বৈততার সৃষ্টি হইলে, সেইক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখিবে।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ হিসাবে কাজ করিবে এবং কমিটি তাহাদের কাজকর্মের ব্যাপারে সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে;

(২) রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনসাধারণের ভূমিকার ব্যাপারে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করিবে;

(৩) রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা থেকে কোন আয় বা সুফল পাওয়া গেলে তাহা সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলের মধ্যে বন্টন করিবে;

(৪) রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় নিসর্গ সহায়তা প্রকল্পের আওতায় কোন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গ্রহণ করা হইলে উক্ত কর্মকান্ডে যথাসম্ভব ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দল থেকে শ্রমিক নিয়োগের ব্যাপারে বন অধিদপ্তরকে সহায়তা করিবে;

(৫) রক্ষিত এলাকা এবং তৎসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ জোন এর উন্নয়নের জন্য তহবিল সংগ্রহের ব্যাপারে প্রস্তাব তৈরী এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে;

(৬) রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয়ভাবে কোন তহবিল সংগৃহীত হইলে তাহা ব্যয়ের জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে যথাযথভাবে ব্যয় নিশ্চিত করিবে;

(৭) রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয়ভাবে আদায়কৃত ও ব্যয়িত অর্থের হিসাব সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে; উক্ত হিসাব কমিটির উপদেষ্টা কর্তৃক নির্দেশিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিরীক্ষা (Audit) করিতে হইবে।

(৮) রক্ষিত এলাকার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে পাহারাসহ কোন জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হইলে এইক্ষেত্রে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে তদ্রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(৯) রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে বন অধিদপ্তর কিংবা অন্য কোন সরকারী/বেসরকারী সংস্থার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইলে উক্ত দ্বন্দ্ব নিরসনে সহায়ক ভূমিকা রাখিবে;

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তারিক-উল-ইসলাম
যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৩ জুলাই ২০০৬

নং ভূমঃ/শা-২(গেঃবিঃ)-১১/২০০৫-২৬৫—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪ ধারাধীন ৭ উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

তফসিল

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে, এল, নং	থানা	জেলার নাম
১।	বাগচানখাঁ	৫	লালবাগ	ঢাকা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ জুন ২০০৬

নং পৌর-৩/সিবি-বিধ-২১/৯৯/৬১৬—হবিগঞ্জ জেলাধীন শায়েস্তাগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান হাজী জাহির আহম্মেদ গত ১০-৬-০৬ তারিখে মৃত্যুবরণ করায় (ইন্নালিল্লাহে..........রাজেউন) পৌরসভা অধ্যাদেশ,' ১৯৭৭ এর ১৪(১)(ই) ধারা মোতাবেক সরকার উল্লিখিত তারিখে শায়েস্তাগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান পদটি শূন্য ঘোষণা করলেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আজিজুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ, ১৬ জুলাই ২০০৬

নং ৩৩৯-আর-৬/৭ এন-৩৫/২০০৬—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যা আল্লামী, পিতা মৃত মোঃ সোলায়মান আল্লামীকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য